



সীমান্ত সমস্যা নিয়ে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা'র সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুক্রবার।

সীমান্ত নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্রুত করতে একমত অসম-মেঘালয়

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৯ মে : দীর্ঘদিনের অসম-মেঘালয় সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সীমান্ত নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কনরাড সাংমা। শুক্রবার গুয়াহাটির লোকসেবা ভবনে অনুষ্ঠিত 'অজানা সীমান্ত সংক্রান্ত অমীমাংসিত বিষয়, সাম্প্রতিক উত্তেজনা এবং দুই রাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকের পর মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা জানান, সাম্প্রতিক সীমান্তবর্তী লাপাংগাপ এলাকা এবং

মণিপুরে হামলা : বাংলার চালক নিহত, কনভয়ে আহত পুলিশ

গুয়াহাটি, ২৯ মে : মণিপুরে পশ্চিমবঙ্গের একজন ট্রাক চালক নিহত হয়েছেন এবং এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন যখন নিরাপত্তা সহকারে চলা পণ্য ট্রাকের কনভয়ে 'অজানা সশস্ত্র দস্যুতারা'র গুলিতে হামলা চালায়।

হামলাটি স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে জাতীয় হাইওয়ে ২০২-র লেইঙ্গাংচিং এবং টিএস কাসোমের মধ্যে জিলা পুলিশ স্টেশনের অধীনে একটি এলাকায় সংঘটিত হয়। কনভয়েটি উৎকল জেলা সদর দফতরের দিকে যাচ্ছিল। নিহত চালকের নাম নীতিশ কুমার (৫৭), পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বাসিন্দা। আহত পুলিশ কনস্টেবল ৩৫ বছর বয়সি ডিগিন্গাম মারিৎমেই, ইক্ষাল পশ্চিম জেলার বাসিন্দা।

উদ্ধারের এক কর্মকর্তার মতে, চাল, জালিনী সহ বিভিন্ন পণ্য বহনকারী একটি ট্রাকের বহর গত কয়েকদিন ধরে ইক্ষাল পূর্বের ইয়াইঙ্গাপোকাপিতে আটকে আছে, কারণ কুকি গোষ্ঠীগুলির দ্বারা একটি অস্ত্রাধারের প্রয়োগ করা হয়েছে যা নাগা এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ানোর কারণে তাদের অগ্রগতি রোধ করেছে। শুক্রবার র‍্যাপিড আকশন ফোর্স আনা হয় এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে তথ্যরায়স ব্যবহার করা হয়। সেখান থেকে ট্রাকগুলি পুলিশ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর নিরাপত্তা কবায়ের সঙ্গে অগ্রসর হয়। তবে, এই

এরপর ছয়ের পাতায়

গুয়াহাটিতে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ বৈঠক

ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। সাংমা বলেন, সীমান্তের দুই পাশের বাসিন্দাদের শান্ত থাকার আহ্বান

বিধানসভা সচিবালয়ের ১২ জনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৯ মে : অসম বিধানসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব পদে কাজে যোগদান করেই আকশন মুডে রাজীবকুমার ভট্টাচার্য। শুক্রবার কাজে যোগদান করেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব রাজীবকুমার ভট্টাচার্য বিধানসভার সচিবালয়ের ১২ জন কর্মচারী-আধিকারিককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অবসরের পরও কার্যকাল বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশ্লিষ্টদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন— রঞ্জিতকুমার শর্মা, পঙ্কজকুমার শর্মা, ধনঞ্জিৎ তালুকদার, তারিনীকান্ত স্বর্গায়ারি, শেওয়ালা

১ আগস্ট থেকে বাংলায় জনগণনা, ‘রাজনীতি খুঁজবেন না’ : শুভেন্দু

কলকাতা, ২৯ মে : জনগণনা সংক্রান্ত বৈঠক শেষে বড় ঘোষণা বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে জনগণনা। ১৫ আগস্ট পর্যন্ত থাকছে সেলফ অনুমোদন ব্যবস্থা। কাজ চলবে ফেক্সারি পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, এবারই প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে জনগণনা। শুভেন্দু স্পষ্টভাবে বলেন, জনগণনা সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা। অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বদলেছে জনবিন্যাস। মনে রাখবেন এর সঙ্গে রাজনীতি বা জাতপাতের কোনও সম্পর্ক নেই। পাশাপাশি

এরপর ছয়ের পাতায়

টানা পাঁচ বছর ‘রেভিনিউ সারপ্লাস’ অসম : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৯ মে : টানা পাঁচ বছর রাজস্ব সংগ্রহে উর্ধ্বগতি বজায় রেখে নতুন ইতিহাস গড়েছে অসম। এখন আর দেশের উপর নির্ভরশীল নয় বরং দেশের অর্থনীতির শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে রাজ্য এবং দেশের দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) অসমের অংশীদারিত্ব এখন গুরুত্বপূর্ণ, রাজ্যের অর্থনীতির উন্নতি নিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এছাড়া তিনি পরিকাঠামো উন্নতির দিক দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন বৃহস্পতিবার, এর মধ্যে অন্যতম ছিল এক্সপ্রেস হাইওয়ে প্রকল্প।

তিনি এদিন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচককে সামনে রেখে রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরে জানান, আর্থিক-শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ডিভিভেই গড়ে উঠছে ‘বিকশিত অসম’। ২০২০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরপর পাঁচ

সোনাপুরে ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে হত চার

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৯ মে : শুক্রবার সকালে সোনাপুরের কাছে তেতেলিয়ায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন, যার মধ্যে একজন মহিলা, সরকারি কর্মকর্তা এবং দুই তরুণ চিকিৎসাছাত্র প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের বোলেরো গাড়ি একটি পার্ক করা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা সকলেই অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা, তাঁর সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশের মতে, অরুণাচল প্রদেশের রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত বোলেরোটি গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল যখন এটি সোনাপুরের কাছে যেত। পুলিশ স্টেশন সীমার মধ্যে রাস্তার পাশে পার্ক করা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। মৃদুবেগে মধ্যে লিঙ্গি বার্মা যথেষ্ট, যিনি একজন ডাক্তার এবং গাড়িটি চালাচ্ছিলেন, তাঁর স্ত্রী কুণা দেলমা, অরুণাচল প্রদেশ খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ বিভাগের একজন কর্মকর্তা, তাঁদের ছেলে এবং তাঁর বন্ধু,

এরপর ছয়ের পাতায়

২০২১ সালে দেশের জিডিপিতে অসমের অংশ ছিল ১.৭১ শতাংশ ২৪-২৫-এ বেড়ে ১.৯৫ শতাংশ

সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, সাধারণত উদয়নমূলক প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে উদ্ভূত ধরে রাখা সহজ নয়।

হিমন্ত লেখেন, একটি বিকশিত অসমে ভিত্তি হল আর্থিক শৃঙ্খলা এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ। টানা পাঁচ বছর রাজস্ব

অসমে ১.৭ লক্ষের বেশি বাড়িতে সোলার রুফটপ : মুখ্যমন্ত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৯ মে : প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের অধীনে, দেশজুড়ে ইতোমধ্যেই ৪০ লক্ষেরও বেশি সোলার রুফটপ স্থাপন করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ পরিবারের বিদ্যুৎ উৎপাদনে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একটি সবুজ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুরদর্শী উদ্যোগের ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। অসমেও প্রকল্পটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে

দেশজুড়ে ১২টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান এনআইএ-র

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : ভারত-পাক সীমান্ত দিয়ে ড্রোন মারফত আসা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও আইইডি উদ্ধারের মাধ্যমে তদন্তে দেশজুড়ে বড়সড় তল্লাশি অভিযানে নামল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার এবং মহারাষ্ট্র, এই চার রাজ্যের মোট ১২টি ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালান এনআইএ আধিকারিকেরা। জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশের ৫টি, রাজস্থানের ২টি, বিহারের ২টি এবং মহারাষ্ট্রের ৩টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ আধিকারিকেরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, পাকিস্তানি চর জঙ্গিবীর চৌধুরী এবং তার ভারতীয় সহযোগীরা ড্রোন ব্যবহার করে সীমান্ত এলাকা থেকে গুলির অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক নিয়ে আসে। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গেছে, পঞ্জাব, দিল্লি-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো ছিল এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য।

এরপর ছয়ের পাতায়

‘পর্যটকের সংখ্যা গত অর্থবছরে রেকর্ড গড়েছে কাজিরাঙা’

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৯ মে : কংগ্রেসের আমলে কাজিরাঙায় একের পর এক গণ্ডার হত্যায় চোরা শিকারীদের দাপট খবরের শিরোনাম দখল করেছিল। এখন সেই কাজিরাঙায় দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ছে। গত অর্থবছরে পর্যটকের সংখ্যা রেকর্ড গড়েছে কাজিরাঙা। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তথ্য তুলে ধরে জানান, ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে এখনও পর্যন্ত ৫,৪৮,৩১৯ জন দেশি-বিদেশি পর্যটক কাজিরাঙায় পা রেখেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৪-২৫ এরপর ছয়ের পাতায়

অসমে ১.৭ লক্ষের বেশি বাড়িতে সোলার রুফটপ : মুখ্যমন্ত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৯ মে : প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের অধীনে, দেশজুড়ে ইতোমধ্যেই ৪০ লক্ষেরও বেশি সোলার রুফটপ স্থাপন করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ পরিবারের বিদ্যুৎ উৎপাদনে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একটি সবুজ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুরদর্শী উদ্যোগের ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। অসমেও প্রকল্পটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে

মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার পরও কর্নাটকে দাপট অটুট, ছেলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য চাইলেন সিদ্ধারামাইয়া

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও রাজ্যের রাজনীতিতে সিদ্ধারামাইয়ার প্রভাব জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার এবং মহারাষ্ট্র, এই চার রাজ্যের মোট ১২টি ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালান এনআইএ আধিকারিকেরা। জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশের ৫টি, রাজস্থানের ২টি, বিহারের ২টি এবং মহারাষ্ট্রের ৩টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ আধিকারিকেরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, পাকিস্তানি চর জঙ্গিবীর চৌধুরী এবং তার ভারতীয় সহযোগীরা ড্রোন ব্যবহার করে সীমান্ত এলাকা থেকে গুলির অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক নিয়ে আসে। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গেছে, পঞ্জাব, দিল্লি-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো ছিল এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য।

দিল্লির মুখার্জি নগর থেকে পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : মুখার্জি নগরের পুলিশ কর্মীরা অবৈধ অভিবাসী এবং অতিরিক্ত সময় ধরে অবস্থারত বিদেশিদের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। যার ফলে পাঁচজন বাংলাদেশি পুরুষকে গ্রেফতার করা হয় যারা তাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন বলে অভিযোগ।

দিল্লি পুলিশের মতে, মুখার্জি নগর পুলিশ স্টেশনে এলাকার মধ্যে দুই দলের মধ্যে একটি ছোট্ট বিবাদের সম্পর্কে নিষ্পত্তি তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনার সময় দুই প্রাপ্তবয়স্ক

এরপর ছয়ের পাতায়

জুবিন হত্যাকাণ্ড : শ্যামকানুর জমিন খারিজ হাইকোর্টে



সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : গায়ক জুবিন গর্গের হত্যার মামলায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তের জামিনের আবেদন খারিজ করেছে গৌহাটি হাইকোর্ট। ফাস্ট-ট্রাক আদালতে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নর্থইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল (এনইআইএফ)-র অন্যতম আয়োজক শ্যামকানু। কিন্তু শুক্রবার হাইকোর্টও তার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়।

সিদ্ধার্থের আবেদন নাকচ আদালতে

মামলার সরকারি জিয়াউল কামার জানিয়েছেন, মামলার নথি ও তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনার পর আদালত এই পর্যায়ে আভিস্যুক্তকে কোনও ধরনের সুশ্রুতি দিতে রাজি হয়নি। অসম পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) যে সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে, শ্যামকানু মহন্ত তাদের মধ্যে অন্যতম। গত বছর ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের লাজারাস দ্বীপের কাছে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে মৃত্যু হয় জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের। ঘটনার পরদিনই তাঁর এনইআইএফ-র অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা ছিল।

মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে অসমজুড়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। পরে অসম সরকার বিষয়টির তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে এসআইটি একাধিক রাজ্যে তদন্ত চালায় এবং অনুষ্ঠান, আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আর্থিক লেনদেন, ডিজিটাল তথ্য এবং যোগাযোগের নথি খতিয়ে দেখে। দীর্ঘ তদন্তের পর

শুক্রবার পতন শেয়ার বাজারে, কিছুটা উঠলো টাকার দর

মুম্বই, ২৯ মে (সংবাদ সংস্থা) : দেশে প্রত্যাশার তুলনায় বৃষ্টি কম হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তার সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অস্থিরতা বহাল। এই সমস্ত কারণে শুক্রবার পাল্লা খেল দেশের শেয়ার বাজার। এক খাদ্যায় এক হাজার পর্যায়েও বেশি নামল সেনসেঙ্গ। নিফটিও তলিয়ে গেল সাড়ে তিনশো পর্যায়ে বেশি। তবে এই রক্তক্ষরণের বাজারেও কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ভারতীয় টাকার দর।

বৃহস্পতিবার দেশের শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। ফলে বুধবারের পর শুক্রবার যখন বাজার খোলে, তখন থেকেই লগ্নিকারীদের মধ্যে বিভিন্ন হিডিক লগ্নি যায়। দিন শেষে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক সেনসেঙ্গ ১০৯২.০৬ পয়েন্ট পড়ে থিতু হয়েছিল ৭৪,৭৭৫.৭৪ অঙ্কে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক নিফটিও ৩৫৯.৪০ পয়েন্ট নেমে বন্ধ হয়েছে ২৩,৫৪৭.৭৫ অঙ্কে। শেয়ার বাজারে ধস নামলেও বিদেশি মুদ্রার বাজারে কিছু উল্টো ছবি দেখা গেছে। শুক্রবার মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে বেশ কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে ভারতীয় টাকা। প্রতি ডলার ৫৩ পয়সা নেমে ভারতীয় টাকার মূল্য হয়েছে ৯৫.০৫ টাকা।

এরপর ছয়ের পাতায়

নিট প্রশ্নফাঁস নিয়ে কেন্দ্রকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্নপত্র কীসের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে মুখে পড়ল এনটিএ-কে। ইউপিএসসি-র উদাহরণ দিয়ে তাদের থেকে শিক্ষা নিতে। এদিকে, শীর্ষ আদালতে মোদি সরকারের তরফে জানানো হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগত ভাবে নজর রেখেছেন নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার সমস্ত পদ্ধতির দিকে।

জানা যাচ্ছে, সিলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টকে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করছেন যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে। ২১ জুনের পরীক্ষার জন্য কিছু নতুন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।’ সেইসঙ্গেই কেন্দ্রের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ উদ্বেগ নিয়ে প্রশাসনও তদন্ত। এদিকে, এদিন

নিট-র প্রশ্ন সরবরাহে বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : নিট-ইউজি ২০২৬-র পুনরায় পরীক্ষা ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নেই বলে জানালেন, কখনও এমন কিছু ঘটে না ইউপিএসসি-তে। কাজেই তাদের থেকে শিক্ষা নিক

এনটিএ-কে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ইউপিএসসি-র সঙ্গে তুলনা তেনে শীর্ষ আদালত জানায়, কখনও এমন কিছু ঘটে না ইউপিএসসি-তে। কাজেই তাদের থেকে শিক্ষা নিক

এনটিএ। যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

উল্লেখ্য, নতুন করে আগামী ২১ জুন ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন ঘোষণা করেছে এনটিএ। কিন্তু প্রশ্ন

নিট-র প্রশ্ন সরবরাহে বায়ুসেনা

পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনীকে নামানো হচ্ছে না। শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই ভারতীয় বায়ুসেনার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই। তবে হাতে সময় খুব কম। তাই প্রশ্নপত্র নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

নিট-র প্রশ্ন সরবরাহে বায়ুসেনা

গত ২ মে ২২ লাখ পরীক্ষার্থী নিট পরীক্ষা দেন। এরপর একাধিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। গত ১৬ মে রাজস্থানে এক পরীক্ষার্থী প্রদীপ মোহাওয়ারের গুলুস্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। ৬৫০ নম্বর পাবেন বলে আশা করেছিলেন। পরীক্ষা বাতিলের খবর পেয়েই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এর পরেই আত্মহত্যার ঘটনা। পরে আরও চার নিট পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে।

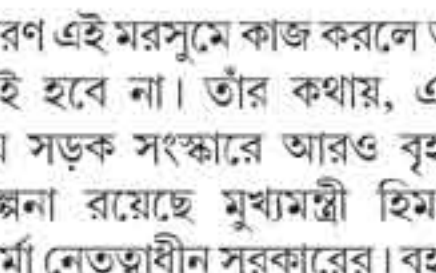


সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে ধর্মেন্দ্র প্রধান স্পষ্ট করে বলেন, পরীক্ষার

বরাকের লাইফ লাইন ৬নং জাতীয় সড়কে এখন গর্তের মিছিল বর্ষার পরই সংস্কার : বিধায়ক কমলান্ধ

আব্দুস সুবহান লস্কর

আমড়াঘাটের বিশিষ্ট
ব্যবসায়ী ও প্রাক্তন
জিপি সভাপতি
মতিলাল চন্দ প্রয়াত

কাটিগড়া, ২৯ মে : বেহাল বরাকের লাইফ লাইন ৬নং জাতীয় সড়ক। বদরপুরঘাট থেকে মালিডহর অবধি এই সড়কের বুকে এখন গর্তের মিছিল। একেকটা গর্ত পুকুরের রূপ নিয়েছে। এই গর্তগুলোতে প্রতিদিন ফেঁসে বাচ্ছে যানবাহন। এরই মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কোনওক্রমে পণ্যবাহী লরি ও সুপার বাসগুলো পারাপার হলেও ছোট যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। অবশ্য যা দাঁড়িয়েছে তাতে যেকোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই সড়ক।

কাটিগড়ার চৌরঙ্গী বাজার, কালাইন বাজার, পহিকান, লক্ষ্মীছড়া ও বরাকের প্রবেশ দ্বার মালিডহর এলাকায় বেহাল সড়কের নরক যন্ত্রণায় ব্যবসা বাণিজ্য লাঠে উঠেছে। পহিকানে সড়কের মধ্যভাগে ৩০০

মিঃ জায়গা জুড়ে নদীসম এক ড্রেন হয়ে আছে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুল, কলেজে আসা-যাওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছে। এ সবে ফলে লাঠে স্কুল কলেজের পড়াশুনাও। এই সড়ক সংস্কারে ২৮ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু বর্ষার এই মরসুমে কাজ হচ্ছে না। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে হবে।

কাটিগড়ার বিধায়ক কমলান্ধ দে পুরকায়স্থ এন্ডিন একথা জানান।

শুক্রবার কাটিগড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাটিগড়ার বিধায়ক কমলান্ধ দে পুরকায়স্থ জানান, বেহাল এই সড়ক সংস্কারে যে ২৮ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে তা এ মুহূর্তেই কাজ করা সম্ভব নয় কারণ এই মরসুমে কাজ করলে তা টেকসই হবে না। তাঁর কথায়, এই জাতীয় সড়ক সংস্কারে আরও বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারের। বৃহৎ আকারে অর্থ মঞ্জুরের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে যা দিয়ে অত্যাধুনিকভাবে তৈরি হবে জাতীয় সড়ক। সড়ক জুড়ে লাগানো হবে স্ট্রিট লাইটও। তবে এ জন্য সময় দিতে হবে কারণ এসব কাজ বললেই তো আর হয়ে যায় না, এর জন্য অনেক কাঠখড় পুড়তে হয়। কাটিগড়ায় একের পর এক নদী ভাঙন প্রসঙ্গে কাটিগড়ার বিধায়ক কমলান্ধ দে পুরকায়স্থের বক্তব্য, পাঠচাম সহ কাটিগড়ার গোবিন্দপুর, মাদারপুর, সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের নিম্নাংশ সহ বিভিন্ন স্থানে নদী ভাঙন সতাই ভাবার বিষয়। এ নিয়ে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন বিধায়ক।

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ২৯ মে : আমড়াঘাট বাজারের বিশিষ্ট কাপড়ের ব্যবসায়ী বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী দমিখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি মতিলাল চন্দ প্রয়াত হয়েছেন। শুক্রবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে আমড়াঘাট গ্রামাণ্ডার বাড়িতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, দুই ভাই সহ আত্মীয় পরিজন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রয়াত মতিলাল চন্দ বেশ কয়েক বছর

কাজখনপূরে নতুন ট্রান্সফর্মার স্থাপন

জওহরলাল পাণ্ডে

শিলকুড়ি, ২৯ মে : বড়খলা বিধানসভা এলাকাধীন তাপাং মণ্ডলের অন্তর্গত চেংদুয়ার জিপির কাঞ্চনপুর ওয়ার্ড ৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় ট্রান্সফর্মার পূর্বে হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে পড়ে। এর ফলে সম্পূর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং চরম সমস্যার সম্মুখীন হন স্থানীয় বাসিন্দারা। দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে

শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা পর্যন্ত সবকিছুতেই নেমে আসে ভোগান্তি।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথের নজরে আনেন। সেই সময় তিনি ওয়াহাটিতে বিধানসভা অধিবেশনে বাস্তব থাকলেও সাধারণ মানুষের সমস্যাতে অগ্রাধিকার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এপিডিসিএল স্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দ্রুত নতুন ট্রান্সফর্মারের

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেন।

বিধায়কের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তৎপরতায় শুক্রবার এলাকায় নতুন ট্রান্সফর্মার সফলভাবে স্থাপন করা হয়। দীর্ঘ কয়েকদিনের সমস্যার অবসান হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে খুশির পরিবেশ ফিরে এসেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বিধায়ক কিশোর নাথের জন্মশ্রী কাজ, দ্রুত পদক্ষেপ এবং মানুষের পাশে থাকার মানসিকতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

চালু করা হলো মুক্তকেশী স্মৃতি পুরস্কার

সূচিগমিতা সরকার তাঁর পিতা সুধাংশু শেখর দত্তের প্রেরণ করা এক পত্র পাঠ করেন।

বিশেষ অতিথি রাজদীপ গোস্বালা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ক্ষুদ্রে খোলাধরা করার বাল্যস্মৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। মুক্তকেশী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় জনতা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, লক্ষীপুরের জগন্নাথ তাকে অনেক ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন। আগে দু'বার লক্ষীপুরের বিধায়ক ছিলেন জগন্নাথের আশীর্বাদে। এবারও উপহারবন্দ থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধি করার সময় এখানকার অনেকেই তাকে সমর্থন দিয়ে প্রচার করেছেন। তিনি বলেন, মুক্তকেশী স্মৃতি মেধা পুরস্কার চালু করার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, সেটা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। তিনি পুরস্কারের উদ্যোগের ধন্যবাদ জানান। পরে এই ক্ষুদ্রের চারটি শ্রেণির চারজন পড়ুয়া যথাক্রমে রোনক সেন, তানিয়া দত্ত, আনোয়ারা বেগম ও সন্ধ্যা রী-র হাতে চার হাজার পঞ্চাশ টাকা করে মুক্তকেশী স্মৃতি পুরস্কারের নগদ অর্থ এবং সার্টিফিকেট এবং পঞ্চম শ্রেণির প্রাক্তন ছাত্রী জয়া মেহবুব মজুমদারের হাতে মুক্তকেশী স্মৃতি মেধা পুরস্কার বাবদ ১৮০০ টাকার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : শিলচর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমন্বয় সমিতি লিমিটেডের উদ্যোগে শনিবার বিকেলে তারাপুর ইন্ডাস্ট্রি ক্যালেনারি সুলগিরি আবাসনে এক বর্দনীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, সরকার প্রদত্ত জমি এক ভূমাক্ষীয়া চক্র প্রশাসনিক সহযোগিতায় বেদনাকর করার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি সমন্বয়ের কার্যকরী সমিতি ছেড়ে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন না করায় সমিতির সমস্ত লেনদেন বন্ধ হয়ে রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়।

সভায় সমিতির সম্পাদক সজিত দেবনাথ জানান, বিভিন্ন সি.আর.পি.সি ও এন.আই অ্যান্ড সেক্রেটারি মামলায় তাকে একাই লড়াই করতে হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, একাংশের চাপে তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা চলছে। সভায় বিজেপি (জেলা সহ-সভাপতি অম্বজিত চক্রবর্তী (বলক) সমিতিতে আইনি সহায়তার আশ্বাস দিয়ে দলের লিগ্যাল এইড সেলে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

অপরদিকে কংগ্রেসের (পক্ষ থেকে প্রাক্তন পূরপতি ও আইনজীবী বিনয়কৃষ্ণ দাস ও সমিতির পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উপস্থিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও সহযোগিতার বার্তা দেন।

সভায় আত্মত্যাগের পথ নয়, বরং সকলের সহযোগিতা এবং দ্রুত সমন্বয়ের নির্বাচন আয়োজনের দাবির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।



বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক রাজদীপ গোস্বালা। শুক্রবার লক্ষীপুরে।

সূচিগমিতা সরকার তাঁর পিতা সুধাংশু শেখর দত্তের প্রেরণ করা এক পত্র পাঠ করেন।

বিশেষ অতিথি রাজদীপ গোস্বালা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ক্ষুদ্রে খোলাধরা করার বাল্যস্মৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। মুক্তকেশী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় জনতা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, লক্ষীপুরের জগন্নাথ তাকে অনেক ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন। আগে দু'বার লক্ষীপুরের বিধায়ক ছিলেন জগন্নাথের আশীর্বাদে। এবারও উপহারবন্দ থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধি করার সময় এখানকার অনেকেই তাকে সমর্থন দিয়ে প্রচার করেছেন। তিনি বলেন, মুক্তকেশী স্মৃতি মেধা পুরস্কার চালু করার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, সেটা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। তিনি পুরস্কারের উদ্যোগের ধন্যবাদ জানান। পরে এই ক্ষুদ্রের চারটি শ্রেণির চারজন পড়ুয়া যথাক্রমে রোনক সেন, তানিয়া দত্ত, আনোয়ারা বেগম ও সন্ধ্যা রী-র হাতে চার হাজার পঞ্চাশ টাকা করে মুক্তকেশী স্মৃতি পুরস্কারের নগদ অর্থ এবং সার্টিফিকেট এবং পঞ্চম শ্রেণির প্রাক্তন ছাত্রী জয়া মেহবুব মজুমদারের হাতে মুক্তকেশী স্মৃতি মেধা পুরস্কার বাবদ ১৮০০ টাকার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : শিলচর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমন্বয় সমিতি লিমিটেডের উদ্যোগে শনিবার বিকেলে তারাপুর ইন্ডাস্ট্রি ক্যালেনারি সুলগিরি আবাসনে এক বর্দনীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, সরকার প্রদত্ত জমি এক ভূমাক্ষীয়া চক্র প্রশাসনিক সহযোগিতায় বেদনাকর করার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি সমন্বয়ের কার্যকরী সমিতি ছেড়ে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন না করায় সমিতির সমস্ত লেনদেন বন্ধ হয়ে রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়।

সভায় সমিতির সম্পাদক সজিত দেবনাথ জানান, বিভিন্ন সি.আর.পি.সি ও এন.আই অ্যান্ড সেক্রেটারি মামলায় তাকে একাই লড়াই করতে হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, একাংশের চাপে তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা চলছে। সভায় বিজেপি (জেলা সহ-সভাপতি অম্বজিত চক্রবর্তী (বলক) সমিতিতে আইনি সহায়তার আশ্বাস দিয়ে দলের লিগ্যাল এইড সেলে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

অপরদিকে কংগ্রেসের (পক্ষ থেকে প্রাক্তন পূরপতি ও আইনজীবী বিনয়কৃষ্ণ দাস ও সমিতির পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উপস্থিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও সহযোগিতার বার্তা দেন।

সভায় আত্মত্যাগের পথ নয়, বরং সকলের সহযোগিতা এবং দ্রুত সমন্বয়ের নির্বাচন আয়োজনের দাবির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

দিনপঞ্জিকা

শনিবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ইং ৩০ মে, মূং ১৩ জেলহজর (ভাগ তাং ৯ জ্যৈষ্ঠ)। অ ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ফসলী মৌ ২৯ জ্যৈষ্ঠ (জ্যৈষ্ঠ), সংবৎ ১৪ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক। ৪।৫৫ ১৩ গতে সূর্যোদয়, ৬।১২ ১৩৪ গতে সূর্যাস্ত। চতুর্দশী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধাবসায় সফল হতে পারে। আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য ও অভিস্ট বস্তু লাভ।

বৃষ : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে।

মিথুন : ভাগ্যোদয় ও স্বর্গৌরব সাফল্য। শত্রুর বলবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কর্কট : ব্যবসায়িক সাফল্য। বলবান শত্রুর মোকাবিলা। স্বাস্থ্যোন্নতি, সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। বিশেষশায়াত্রর যোগ।

সিংহ : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

কন্যা : বিধান ও সমাজসেবী বক্তৃত্তার সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দুরভ্রমণ সুখকর।

তুলা : সময় বুদ্ধির পরিকল্পনা। নতুন কর্মক্ষেত্রে সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংরক্ষণ ও বনিমিনা। নতুন যানবাহন ক্রয়।

বৃশ্চিক : বহুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধে বিষয়ে সাবধানতা। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অগ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

ধনু : সাময়িক কৃতিত্ব লাভ। উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ও অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি। সন্তানের প্রতিষ্ঠা। ভাতা-ভদীরায় স্বাস্থ্য ও কর্ম বিষয়ে শুভ।

মকর : বিশেষশায়াত্রর যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি। সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি।

মীন : বাক্যে সখ্যম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকের সাফল্য।

হিচেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর স্মৃতিতে পরিবারের লোকেরা এই মেধা ভিত্তিক বৃত্তি চালু করায় ছাত্র-ছাত্রীরা লাভবান হবে। পড়াশুনা মান বসবে, তাগিদ থাকবে ভালো ফলাফল করায়। অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যার স্মৃতিতে এই পুরস্কার চালু করা হয়েছে সেই প্রয়াত মুক্তকেশী দে দেবের ভাই প্রদীপকুম

প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের হাতে উনিশের পদক-২০২৬ তুলে দিলেন বাবুল হোড়

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : বরাকের ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মৃতি সন্তরণ এবং ‘ভাষা শহিদ স্টেশন, শিলচর’ নামকরণের দাবিকে দীর্ঘদিন ধরে শক্তিশালীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছরের ‘উনিশের পদক-২০২৬’-এ সন্মানিত করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়কে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ মে ভাষা শহিদ স্টেশন, শিলচরের উনিশের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে এই সন্মান তুলে দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। (সে সময় তাঁর হয়ে সন্মান গ্রহণ করেন ভাষা শহিদ স্টেশন শহিদ স্মরণ সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি বাবুল হোড়।)

বৃহস্পতিবার রায়ের বাসভবনে গিয়ে সমিতির সভাপতি বাবুল হোড় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে ‘উনিশের



বাবুল হোড়ের হাত থেকে উনিশের স্মারক গ্রহণ করছেন প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় ও মন্দিরা রায়।

পদক-২০২৬’ তুলে দেন। এসময় উত্তরীয় পরিয়ে তাকে সৎকর্মানো জানানো হয়। পাশাপাশি উপহার হিসেবে ভাষা শহিদ কমলা ভট্টাচার্যকে নিয়ে বর্ণালী ভট্টাচার্য

রচিত একটি গ্রন্থও প্রদান করা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘ভাষা শহিদ স্টেশন, শিলচর’ নামকরণের গণআন্দোলনকে এরপর সাতের পাতায়

কৌশিক রায়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ও সংবর্ধনা শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবের



বিধায়ক কৌশিক রায়কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : লক্ষীপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা অসম সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী কৌশিক

রায়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো বরাক উপত্যকার

প্রয়াত প্রবীণা সুচরিতা চৌধুরী



সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : শিলচরের বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিক সূচরিতা চৌধুরী আর নেই। শুক্রবার তিনি শিলচর অধিকাণ্ডির বাসভবনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। রেখে গেছেন দুই পুত্র ও এক কন্যা, নাতি-নাতনি সহ আত্মীয়-স্বজন।

শিলচরের প্রয়াত ডিএসপি সুরেন্দ্রচন্দ্র পালের কন্যা সূচরিতা ১৯৩৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। শিলঙের সেন্ট মেরিজ কলেজের স্নাতক প্রয়াত চৌধুরী অসম সচিবালয়ে বহুদিন কাজ করেছেন। ১৯৬৪ সালে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। তিনি ছিলেন শিলচরের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তরুণী উদ্যোক্তা মণিকার



সাময়িক প্রসঙ্গ, ধেমাজি, ২৯ মে : স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে জাতীয় সড়কের ধারে ছোট একটি ফালের স্যালোডের কোকন খুলেছিলেন মণিকা সোনোয়াল নামের এক তরুণী। সমাজের প্রচলিত পথ এড়িয়ে নিজের চেষ্টায় স্বনির্ভর হওয়ার লড়াই শুরু করেছিলেন তিনি। মাত্র ২৮ দিন আগে শুরু করা সেই ছোট ব্যবসার মাধ্যমেই অল্প সময়ে বহু মানুষের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন পিতৃমহাদেবী মণিকা। সর্বকিছুই ভালোভাবে চলছিল। কিন্তু ভাগ্যের নিষম পরিহাসে খেমে গেল তার স্বপ্নযাত্রা। ধেমাজির তেলিজন এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে

চিপরসান্ধনে জলে ডুবে প্রাণ হারাল দুই কিশোর

সুশীলকুমার সিনহা

কাটাখাল, ২৯ মে : পাঁচগ্রাম থানার অগ্রগত জনকিবাজার সংলগ্ন চিপরসান্ধন প্রথম খণ্ড গ্রামে বৃহস্পতিবার ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। ফুটবল খেলতে গিয়ে পাশের জলাশয়ে পড়ে যাওয়া বল আনতে নেমে প্রাণ হারাল দুই কিশোর। মৃত দুই কিশোরের নাম অরুণম সিংহ (১৬) ও অভিনব সিংহ (১৪)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে গ্রামের কয়েকজন কিশোর একসঙ্গে ফুটবল খেলছিল। খেলার এক পর্যায়ে বলটি পাশের একটি জলাশয়ে গিয়ে পড়ল। বল আনতে নেমে এক কিশোর জলের গভীরে তলিয়ে যেতে শুরু করলে তাকে উদ্ধার করতে বাঁপ দৌে অপরজন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি; দু’জনেই



রেখে গিয়েছেন স্ত্রী সবিতা ভারতী চৌধুরী, পুত্র দীপজ্ঞন চৌধুরী, কন্যা দীপাধিতা নাগ চৌধুরী, পুত্রবধূ সানন্দা চৌধুরী, নাতি জগৎ নাগ চৌধুরী ও

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমির জমাজল : জেলার স্বার্থে একজোট হয়ে মাঠে নামার আহ্বান নাগরিক সভায়

হিলোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৯ মে : শ্রীভূমি শহরের জমাজলের সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করা এবং জাতীয় সড়ক সংস্কারে জেলা কমিশনার ও এনএইচআইসিএল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় শুক্রবার আয়োজিত নাগরিক সভায়। দীর্ঘ চারঘণ্টার নাগরিক সভা শেষে একটি নাগরিক কমিটি গঠন এবং প্রয়োজনে বৃহৎ আকারে ধরনা কার্যসূচি পালনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। পাশাপাশি একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে ছুটে যাবে বলে এদিন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জমাজল ও ভদ্রুর রাস্তা থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনার জন্য এক নাগরিক সভা আয়োজিত হয় শুক্রবার। স্থানীয় বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে বিশিষ্ট



নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পামা। শুক্রবার শ্রীভূমিতে।

সমাজসেবী সত্য রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পামা),

দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, বিজেপি জেলা সভাপতি সঞ্জীব বণিক, কংগ্রেস

সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, বরিত আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড.

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, মনোনীলা নন্দী রায়, ব্যবসায়ী জগদীশ বণিক, আইনজীবী সূত্রত পাল, আতিকুর বারী চৌধুরী, হবিবুর রহমান চৌধুরী প্রমুখরা জমাজলের সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করার পাশাপাশি তা থেকে পরিত্রাণে থয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারামর্শ প্রদান করেন।

সভায় বিভিন্ন বক্তরা শ্রীভূমি শহরের জমাজলের সমস্যা নিয়ে যেমন ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তেমন অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে মাস্টার ড্রেনেজ তৈরির নামে বড়ো বড়ো নালাকে ছোট করে দেওয়ায় নল নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ অল্প বৃষ্টিতে জমাজলে সবাইকে নাজেহাল হতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে সরকারি জমি জবরদখল করে নালী-নার্মার উপর বাসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বরাদ্দি নির্মাণের ফলে

এরপর সাতের পাতায়

সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে তিনজনের মৃত্যু, আশঙ্কাজনক আরও এক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : গোয়ালপাড়া জেলার আগিয়া থানার অন্তর্গত গরৈমারি এলাকায় একটি পুরনো সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও এক যুবক গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুক্রবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, সকাল প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে প্রাক্তন সেনাকর্মী

যশোক রাভা (৪০) নিজের বাড়ির একটি পুরনো সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক কৃষ্ণ রায় (২৮) এবং দিলীপ দাস (২৮)। পরে পরিবারের সদস্য বাজপেরী রাভাও সেখানে যান। গোয়ালপাড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) বিদুৎ বিকাশ বড়া ভূঞা জানান, কোনও এক পর্যায়ে চারজনই ট্যাঙ্কের ভিতরে আটকে

পড়েন। ট্যাঙ্কটি পানি ও অন্যান্য বর্জ্যে পূর্ণপূর্ণ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে চারজনকে বাইরে নিয়ে আসেন। এরপর তাদের দ্রুত গোয়ালপাড়া সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা যশোক রাভা, কৃষ্ণ রায় এবং দিলীপ দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। বাজপেরী রাভা (২৫) বর্তমানে হাসপাতালের নিবিড়

এরপর সাতের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মিলন দাসের



বিধায়ক মিলন দাসের হাতে দলীয় স্মারক তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকিয়া।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৯ মে : হাইলাকান্দিতে শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ মহম্মদ উদ্যাপনের পরিকল্পনা করতে জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় পুলিশ আজ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবকিছু যাতে নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে ঠেঁকটির নেতৃত্ব দেন জেলা কমিশনার অভিষেক জৈন। ব্রিটিশ (চূড়ান্ত পরিকল্পনা) তৈরি করতে প্রধান প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে রয়েছেন সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ অমিতাভ সিনহা, আডিশনাল ডেপুটি

আবেদন জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ও বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছেন বলে জানান বিধায়ক। বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ এসে এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে মিলন দাস জানান, কাটিলিছড়া অঞ্চলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বসতবাড়ির সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারের ফলে এলাকাটিকে পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা এখন সময়ের

দাবি হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার স্বার্থে কাটিলিছড়াতে পুর এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী এই দাবিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

এছাড়াও জননিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে বিলাহিপুর পুলিশ স্টেশনের অধীনে ধলছড়া এলাকায় একটি নতুন পুলিশ আউটপোস্ট স্থাপনের প্রস্তাবও মুখ্যমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করেন বিধায়ক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, এলাকার ভৌগোলিক গুরুত্ব এবং নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ইতোমধ্যেই এই প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করেছেন বলে জানান ড. মিলন দাস। এর ফলে ধলছড়া ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা ভবিষ্যতে আরও উন্নত পুলিশ পরিষেবা পাবেন বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।

বর্ষা মরসুমে হাইলাকান্দি ও লাল শহরে দীর্ঘদিন ধরে জমাজল এবং

এরপর সাতের পাতায়

‘এক জেলা, তিন প্রতিষ্ঠান’ উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আশার আলোর প্রত্যাশায় ডিমা হাসাও

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২৯ মে : মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উচ্চাভিলাষী ‘এক জেলা, তিন প্রতিষ্ঠান’ পরিকল্পনার ঘোষণা করা করেছেন। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার সুযোগের অভাবে জেলার

শিক্ষার্থীদের অন্যত্র পাড়ি দিতে হয়। নতুন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জেলার মেধাবী শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকাতেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন পাহাড়ি জেলার ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবক মহলা। স্থানীয়দের মতে, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাস্থ্যসেবার মানও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে উঠলে শিক্ষার প্রসার, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। ডিমা হাসাও জেলার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সচেতন মহল মনে

করছেন, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জেলার সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ আরও সুগম হবে। একই সঙ্গে জেলার মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনও অনেকাংশে কমে আসবে।

‘বিকশিত অসম’ গড়ার লক্ষ্যে গৃহীত এই পরিকল্পনাকে রাজ্যের শিক্ষা ও উন্নয়ন খাতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখন ডিমা হাসাওবাসীর প্রত্যাশা, এই স্বপ্নের প্রকল্প দ্রুত বাস্তব রূপ লাভ করবে এবং জেলার উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

ঈদের পর ধুবড়িতে বিপুল পরিমাণ গরুর মাংস উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ২৯ মে : ঈদ শাবিত্তপূর্ণভাবে উদযাপনের পর ধুবড়ি শহরের দুটি পৃথক এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ গরুর মাংস উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে কমিশনার কার্যালয়ের সামনে ব্রহ্মপুত্র নদের

এরপর সাতের পাতায়

শুধু কাছাড়েই রয়েছে শতাধিক ‘মিউল’ অ্যাকাউন্ট, ভাডায় প্রাপ্তি ৫-১০ শতাংশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : সংবাদ মাধ্যমে দেশের দুর্বলতা কোনও এলাকায় ‘ডিজিটাল রেঙ্গু’ বা অন্য কোনও ধরনের সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে কারও কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেবার খবর পড়ে আমরা শিলচরের উঠি অনেক সময়ই। তবে মনে আতঙ্কের হাওয়া বইয়ে দেওয়া এসব অপরাধের মারফত অপরাধীদের খুঁইয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। এমন অপরাধের সঙ্গে এ অঞ্চলের অনেককে যে জড়িত, পুলিশ অভিযান শুরু করার পর বলিয়ে আসছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য। এ অঞ্চলের যারা এ ধরনের

নিজের ভাগ রেখে বাকিটা পাঠিয়ে দেন দেশের কোনও বড় শহরে থাকা অপরাধচক্রের মাধ্যমেই। এভাবে স্থানীয় অ্যাকাউন্টধারী ব্যক্তিদেরও পকেট ফুলে উঠে বেশ ভালোভাবেই। বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে এমন কারবার। বিভিন্ন সময়ে বরাক উপত্যকার অনেককেও শিকার হয়েছেন সাইবার অপরাধীদের। খুঁইয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। এমন অপরাধের সঙ্গে এ অঞ্চলের অনেককে যে জড়িত, পুলিশ অভিযান শুরু করার পর বলিয়ে আসছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য। এ অঞ্চলের যারা এ ধরনের

অপরাধের সঙ্গে জড়িত, সাইবার অপরাধী চক্রের জড়িত জড় যে কাছাড়েও ছড়িয়ে রয়েছে, এর প্রমাণ মিলেছে আগেও। এর আগে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে এ ধরনের অপরাধে জড়িত থাকায় পঞ্চমবর্ষ পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় শিলচর থানা এলাকার অরুণাচল

কুমার পাড়ার দুই যুবক পাঞ্চল নাথ ও শুভম রায়কে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বাসিন্দা এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে ৪১ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়ার মামলায় গ্রেফতার করা হয় এই দু’জনের। সেই ৪১ লক্ষের মধ্যে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল শিলচরের এক ব্যাঙ্ক থাকা পাঞ্চল ও শুভমের অ্যাকাউন্টে। তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করার পর পাঞ্চল ও শুভম উঠিয়ে নেয় তা। পাঞ্চল ও শুভম ধরা পড়ার পর বড়মাপের সাইবার অপরাধী চক্রের জাল যে এ অঞ্চলেও

এরপর সাতের পাতায়

মদনপুরে শিবমন্দিরের দানপাত্রের উপর গরুর কাটা মাথা, ক্ষোভ এলাকাজুড়ে

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ২৯ মে : ঈদ-উজ-জোহার পরদিন রামকৃষ্ণনগর কেন্দ্রের আনিপুর সংলগ্ন বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরি অধ্যাপিত মনপুর গ্রামে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে সড়কের পাশে নির্মিত পাকা দানপাত্রের উপর একটি গরুর কাটা মাথা রাখা রয়েছে দেখে সকালে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। মুহূর্তের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা এলাকায় ধুমধামে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে রামকৃষ্ণনগর পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গরুর



কাটা মাথাটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। পরে এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারিও বাড়ানো হয়। স্থানীয়দের

একাত্মিক অভিযোগ, দীর্ঘদিনের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পরিবেশকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে এই নৃশঙ্কারজনক ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, অসমের কার্যকর ‘প্রিভেনশন অব কাটিল অ্যাক্ট’ অনুযায়ী কোনও মন্দির বা ধর্মীয় স্থানের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ। সেই প্রেক্ষাপটে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এ ধরনের ঘটনা সামনে আসায় ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। শান্তিপূর্ণ মনসুপূর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জনগণ অবিলম্বে দোষীদের শাস্ত করে গ্রেফতার এবং কার্যের

এরপর সাতের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪৪, শনিবার, ৩০ মে, জ্যৈষ্ঠ ১৫, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

ডলার, জ্বালানি ও টাকার লড়াইয়ে ভারতের পরীক্ষা

অর্থনৈতিক শক্তি শুধু বৈদেশিক মুদ্রার অঙ্কে নির্ধারিত হয় না, বরং নির্ভর করে একটি দেশে ভবিষ্যতের সঙ্কট মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত, তার ওপর।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের উর্ধ্বগতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা ভাঙারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ— এই তিনের মিলিত অভিঘাতে ভারতীয় অর্থনীতি আজ এক নতুন বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশবাসীর প্রতি সাশ্রয়ের আহ্বান নিছক সাধারণ সরকারি পরামর্শ নয়, বরং এটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গভীরে জমে থাকা দুর্বলতার এক পরোক্ষ স্বীকারোক্তিও বটে। সরকার বলাছে, আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন শুনেছেন, কম গাড়ি ব্যবহার করুন, প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, সোনা কম কিনুন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দেশের অর্থনীতি কি সত্যিই এতটাই চাপে? বাস্তব হলো, ভারতের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরেই আদানি-নির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার ওপর পড়িয়ে আছে। দেশের মোট তেল চাহিদার প্রায় ৮৯ শতাংশ বিশেষ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ বা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলেই তার সরাসরি অভিঘাত এসে পড়ে ভারতের বাজারে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এই নির্ভরতা কমার বদলে গত এক দশকে আরও বেড়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে যেখানে ভারতের তেল আমদানির নির্ভরতা ছিল ৭৭ শতাংশ, আজ তা পৌছেছে ৮৯ শতাংশে। অর্থাৎ ‘আর্থনিতিক ভারত’-র রাজনৈতিক স্লোগান যত জোরে উচ্চারিত হয়েছে, জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্র ঠিক ততটাই বিপরীত দিকে গিয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার না করা এবং পরিশোধিত পেট্রোপণ্যের একটি বড় অংশ রফতানি করার নীতিও এই সঙ্কটকে আরও জটিল করেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের আপৎকালীন তেল ভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা আরও উদ্বেগ বাড়াত্বেছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী অন্তত ৯০ দিনের তেল মজুত থাকা প্রয়োজন।

অথচ ভারতের বর্তমান সঞ্চয় ক্ষমতা মাত্র সাড়ে ন দিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তুলনায় চীন ৪৫ দিনের চাহিদা মেটানোর মতো রিজার্ভ গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বৈশেষিক মুদ্রার ভাঙারের ওপর চাপও কম নয়। ফেব্রুয়ারিতে ভারতের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ যেখানে রেকর্ড উচ্চতায় ছিল, যুদ্ধ পরিস্থিতির পর তা দ্রুত কমতে শুরু করেছে। ডলারের শক্তি বৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়ন ঠেকাতে রিজার্ভ ব্যান্কে বাজারে বিপুল পরিমাণ ডলার বিক্রি করতে হয়েছে। এর ফলে একদিকে রিজার্ভ কমেছে, অন্যদিকে আমদানি খরচ বাড়ছে। এই দ্বৈত চাপ আগামী দিনে মূল্যবৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়াতে পারে। তবে এই পরিস্থিতিকে শুধু অর্থনৈতিক সঙ্কট হিসেবে দেখালে ভুল হবে। এটি একইসঙ্গে নীতিগত অগ্রাধিকারেরও প্রশ্ন। দীর্ঘদিন ধরে গণপরিবহন, বিকল্প জ্বালানি, বৈদ্যুতিক যান এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী নগর পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হলে আজ পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন হতে পারত। ‘ওয়ার্ল্ড ফ্রম হোম’ সংস্কৃতির প্রসঙ্গও তাই কেবল সাময়িক সাশ্রয়ের উপায় নয়, এটি ভবিষ্যতের নগর অর্থনীতি ও জ্বালানি ব্যবস্থাপনার নতুন অবনার অংশ হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আবেদন নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণের আহ্বান।

কিন্তু একইসঙ্গে সরকারেরও আশ্বাসমালোচনা করতে হবে।

তবে এই সঙ্কটের মধ্যেও আশার জাগরণ রয়েছে। ভারত আজও বিশ্বের দ্রুততম বিকাশমান বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর অন্যতম এবং অতীতেও বহু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ঝামালা সামলে উঠে আরও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি যদি আমাদের জ্বালানি নীতি, গণপরিবহন, নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং দেশীয় উৎপাদনের দিকে নতুন করে গুরুত্ব দিতে বাধ্য করে, তবে এই সঙ্কটই ভবিষ্যতের শক্ত ভিত গড়ার সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সংঘমত দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় বড় ভূমিকা নিতে পারে। তাই আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন বাস্তব পরিস্থিতিকে বুঝে দুর্বলদী পরিকল্পনা এবং সম্মিলিত চ্যালেংবোধ। সঠিক নীতি ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেলে, এই দারিদ্র্যভর ভারতের জন্য আর্থনির্ভর এবং আরও শক্তিশালী অর্থনীতির পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে উঠতে পারে।

পাঠক পরিসর

এক রাজকীয় আলোকবর্তিকা

ইতিহাসের কিছু কিছু চরিত্র কোনও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েও নিঃশেদে সেই অঞ্চলের ভূগোলকে অতিক্রম করে যান। তাঁরা কেবল সময়ের সাক্ষী থাকেন না, বরং সময়কে নিজেরনে করতলে বেঁধে এক নতুন যুগের নির্মাণ করেন। বরাক উপত্যকা তথা অসমের সারস্বত ও সামাজিক আন্ডিয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী তেমনই এক হিমালয়প্রতিম ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি যে মাসের এক লগুন-মাধুরীতে তিনি স্পর্শ করলেন তাঁর জীবনের ৭৬তম বসন্ত। শুভানুধ্যায়ের শ্রদ্ধার্ধ্য আর ভালবাসার আবহে এই তিথিটি উদ্‌যাপিত হওয়াছে ঠিকই, কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা বলাই বাহুল্য যে, তিনি নিজেই এক প্রদীপ্ত হীরকখণ্ড, যাঁর দ্যুতিতে কয়েক দশক ধরে অবগাহন করছে দক্ষিণ অসমের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ। এই মহাজীবনের প্রতি অতুরের অলিঙ্গ জমে থাকা ঋণ স্বীকার না করলে বোধহয় খোদ লেখনীরাই অপলাপ হাবে।

সংস্কৃতের সেই অমোঘ শ্লোকটি আজ বড় বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়— ‘উৎসবে বাসনে চ এব দূর্তিকে শক্ৰসংকটে। রাজক্বারে শ্মশানে চ যাং তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।’ জীবনের পাশে চড়ে-উতরায়ে, সংকটে কিংবা সুকিতে যিনি অবিচল প্রাণীরে মতো চাশে এসে দাঁড়াতে পারেন, তিনিই তা প্রদত্তে পারেন। তেমুর রাজা চৌধুরী এই অঞ্চলের আপামর মানুষের কাছে তেমনই এক অকৃত্রিম, নির্ভরতার পরম আশ্রয়। প্রায় চার দশক ধরে তাঁকে ‘দাদা’ বলে ডাকার যে অধিকারটুকু সৌভাগ্যবশত অর্জন করেছে, তা আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।

স্মৃতির সরণি বেয়ে যদি পিছিয়ে যাই চারটে দশক, তবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’-র সেই শৈশবকাল। তখনও তা দৈনিকের রূপ নেই। আমার ওপর নানা ছিগ্ন সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার আংশিক দায়িত্ব। অথচ এক ব্যক্তিগত আবর্তে নিজের নামে লেখা সম্ভব ছিল না, আশ্রয় নিতে হতো ছদ্মনামে। নিজের সৃষ্টিশীল ভাবনাগুলোকে সাদা কাগজে কবির অক্ষরে সাজিয়ে, খামে পুরে দিয়ে আসতাম ঘনিয়ালার অফিসে, কালি কখনও সেন্ট্রাল রোডে স্বপনদার দোকানে। পরবর্তীতে ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ যখন দৈনিকের কলবর পেলে, তখন তার ডেস্কেও বহুর-আলেকে কটানোর সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু আজ এই লেখার খতিয়ান কোনও কলিকবানের দিকে তাকাই, তখন এক পরম বিষয়্য জাগে। তাঁর রাজকীয় আচরণ, আভিজাত্য এবং মরনি হৃদয় তাঁকে একসালে এক অনন্য প্রতিভ্ব করে তুলেছে। বরাক উপত্যকা তথা সমগ্র অসমের বাংলা সাংবাদিকতায় গর্ব তিরিশ বছরে যে বিপুল রূপান্তর বা ‘ট্রানসিশন’ ঘটেছে, তার চালিকাশক্তি কে? দেশের এক প্রান্তিক উপত্যকায় বহলেও আধুনিক সাবান-প্রযুক্তির সমান্তরাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা নয়, বরং তার সঙ্গে সাংবাদিকতার বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো— এ এক প্রায় অসম্ভব কর্মযজ্ঞ ছিল। আজ দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, এই আধুনিকায়ন আবর্তিত হয়েছে গণবীর রায়, বিজয়কৃষ্ণ নাথ ও তেমুর রাজা চৌধুরী নামক দূরদর্শীদের কেন্দ্র করই।

একজন সামান্য লিখিয়ে হিসেবে ব্যক্তিজীবনের গুরুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সৃষ্টিশীলতার অঙ্কুরোদগম তখনই সম্ভব, যখন কোনও যোগ্য জম্বুর তার পেছনে মেঘের ও আবাহ স্বাধীনতার জলহাওয়া দেয়। মুক্তচিন্তার আকাশ না পেলে ভাবানার কখনও সৃষ্টিশীল শব্দে রূপান্তরিত হতে পারে না। আমার সাংবাদিকতার শৈশবকালে যীরা আমার সামনে এক অব্যাহ, দিগন্তবিশ্তৃত তেপান্তরের মাঠ মেলে ধরেছিলেন, নতুন করে পথ চলতে শিখিয়েছিলেন, তাঁদের একজন তেমুর রাজা চৌধুরী।

আমার এই যৎসামান্য শব্দমালা আসলে কোনও মূল্যায়ন নয়— এ যেন এক বিশাল, জ্যোতির্ময় হীরকখণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এক নগণ্য অনুজের মুগ্ধ বিষয়্য আর প্রগাম-অঞ্জলি। অসমের বাংলা সংবাদকৃৎ যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকুক, প্রযুক্তির আশীর্বাদকে নিংড়ে নিয়ে পাঠককে এভাবেই মত্তমুগ্ধ করে রাখুক আগামী দিনেও— আর এই অনন্ত মহাযাত্রার পুরোভাগে, সম্রাটের আসনে বঞ্চকাল আসীন থাকুন আমাদের তেমুর রাজা।

—**ভূত্টিভূষণ গোস্বামী**

লিঙ্গ রোড, শিলচর।



পরিতোষচন্দ্র দত্ত

ইতিহাস কোনও স্থির চিত্র নয়, বরং এক প্রবহমান ধারা, যার চাকা সময়েই নিয়েমন নিরন্তর ঘুরতে হয়। পৃথিবীর কোনও শাসনব্যবস্থা বা কাঠামোই চিরস্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি, যদি তা জনকল্যাণের মূল রূপ থেকে বিচ্যুত হয়। ইতিহাসের শিক্ষা এটাই যে, কোনও ব্যবস্থা যখন মানুষের ‘গানের সুর’ আর ‘স্বপ্ন’কে অগ্রা্থ্য করে কেবল যন্ত্র আর মূল্যায়কে গুরুত্ব দেয়, তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেটি সামন্তবাদ হোক কিবা আজকের এই লাগামহীন পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু যেভাবে সাধারণ মানুষের বিত্তীয় ঘাটতি বাড়ছে এবং সম্পদের পাহাড় কিছু একচেটিয়া গোষ্ঠীর হাতে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ব্যবস্থাতও একদিন বড় ধরনের সংস্কারের মুখে পড়বে। মানুষের ‘স্বপ্ন’ আর ‘গানের সুর’ যেমন অনেক কঠিন্যের দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক একইভাবে মানবিক সমাজব্যবস্থাই হয়তো হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের পথ। ইতিহাসের বিবর্তনকে যদি আমরা একটি রেখাচিত্রেতে দেখে দেখি, তবে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) ছিল সেই সন্ধিক্ষণ, যা রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিগতত্ববাদ এবং পুঁজিবাদের (Capitalism) ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ইতিহাসের পাতায় যোরোফেরা করলে দেখা যায়, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ছিল মানবসভ্যতার এক যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণ। এই বিপ্লব কেবল রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়নি, বরং দীর্ঘদিনের স্থবির সামন্তবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে পুঁজিবাদের জয়যাত্রার সূচনা করেছিল।

ভূমিনির্ভর অভিজাত্যের বদলে তখন গুরুত্ব পেতে শুরু করে মেধা, শিল্পায়ন এবং ব্যক্তিগত মূলধন। পুঁজিবাদ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে তার অভিজাত্য ক্রমশঃ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি এবং পণ্যের উদ্ভাবনে সে পারদর্শী। কিন্তু যখন সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের কল্যাণের বদলে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, তখনই তার নৈতিক পরাজয় শুরু হয়। বিত্তীয় ঘাটতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং সম্পদের একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণ প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদও কোনও নিরীত সমাধান নয়। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতন্ত্রের পতন থেকে শিক্ষা নিয়ে পুঁজিবাদ নিজেকে সংশোধন না করলে তার দম্ভও চিরস্থায়ী হবে না। ইতিহাসের

দিয়েছিল। বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রের বার্থতা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠটি হচ্ছে, সমাজতন্ত্র বার্থ হয়েছে বলেই কি পুঁজিবাদকে নিরঙ্কুশভাবে সফল বলা যায়? সমাজতন্ত্রের পতন পুঁজিবাদকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থার ভেতরেরও আজ গভীর ফাটল দৃশ্যমান।

সমাজতন্ত্র যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের চাপে ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে রুদ্ধ করেছিল, পুঁজিবাদ সেখানে ব্যক্তিগত মূলধারের লোভে সৃষ্টি করেছে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ব্যক্তিগতস্বাধীনতার অভাবে মুখ ধুবড়ে পড়েছিল। বিপরীত দিকে, পুঁজিবাদও কি সম্পূর্ণ সফল? আজ বিশ্বের যে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য, অনেক সময় ঠুটো জগমাথে পরিণত হচ্ছে, যার ফলে শক্তিশালী দেশগুলো বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাকে। পুঁজিবাদের পরিকল্পনায় তার ব্যর্থ এখনও এক শাসকগোষ্ঠী অনেক সময় উগ্র জাতীয়তাবাদ বা ক্যামিলাবেরে আশ্রয় নেয় মানুষের নজর অন্যদিকে ঘোরাতে। যখন মূল্যবাহু আর ক্ষমতার লোভ মানবিক মূল্যবোধের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন আঁচন হয়ে পড়ে কেবল শক্তিশালীর হাতিয়ার। এই ‘যা খুশি তা-ই করায়’ সংস্কৃতি পক্ষয় করে যে, পুঁজিবাদ তার মানবিক ও নৈতিক সঙ্গলতায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অনেকেই মনে করতে পারেন, পৃথিবী হয়তো আদিমকাল থেকে এমন ছিল। কিন্তু ইতিহাসের সত্য ভিন্ন। মানবসভ্যতা সবসময় এমন নৈরাজ্যবাদী ছিল না। সমাজতন্ত্রের বয়স মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পঞ্চদশার তুলনায় অতি সামান্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মে, ২০২৬-র সাপ্তাহিক তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মাত্র বৈদেশিক মুদ্রার অর্ধেকই সার্কিট ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা। বর্তমানে ভারতের রিজার্ভ দিয়ে কোনও নতুন বছরের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে

মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া এবং পরিবেশের বিপর্যয়— এগুলো পুঁজিবাদেরই ব্যর্থতার ফসল। পুঁজিবাদ যখন তার চূড়ান্ত ও আগ্রাসী পর্যায়ে পৌছয়, তখন তা কেবল অর্থনৈতিক শোষণে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা এক ভয়ংকর রাজনৈতিক দাপটে রূপ নেয়। বর্তমানে আমরা দেখছি, ‘শক্তির জোরেই মুক্তি’— এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে এক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য দেশের সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করছেন। বিচারের নামে অপহরণ বা অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে সপরিবার শত্কদেশের কারাগারে বন্দি করার মতো যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তা কোনওভাবেই একটি সভ্য পৃথিবীর উদাহরণ হতে পারে না। এটি মূলত নগ্ন ফ্যাসিবাদের এক আধুনিক সংস্করণ, যা পুঁজিবাদেরই ছায়া ধরে বেড়ে উঠেছে। মূল কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদের প্রভাবে আন্তর্জাতিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে

বাম রাজনীতি তথা সমাজতন্ত্রের বার্থতা নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে

আলোচনা হয়, তখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই একটি প্রশ্ন সামনে

চলে আসে— পুঁজিবাদ কি তবে সত্যিই সফল? ১৭৮৯ সালের

ফরাসি বিপ্লব সামন্তবাদের পতন ঘটিয়ে যে পুঁজিবাদের

জয়যাত্রা শুরু করেছিল, ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় তার বয়স

এখনও এক যুবকের অবস্থানের মতোই। অনেকের ধারণা হতে

পারে, বিশ্বব্যবস্থা বোধহয় চিরকালই এমন ছিল। কিন্তু এই

খারণা ঐতিহাসিক সত্য নয়। মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে

পুঁজিবাদ কেবল কয়েক শতাব্দীর একটি পর্যায় মাত্র। আজ

পুঁজিবাদ তার সার্থকতা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি।

আমরা যদি বর্তমান ভূ-রাজনীতির দিকে তাকাই, তবে দেখব,

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যে

ক্রমাগত আক্রমণাত্মক অবস্থান, তা আসলে আধিপত্যবাদী

পুঁজিবাদেরই এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

দিয়েছিল। বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রের বার্থতা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠটি হচ্ছে, সমাজতন্ত্র বার্থ হয়েছে বলেই কি পুঁজিবাদকে নিরঙ্কুশভাবে সফল বলা যায়? সমাজতন্ত্রের পতন পুঁজিবাদকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থার ভেতরেরও আজ গভীর ফাটল দৃশ্যমান।

সমাজতন্ত্র যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের চাপে ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে রুদ্ধ করেছিল, পুঁজিবাদ সেখানে ব্যক্তিগত মূলধারের লোভে সৃষ্টি করেছে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ব্যক্তিগতস্বাধীনতার অভাবে মুখ ধুবড়ে পড়েছিল। বিপরীত দিকে, পুঁজিবাদও কি সম্পূর্ণ সফল? আজ বিশ্বের যে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য, অনেক সময় ঠুটো জগমাথে পরিণত হচ্ছে, যার ফলে শক্তিশালী দেশগুলো বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাকে। পুঁজিবাদের পরিকল্পনায় তার ব্যর্থ এখনও এক যুবকের অবস্থানের মতোই। অনেকের ধারণা হতে পারে, বিশ্বব্যবস্থা বোধ হয় চিরকালই এমন ছিল। কিন্তু এই ধারণা ঐতিহাসিক সত্য নয়। মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে পুঁজিবাদ কেবল কয়েক শতাব্দীর একটি পর্যায় মাত্র। আজ পুঁজিবাদ তার সার্থকতা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি।

আমরা যদি বর্তমান ভূ-রাজনীতির দিকে তাকাই, তবে দেখব,

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যে

ক্রমাগত আক্রমণাত্মক অবস্থান, তা

আসলে আধিপত্যবাদী পুঁজিবাদেরই

এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। এখানে

ন্যায়বিচারের চেয়ে শক্তির

আঞ্চলনই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুঁজিবাদ যদি সত্যিই সফল ও সভা

হতো, তবে তা পেশিশক্তির বদলে সংলাপ এবং পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার বাতাবরণ তৈরি করতে পারত। যখন একটি ব্যবস্থা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বলপ্রয়োগ, নিষেধাজ্ঞা এবং যুদ্ধের আশ্রয় নেয়, তখনই তার নৈতিক পরাজয় ঘটে। সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে চাল হিসেবে ব্যবহার করে পুঁজিবাদ নিজেকে অপরাধের দাবি করলেও, বর্তমান বিশ্বের বিত্তীয় বৈষম্য আর বৃহৎ উদ্মান্দা প্রমাণ করছে, এই ব্যবস্থা মানবিক মুক্তি নিশ্চিত করতে শেচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, কোনও ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী নয়— সামন্তবাদ যেমন অপসৃত হয়েছে, বর্তমানের এই আগ্রাসী পুঁজিবাদকেও একদিন তার সংকটে ভারেই নতিশীল করতে হবে। বর্তমানে ইরানের ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মতো ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলো আসলে বিশ্ব পুঁজিবাদের এক ধরনের ‘অর্থনৈতিক সন্ত্রাস’। যখন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে অন্য একটি দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তখন তা আর কোনও নীতি বা আশ্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না— বরং তা সাম্রাজ্যবাদের এক নগ্ন ও ফ্যাসিবাদী চরিত্রে রূপ নেয়। পুঁজিবাদের এই কর্তব্য রূপ আজ আমাদের চারপাশেই বিদ্যমান, যা কোনওভাবেই একটি সভ্য সমাজের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বহুপ্রায়োগ আর শোষণের সংস্কৃতি প্রকায়ভাবে পুঁজিবাদের চরম ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে। এই ব্যর্থতার বিপরীতে সমাজতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। তবে সমাজতন্ত্র কতটুকু সার্থক হতে পারে, তা আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ

ক্যানভাসে সমাজতন্ত্রের বয়স কতটুকু? ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদ কয়েক শতাব্দী ধরে নিজেকে সংহত করার সময় পেয়েছে। তার বিপরীতে সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ বা এই আদর্শ নিয়ে মানুষের কাজ করার সময়কাল ইতিহাসের পাতায় অত্যন্ত নগণ্য বলা যেতে পারে, এটি এখনও তার শেষপ পার করছে। পুঁজিবাদ কয়েকশো বছর ধরে সারা বিশ্বের সম্পদ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের যে কাঠামো তৈরি করেছে, সমাজতন্ত্রের মাত্র কয়েক দশকের পথচলাকে তার সঙ্গে তুলনা করে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত রায় দিয়ে দেওয়াটা বোধহয় ঐতিহাসিক ভুল। পৃথিবী চিরকাল একরকম ছিল না এবং বর্তমানের এই আগ্রাসী পুঁজিবাদী কাঠামোই ইতিহাসে শেষ কথা নয়। মানুষ সমাজতন্ত্র নিয়ে যতটুকু কাজ করেছে, তা হয়তো একটি দীর্ঘ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার সামান্য শুরু মাত্র।

দিয়ে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়েছিল এবং ১৯৯১ সালে যার পতন ঘটে— মাঝখানে এরই মাত্র ৭২ বছরে দেশটি সমাজ ও সভ্যতার উন্নতির ক্ষেত্রে এমন কিছু উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, যা এর আগে পৃথিবী কখনও দেখেনি। পুঁজিবাদ কয়েকশো বছর ধরে রাজত্ব করলেও যা অর্জন করতে পারেনি, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার শৈশবকালেই তা সম্ভব করে দেখিয়েছিল। তারা ছিল বিশ্বের প্রথম দেশ, যারা নারীদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেই মানদার ভেটিকিবিরকে আইনি মানদা দিয়েছিল। যখন ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশে নারীরা তাদের মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই করছিলেন, তখন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নারী-পুরুষের সমমর্যাদা নিশ্চিত করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিল।

শুধু তা-ই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম দেশ, যারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে দয়া বা করুণা হিসেবে নয়, বরং মানুষের অলঙ্ঘনীয় ‘মৌলিক অধিকার’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিখরচায় মানসস্বত্ব শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার সেই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ আজও বিশ্ববাসীর কাছে এক বিষ্ময়। শ্রমিক শ্রেণির অধিকার রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে উদাহরণ তৈরি করেছে, তা অবিস্মরণীয়। তারা প্রথম দেশ যারা শ্রমিকের ওপর আনবিক কাজের বোঝা কমিয়ে দৈনিক শ্রমের সময়কে মাত্র ছয় ঘণ্টায় নামিয়ে এনেছিল। পুঁজিবাদের লক্ষ্য যেখানে থাকে শ্রমিকের রক্ত শোষণ করে মূল্যবাহু বাড়ানো, সেখানে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র গুরুত্ব দিয়েছিল শ্রমিকের সুস্থতা ও বিকাশের ওপর। শ্রম শেষে শ্রমিকের ক্লাস্তি দূর করা এবং সুস্থ বিনোদনের কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছিল সেনেটোরিয়াম বা বিশ্রামাগার। যেখানে সাধারণ শ্রমিকরা রাজকীয় মর্যাদায় ছুটি কটানোর সুযোগ পেতেন। এই ৭২ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমাণ করে দিয়েছিল, রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য যদি মূল্যবাহু না হয়ে মানুষের কল্যাণ হয়, তবে কত দ্রুত একটি সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা সম্ভব। তাদের এই অর্জনগুলোই প্রমাণ করে যে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ নয়, বরং তা ছিল একটি নতুন ও মানবিক সভ্যতার উজ্জ্বলতম আলোকবর্তিকা। ইতিহাসের এই প্রবহমান ধারায় দাঁড়িয়ে আজ মনে পড়ে মনীষী রোজা লুক্সেমবার্গের সেই অমোঘ বাণী— সভ্যতাকে যদি রক্ষা করতে হয়, তবে আমাদের সামনে পথ কেবল দুটি : হয় সমাজতন্ত্র, না হয় বর্বরতা। মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে দেবে পৃথিবী কোন পথে হাঁটবে।

জ্বালানির সঙ্কট আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে

ইতিহাসের কিছু কিছু চরিত্র কোনও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েও নিঃশেদে সেই অঞ্চলের ভূগোলকে অতিক্রম করে যান। তাঁরা কেবল সময়ের সাক্ষী থাকেন না, বরং সময়কে নিজেরনে করতলে বেঁধে এক নতুন যুগের নির্মাণ করেন। বরাক উপত্যকা তথা অসমের সারস্বত ও সামাজিক আন্ডিয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী তেমনই এক হিমালয়প্রতিম ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি যে মাসের এক লগুন-মাধুরীতে তিনি স্পর্শ করলেন তাঁর জীবনের ৭৬তম বসন্ত। শুভানুধ্যায়ের শ্রদ্ধার্ধ্য আর ভালবাসার আবহে এই তিথিটি উদ্‌যাপিত হওয়াছে ঠিকই, কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা বলাই বাহুল্য যে, তিনি নিজেই এক প্রদীপ্ত হীরকখণ্ড, যাঁর দ্যুতিতে কয়েক দশক ধরে অবগাহন করছে দক্ষিণ অসমের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ। এই মহাজীবনের প্রতি অতুরের অলিঙ্গ জমে থাকা ঋণ স্বীকার না করলে বোধহয় খোদ লেখনীরাই অপলাপ হাবে।

সংস্কৃতের সেই অমোঘ শ্লোকটি আজ বড় বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়— ‘উৎসবে বাসনে চ এব দূর্তিকে শক্ৰসংকটে। রাজক্বারে শ্মশানে চ যাং তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।’ জীবনের পাশে চড়ে-উতরায়ে, সংকটে কিংবা সুকিতে যিনি অবিচল প্রাণীরে মতো চাশে এসে দাঁড়াতে পারেন, তিনিই তা প্রদত্তে পারেন। তেমুর রাজা চৌধুরী এই অঞ্চলের আপামর মানুষের কাছে তেমনই এক অকৃত্রিম, নির্ভরতার পরম আশ্রয়। প্রায় চার দশক ধরে তাঁকে ‘দাদা’ বলে ডাকার যে অধিকারটুকু সৌভাগ্যবশত অর্জন করেছে, তা আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।

স্মৃতির সরণি বেয়ে যদি পিছিয়ে যাই চারটে দশক, তবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’-র সেই শৈশবকাল। তখনও তা দৈনিকের রূপ নেই। আমার ওপর নানা ছিগ্ন সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার আংশিক দায়িত্ব। অথচ এক ব্যক্তিগত আবর্তে নিজের নামে লেখা সম্ভব ছিল না, আশ্রয় নিতে হতো ছদ্মনামে। নিজের সৃষ্টিশীল ভাবনাগুলোকে সাদা কাগজে কবির অক্ষরে সাজিয়ে, খামে পুরে দিয়ে আসতাম ঘনিয়ালার অফিসে, কালি কখনও সেন্ট্রাল রোডে স্বপনদার দোকানে। পরবর্তীতে ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ যখন দৈনিকের কলবর পেলে, তখন তার ডেস্কেও বহুর-আলেকে কটানোর সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু আজ এই লেখার খতিয়ান কোনও কলিকবানের দিকে তাকাই, তখন এক পরম বিষয়্য জাগে। তাঁর রাজকীয় আচরণ, আভিজাত্য এবং মরনি হৃদয় তাঁকে একসালে এক অনন্য প্রতিভ্ব করে তুলেছে। বরাক উপত্যকা তথা সমগ্র অসমের বাংলা সাংবাদিকতায় গর্ব তিরিশ বছরে যে বিপুল রূপান্তর বা ‘ট্রানসিশন’ ঘটেছে, তার চালিকাশক্তি কে? দেশের এক প্রান্তিক উপত্যকায় বহলেও আধুনিক সাবান-প্রযুক্তির সমান্তরাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা নয়, বরং তার সঙ্গে সাংবাদিকতার বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো— এ এক প্রায় অসম্ভব কর্মযজ্ঞ ছিল। আজ দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, এই আধুনিকায়ন আবর্তিত হয়েছে গণবীর রায়, বিজয়কৃষ্ণ নাথ ও তেমুর রাজা চৌধুরী নামক দূরদর্শীদের কেন্দ্র করই।

একজন সামান্য লিখিয়ে হিসেবে ব্যক্তিজীবনের গুরুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সৃষ্টিশীলতার অঙ্কুরোদগম তখনই সম্ভব, যখন কোনও যোগ্য জম্বুর তার পেছনে মেঘের ও আবাহ স্বাধীনতার জলহাওয়া দেয়। মুক্তচিন্তার আকাশ না পেলে ভাবানার কখনও সৃষ্টিশীল শব্দে রূপান্তরিত হতে পারে না। আমার সাংবাদিকতার শৈশবকালে যীরা আমার সামনে এক অব্যাহ, দিগন্তবিশ্তৃত তেপান্তরের মাঠ মেলে ধরেছিলেন, নতুন করে পথ চলতে শিখিয়েছিলেন, তাঁদের একজন তেমুর রাজা চৌধুরী।

আমার এই যৎসামান্য শব্দমালা আসলে কোনও মূল্যায়ন নয়— এ যেন এক বিশাল, জ্যোতির্ময় হীরকখণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এক নগণ্য অনুজের মুগ্ধ বিষয়্য আর প্রগাম-অঞ্জলি। অসমের বাংলা সংবাদকৃৎ যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকুক, প্রযুক্তির আশীর্বাদকে নিংড়ে নিয়ে পাঠককে এভাবেই মত্তমুগ্ধ করে রাখুক আগামী দিনেও— আর এই অনন্ত মহাযাত্রার পুরোভাগে, সম্রাটের আসনে বঞ্চকাল আসীন থাকুন আমাদের তেমুর রাজা।

—**ভূত্টিভূষণ গোস্বামী**

লিঙ্গ রোড, শিলচর।

মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

পুঁজিবাদ কয়েক শতাব্দী ধরে তার আধিপত্য কায়াম করে রাখলেও, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদী চিন্তাধারার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তা সময়ের বিচারে এখনও শৈশবে। পৃথিবী চিরকাল এক জয়গায় স্থির থাকে না। সামন্তবাদ যেমন এক সময় অজেয় মনে হয়েছিল, কিন্তু তার পতন ঘটেছে। তেমনই আজকের এই ফ্যাসিবাদী পুঁজিবাদের আঞ্চালনও ইতিহাসের শেষ কথা নয়। পৃথিবী পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে এবং এই বর্তমান অরাজকতাও একদিন এক নতুন, অধিকতর মানবিক ও ন্যায়বিচারভিত্তিক ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করবে। কারণ, যে সভ্যতা গান, স্বপ্ন আর মানুষের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না, ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।

বাম রাজনীতি তথা সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে আলোচনা হয়, তখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই একটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে— পুঁজিবাদ কি তবে

১৯১৭ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়েছিল এবং ১৯৯১ সালে যার পতন ঘটে— মাঝখানে এরই মাত্র ৭২ বছরে দেশটি সমাজ ও সভ্যতার উন্নতির ক্ষেত্রে এমন কিছু উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, যা এর আগে পৃথিবী কখনও দেখেনি। পুঁজিবাদ কয়েকশো বছর ধরে রাজত্ব করলেও যা অর্জন করতে পারেনি, সোভিয়েত ইউ

পলাকে

গুলিবদ্ধ যুবক

ধানবাদ, ২৯ মে : বাড়খণ্ডের ধানবাদের জোড়াপোখর থানা এলাকার জামাডোবা ডুমরি ২ নম্বর গলিতে শুক্রবার ভোরে গোলোগুলির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অশৈথব্যে লোহা কাটা এবং এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে রিকি সিং নামের ওই যুবক। তার বুকে গুলি লেগেছে এবং অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৪টা নাগাদ একটি গলিতে আচমকই দুই রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গুলিবদ্ধ হয়ে রিকি সিং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দুর্গাপুরে স্থানান্তর করা হয়। খবর পেয়ে জোড়াপোখর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

ইউরেশীয় দেবতা

নিউইয়র্ক, ২৯ মে : ৪,৩০০ বছরের পুরনো মহাজোদারো সভ্যতার এক সিলমোহর নিয়ে বিতর্ক তুলে। ইতিহাসের পাতায় যে সিলমোহরের ছবি সকলেই দেখেছে। মনে করা হয়, ওই সিলে যে দেবতার ছাপ রয়েছে তা পশুপতি অর্থাৎ শিবের। কিন্তু সেই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করলেন মার্কিন ইতিহাসবিদ অড্রে টুশ। তাঁর দাবি, ওই সিলে পশুপতি নয়, রয়েছে কোনও ইউরেশীয় দেবতা। এক্স হ্যান্ডলে সংস্কৃতি মন্ত্রক ওই সিলকে ভারতের ‘অবিচ্ছিন্ন সভ্যতার ধারাবাহিকতা’র অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করে দাবি করেছে উপবিশ্ব মূর্তিটিকে শিব-পশুপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ চালিয়ে জানিয়েছেন অড্রে। তিনি মনে করেন, ওই মূর্তি শিব বা পশুপতির নয়। বরং সেটাকে ধরা যায় ইউরেশিয়ান পশুদের দেবতা। সম্ভবত আদি-এলামীয় শিল্পশৈলী থেকে গৃহীত।

বিষাক্ত মদ

মুম্বই, ২৯ মে : মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার হাডপসর ও ফুগেওয়াড়ি এলাকায় বিষাক্ত দেশি মদ পান করে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পুনে পুলিশ কমিশনার আমিতেশ কুমারের সঙ্গে কথা বলেন এবং ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুতর বলে মন্তব্য করেন। দৌরীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনায় কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। পুলিশ সূত্রে খবর, এমনও পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন অবৈধ মদ বিক্রোত বিরখা সিং এবং ডিস্ট্রিবিউটর যোগেশ ওয়ানখেড়ে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই মদ তৈরিতে ব্যবহৃত ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিরিট সরবরাহ করতেন যোগেশ। রাজা আবকারি দফতরের কমিশনার অতুল কানাড়ে জানান, মৃতদের নাম পাণ্ডুরঙ্গ ফুগে, বিজয় প্রকাশ রাটোড়ী, রাজেন্দ্র প্রকাশ রাটোড়ী, রাজু রাজপুত্র, অক্ষর পাঠান, বাবা শেখ, আনন্দ দেশাই এবং আনন্দ নিকালজে। এছাড়া সূভাষ ডিগিকার ও অক্ষয় অবসরমানের চিকিৎসা চলছে।

রোমানিয়ায় হামলা

বুখারেস্ট, ২৯ মে : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ছায়া এবার সরাসরি ন্যাটো সদস্য দেশ রোমানিয়ার ভূখণ্ডে আঘাত হেনেছেন। দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় গালাতি শহরে একটি আবাসিক ভবনে ড্রোন বিস্ফোরণে দু’জন আহত হয়েছেন। ন্যাটো সদস্য দেশ রোমানিয়া জানিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় একটি শহরে রাতভর ইউক্রেনের প্রতিবেশী এলাকায় রাশিয়ার হামলার সময় একটি ড্রোন আঘাত হেনেছে। এতে দু’জন আহত হয়েছেন। যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথমবারের মতো রোমানিয়ায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ড্রোন আঘাত হয়েছে আহতের ঘটনা ঘটল। ইউক্রেন সীমান্তবর্তী এই ঘটনায় পূর্ব ইউরোপজুড়ে নিরাপত্তা উদ্বেগ আরও বেড়েছে। ইউক্রেনের মিত্ররা ইতোমধ্যে আশঙ্কা করছেন, রাশিয়ার যুদ্ধ ধীরে ধীরে প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ককরোচ পার্টির এক্স হ্যান্ডল ব্লক না করার আর্জি খারিজ আদালতে

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : জাতীয় সুরক্ষার দোহাই দিয়ে ককরোচ জনতা পার্টির এক্স হ্যান্ডেল ব্লক করে দিয়েছে কেন্দ্র। এর বিরুদ্ধে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক দিল্লি হাই কোর্টে মামলা করেন। এখুনি এই ‘পার্টির সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট চালুর দাবি নাকচ করা হলেও এই বিষয়ে কেন্দ্র এবং এন্ড্রের জবাবদিহি চাইল আদালত। গত কয়েক সপ্তাহে দেশের সবচেয়ে চর্চিত বিষয় ‘ককরোচ জনতা পার্টি’। খাতায়কলমে কোনও রাজনৈতিক দল না হলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে দেশের বড় দলগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে এই ‘পার্টি’। ‘ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক কটাক্ষ করেন, ‘বিজেপি নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম পাটি হিসাবে দাবি করে। কিন্তু ওদের টপকে যেতে আমাদের মাত্র



চারদিন লাগল।’ এই পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যায়, এক্স থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির অফিসিয়াল হ্যান্ডেল। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রের নির্দেশেই ব্লক করা হয়েছে সার্জিপের এক্স অ্যাকাউন্ট। কারণ আইবি-র তরফ

থেকে ব্লক হয় এই অ্যাকাউন্টটি জাতীয় সুরক্ষার জন্য বিপজ্জনক। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠাতা অভিজিতের কথায়, এই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও অনায়্য মন্তব্য করা হয়নি, উসকানিমূলক পোস্টও করা হয়নি। কিছু সামাজিক ইস্যুতে পোস্ট করে

‘ককরোচ জনতা পার্টি’র এক্স অ্যাকাউন্ট ব্লক করা বেআইনি, তবে সার্জিপের অ্যাকাউন্ট চালু করতে বাধ্য থাকবে কেন্দ্র এবং এক্স। এদিন কেন্দ্র এবং এক্সকে অ্যাকাউন্ট ব্লক করার বিষয়ে নোটিশ পাঠিয়ে জবাবদিহি চেয়েছে আদালত। আগামী ৭ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

আমেথিতে ট্রাক উল্টে ৩ জনের মৃত্যু, আহত ১

আমেথি, ২৯ মে : উত্তরপ্রদেশের আমেথি জেলার মুলিগঞ্জ থানা এলাকায় বাম্প-টাঞ্জা জাতীয় সড়কে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পেয়াজ বোঝাই একটি দ্রুতগতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের ওপর উল্টে গেলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ মুলিগঞ্জ কোতোয়ালি এলাকার টেরি লোকপুুর গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পেয়াজ বোঝাই ট্রাকটি সৌরীগঞ্জ থেকে সুলতানপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় সামনে থাকা একটি বাইককে বামের দিকে নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। এর পরেই ট্রাকটি পাশে থাকা দুটি মোটরসাইকেলের ওপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর চালক ট্রাক ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

উৎক্ষেপণের আগেই বু অরিজিনের রকেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

ফ্লোরিডা, ২৯ মে : আমেরিকার খনকুবের জেফ বেজোসের মহাকাশ সংস্থা ব্লু অরিজিনের ‘নিউ গ্লেন’ রকেট পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের আগেই ভয়াবহ বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) ফ্লোরিডার ‘হট-ফায়ার টেস্ট’-র সময় আচমকা প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তে আগুন ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা লক্ষ্যপাড়া। ওই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ব্লু অরিজিন জানিয়েছে, পরীক্ষার সময় একটি ‘অ্যানোম্যালি’ বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয়। হট-ফায়ার টেস্টে সাধারণত রকেটকে মাটিতে স্থির অবস্থায় রেখে ইঞ্জিন চালানো হয়, যাতে উৎক্ষেপণের আগে সমস্ত সিস্টেম পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু পরীক্ষার মাঝেই নিউ গ্লেন রকেটটিতে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পরে জেফ বেজোস এক্স হ্যান্ডলে লেবেন, আজ খুব খারাপ একটা দিন। তবে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব। তবে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সংস্থার সমস্ত কর্মী নিরাপত্তা রয়েছে এবং বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অগ্নিদগ্ধ গাড়িতে পঞ্চায়েত প্রধান, দ্বিতীয় স্ত্রী-সহ ৪ জনের দেহ! ধৃত প্রথম স্ত্রী ও সন্তানেরা

আজমের, ২৯ মে : রাজস্থানের আজমেরে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড। এক পরিবারের চারজনকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। একটি অগ্নিদগ্ধ গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী, মা এবং ভাইবির দেহ। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পঞ্চায়েত প্রধানের প্রথম স্ত্রী এবং তার সন্তানদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, পারিবারিক বিবাদের জেরে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে আজমের থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে শ্রীরামপুরা গ্রামে। একটি খেতের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ একটি গাড়ি দেখতে পান স্থানীয়রা। গাড়ির ভিতর ছিল চারটি বলসানো দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনা মনে হলেও পরে তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান রাম সিং চৌধুরীর দুই বিয়ে। প্রথমপত্নীর বউ সুনীতার আপত্তি সত্ত্বেও সুরজ্ঞানকে বিয়ে করেন তিনি। সুনীতার দুই সন্তান রয়েছে। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মত্ত অবস্থায়



প্রতিদিন সুনীতা এবং তার সন্তানদের মারধর করতেন রাম সিং। অভিযোগ, ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই সুনীতা এবং তার সন্তানদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন রাম সিং। বৃহস্পতিবার একই ধরনের আশঙ্কি হয়। অভিযোগ, মেজাজ হারিয়ে সুনীতার নাবালক ছেলে রাম সিংকে কুপিয়ে খুন করে। সুরজ্ঞান হত্যাকাণ্ড দেখে ফেলায় তাকেও খুন করা হয়। চৌচামেটি শুনে রাম

সিংয়ের বৃদ্ধা মা ও ভাইবি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে মারা হয়। এরপর চারজনের দেহ একটি গাড়িতে উঠিয়ে নির্জন খেতে নিয়ে গিয়ে আতুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে, রাম সিংয়ের নাবালক ছেলে হত্যাকাণ্ডে পরিকল্পনা করে। এর জন্য অনলাইনে একটি ছুরিও কেনে সে। হত্যাকাণ্ডের আগে বাবাকে বিয়ার খাইয়েছিল বলেও দাবি।

ভারতের আম আমদানি নিষিদ্ধ করল জাপান!



টোকিও, ২৯ মে : প্রবল গরমে পুড়ছে বাংলা-সহ গোটা দেশ। দাবানলের মধ্যে আমজনতার একটু স্বস্তির জায়গা একটুকরো আম। কিন্তু সেই আমের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিষ? এমনটাই দাবি করছে জাপান প্রশাসন। অতীতে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ আম রফতানি করা হত জাপানে। কিন্তু কয়েক বছর আগে জাপান সরকার জানায়, ভারতের আমে বিপুল পরিমাণে জীবাণু থাকে। তার ফলে ভারত থেকে আম আমদানি নিষিদ্ধ করেছে জাপান। প্রশ্ন উঠছে, এই ‘বিষাক্ত’ আমই কি খাচ্ছেন আম ভারতবাসী? জাপান সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত থেকে রফতানি হওয়া আম জীবাণুমুক্ত করা হয় প্রত্যেক বছর। ভেপরি হিট টিউমেন্টের মাধ্যমে ভারতের মাটিতেই চলে

জীবাণুমুক্ত করার কাজ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমের মধ্যে থাকা পোকা এবং পোকার লার্ভা মরে যায়। জাপানে এই পোকা রপ্তিতে প্রবল কড়াকড়ি করা হয়। কারণ এই পোকার জেরে সে দেশের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়। সে কারণে রফতানির আগেই পরীক্ষা করা হয় ভারতের আম। সম্প্রতি জাপানের আধিকারিকরা দাবি করেন, যথার্থভাবে আমগুলি জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে না। সে কারণেই আমদানি নিষিদ্ধ করেছে জাপান। ভারত থেকে প্রত্যেক বছর ২৮ কোটি মেট্রিক টন আম জাপানে আমদানি করা হয়। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জেরে কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের বিরাট ক্ষতি হতে চলেছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে মহারাষ্ট্রের আলফানসো আমের ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা। প্রবল গরমে আম চাষে ইতোমধ্যেই কৃষকরা বেশ সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। আমদানি বন্ধের কারণে আরও বাড়বে তাদের সমস্যা।

এল নিনোর প্রভাবে উষ্ণ হবে জুন

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : বর্ষার বৃষ্টিতে ঘটতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানাল মৌসম ভবন। দেশের বিস্তীর্ণ অংশে এ বছর বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত এল নিনোর প্রভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে উষ্ণ হতে পারে জুন মাস। ৫০ বছর ধরে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে (বা দেশে) একটি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন বর্ষাকালে) যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তার গাণিতিক গড়কে বলে এলপিএ (লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ)। ভারতে ১৯৭১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান বলছে, এলপিএ ৮৭ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ, দেশে বর্ষায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮৭ সেন্টিমিটার। কিন্তু এ বছর তা হবে না। পূর্বাভাস বলছে, এলপিএ-র

৯০ শতাংশ বৃষ্টি হতে পারে চলতি মরসুমে। শুক্রবার মৌসম ভবন থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। এর আগে গত এপ্রিলে মৌসম ভবন জানিয়েছিল, এলপিএ-র ৯২ শতাংশ বৃষ্টি এ বছর হতে পারে। সেই পূর্বাভাস আরও কমল।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, বর্ষায় ঘটিত (এলপিএ-র ৯০ শতাংশের নীচে) হওয়ার সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ, স্বাভাবিকের কম বর্ষা (এলপিএ-র ৯০-৯৫ শতাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা ২৪ শতাংশ, স্বাভাবিক বর্ষা (এলপিএ-র ৯৬-১০৪ শতাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা ১৪ শতাংশ, স্বাভাবিকের উপরে বর্ষা (এলপিএ-র ১০৫-১১০ শতাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা ২ শতাংশ। আর অতিরিক্ত বর্ষা (এলপিএ-র ১১০ শতাংশের বেশি) হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য।

কর্মস্থলে ভালুকের হামলায় কানাডায় মৃত্যু ভারতীয় মার্শাল আর্ট খোলোয়াড়ের

সাসকাটন, ২৯ মে : কানাডায় ভালুকের হামলায় মৃত্যু হল মিজাউ মার্শাল আর্টের উঠতি খোলোয়াড় ভারতীয় যুবক ঋষিকেশ কোলোয়েথ। উত্তর সাসকাচোয়ানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইউরেনিয়াম খনির অনুসন্ধান চালাচ্ছে কানাডা সরকার। মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সেখানে প্রযুক্তিকর্মী হিসাবে কাজ করছিলেন কেরেলের বাসিন্দা ২৭ বছরের ওই যুবক। কাচের নর্ভাইন হুদের ধারে আচমকা ভালুকের হামলায় ক্ষতিবিপ্লবিত হন ঋষিকেশ। অতিরিক্ত রক্তপাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে কানাডা যান ঋষিকেশ। ব্রিটিশ কন্যোদ্বার পেন্টিকটনের বাসিন্দা তাঁর দাদা অর্জুন। সেখানে দাদার সঙ্গে থেকে মার্শাল আর্টের পাশাপাশি কানাডার সংস্থায় হয়ে চুক্তি ভিত্তিক



কর্মী হিসাবে কাজ করছিলেন তিনি। ঘটনাস্থল সাসকাটন থেকে ৮৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বের নির্জন বনাঞ্চল, নর্ভবে হুদের ধারে। এই অঞ্চলে ভালুকের উপদ্রব নতুন কথা নয়। বিরাট চেহারার প্রাণীটি

আচমকই ঋষিকেশের উপরে হামলা চালায়। কাছেই থাকা ইউরেনিয়াম অনুসন্ধান প্রকল্পের আরেক কর্মী গুলি করে মারে ভালুকটিকে। ওই ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় যুবকের।

সংঘর্ষবিরতি, ৩০ হাজার কোটির বিনিয়োগ পরিকল্পনা!

তেহরান, ২৯ মে : সংঘর্ষবিরতি এখনও অব্যাহত। কিন্তু কত দিন বজায় থাকবে তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। দু’দেশের মধ্যে একটি শাস্তিচুক্তির চেষ্টা চলছে। তবে দু’শেষই নিজের নিজের শর্তে অটল। উভয় পক্ষই চুক্তির শর্ত নিয়ে দর কষাকষি চালাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে দাবি, একটি খসড়া চুক্তি তৈরি হয়েছে। ইরান-আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিতে পারে এমন কী কী বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে কৌতূহল নানা মহলে। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দু’দেশের কর্তারা একটি নতুন খসড়া সমঝোতাশপত্র নিয়ে আলোচনা করছেন। সেই আলোচনা এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক। দু’দেশই চুক্তি চূড়ান্ত করার পথে। যদিও এখনও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রস্তাবিত চুক্তিটিতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং শত্রুতার অবসানের জন্য গুরুতর

আলোচনা চলছে। তবে আলোচনা থেকে উঠে আসা অন্যতম বড় একটি অগ্রগতি হল কয়েক হাজার কোটি ডলারের পুনর্গঠন এবং বিনিয়োগ প্যাকেজ। অনেকের মতে এই শর্ত মেনে চুক্তি চূড়ান্ত হলে ইরানের অর্থনীতি নতুন রূপ পেতে পারে। আলোচনাকারীদের একটি সূত্র জানাচ্ছেন, চুক্তি নিয়ে আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও পর্যন্ত এই খসড়া চুক্তি অনুমোদন করেননি।

আলোচনা সম্পর্কে অবগত কূটনীতিকরা জানাচ্ছেন, সংঘর্ষবিরতি সত্ত্বেও আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলছে। তার ফলে দ্রুত চুক্তি সম্পন্ন করার তাগিদও বেড়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আধিকারিকদের মতে সংঘর্ষের মাত্রা বাড়লে আলোচনা ব্যাহত হতে পারে। সেই কারণে যত দ্রুত সম্ভব স্থায়ী সমাধানসূত্রে পৌঁছোতে

চাইছেন মধ্যস্থতাকারীরা। খসড়া চুক্তির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল, ইরানের জন্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি ডলার মূল্যের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং পুনর্গঠন তহবিল অন্তর্ভুক্ত করা। চলমান সংঘর্ষের কারণে আর্থিক ভাবে ইরান যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় এই প্যাকেজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ইরানে রিয়াদে এস্টেট, পরিকাঠামো এবং জ্বালানি খাতে আমেরিকা থেকে বিনিয়োগও আসতে পারে। আলোচনার আর একটি প্রধান শর্ত হল বাজেয়াপ্ত শত শত কোটি ইরানি সম্পদ ছেড়ে দেওয়া। ইরানে আর্থিক ক্ষতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে বলে মনে করছেন অনেকে। ধারণা, ইরানের প্রায় ২,৪০০ কোটি ডলার সম্পত্তি বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে বাজেয়াপ্ত রয়েছে। সেই সব বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি মুক্ত করে দিলে তা ইরানের আর্থিক উন্নতিতে সহায়ক হবে।

ওয়াশিংটন, ২৯ মে : চলতি বছরে গ্রীষ্মকাল শেষ হওয়ার আগেই কিউবাতে কমিউনিস্ট সরকারের পতন চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই লক্ষ্যে কিউবায় ভঙ্গুর সরকারের উপর আর্থিক চাপ আরও বাড়তে চলেছে আমেরিকার। উদ্দেশ্য কারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এই দ্বীপরাষ্ট্রে ব্যাপক অস্তিত্বশীলতা তৈরি করা যাতে কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষে সেখানে টিকে থাকা কঠিন হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের এহেন চাহিদার নেপথ্যে কূটনীতির পাশাপাশি রয়েছে ঘরোয়া রাজনৈতিক স্বার্থ। লক্ষ্য পূরণে সেখানে সেনা নামাতেও ট্রাম্প দ্বিধা করেন না বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, ট্রাম্প আমলে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তাঁর শাসনকালে আমেরিকার ঘোষিত শত্রুদের অন্তত একজনের স্থায়ী নিষ্পত্তি হয়েছে। কিউবায় কমিউনিস্ট সরকারের পতন হলে লাতিন আমেরিকায় বামপন্থী ও সাম্নাজবাদ বিরোধী আদর্শবাদ বহুসড় থাকা থাকে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে পুরো



পশ্চিম গোলার্ধে একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠা হবে আমেরিকার। পাশাপাশি আগামী নভেম্বর মাসে আমেরিকার দক্ষিণাভ্যেের প্রদেশগুলিতে রয়েছে সংসদীয় নির্বাচন। সেখানে ট্রাম্প জমানায় মূল্যবান্টি ও জীবনধারণের খরচ ব্যাপক বেড়ে যাওয়া, অভিবাসীদের উপর হেনস্তার ঘটনায় ট্রাম্প প্রশাসনের উপর ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। অথচ এই অঞ্চলকে রিপাবলিকানদের শত্রু ঘাঁটি বলে মনে করা হয়। নির্বাচনের আগে আমেরিকা

যদি কিউবাকে দখলে আনতে পারে সেক্ষেত্রে এখানে ট্রাম্পের বড় জয় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, কিউবাকে বাণে আনতে আর্থিক চাপের পাশাপাশি সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যদিও ট্রাম্প এখনও কিউবায় হামলার অন্তিমতি দেননি এবং শাসন ব্যবস্থা শাস্তিপূর্ণ পরিবর্তনকেই (রিজিম চেঞ্জ) প্রাধান্য দিচ্ছেন। সেই লক্ষ্যে কিউবার অর্থনীতির গলা টিপে ধরতে

কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। এক মার্কিন কর্তার কথায়, ‘কিউবার অর্থনীতিতে কৃত্রিম চাপ পড়লেই দেশটির শাসন ব্যবস্থা ভারসাম্য হারাবে এবং রাজনৈতিক সংকট তৈরি হবে। আমরা এখনও শাসন ব্যবস্থা উলটে দিতে চাই না, এর একটা পদ্ধতি রয়েছে।’ মার্কিন রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, দেশটিকে ঘিরে ফলে সমস্তরকম আমদানি বন্ধ করার পাশাপাশি গত মাসে মার্কিন সেনার সিউর্দান কমান্ড এক সামরিক মহড়া চালায়। যা কিউবায় সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সেনা আধিকারিকদের দাবি, আমরা এখনও আমেরিকা ও পরিকল্পনা নেই কিউবার সামরিক অভিযানের। প্রেসিডেন্টের নির্দেশ পেলেই আমরা বাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। এদিকে, সময় যত গড়ছে কিউবার জ্বালানি সংকট চরম আকার নিচ্ছে। তৈরি হয়েছে ব্যাপক খাদ্য সংকট। বিদ্যুৎ নেই যার জেরে কারখানা এমনকী চিকিৎসা পরিষেবা শিকেষ উঠেছে দেশটিতে।

একের পাতার পর

টানা পাঁচ বছর ‘রেভিনিউ সারপ্লাস’

পরিমাণ বাড়ার ইঙ্গিত বহন করে। রাজ্য সরকারের দাবি, গত কয়েক বছরে পরিকাঠাম উন্নয়ন, শিল্প বিনিয়োগ আকর্ষণ, সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পর্যটন খাতে জোর এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার ফলস্বরূপ, পর্যটন নিয়ে তীব্র আগ্রহ রয়েছে। একইসঙ্গে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু রেখেও আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা সরকারের অন্যতম সাফল্য বলে তুলে ধরা হয়েছে। অসমকে উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে, তারও ইঙ্গিত মিলেছে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বৈঠকগুলিতে। বৃহস্পতিবার দিনভর বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। অর্থ দফতরের সঙ্গে বৈঠকে আগামী বাজেটের প্রকৃতি এবং বিলিটনের আগে জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে বৈঠকে ২০২৯ সালের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের নিচে নামিয়ে আনা, সরকারি হাসপাতালে জনবল বৃদ্ধি, চা-বাগান এলাকার হাসপাতালগুলিকে আরও উন্নত করা, বিনামূল্যে রোগ নির্ণয় প্রকল্পের সম্প্রসারণ এবং মেগা স্বাস্থ্য শিবিরগুলির সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়। অন্যদিকে, এনএইচএআই, এনএইচআইটিএল এবং এনএইচআইএসএল-র শীর্ষ অধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে একাধিক বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মাধ্যম রয়েছে বহু প্রতীক্ষিত গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেসওয়ে বা হাই-স্পিড কন্ডির, গহপূর-নুমলীগড় টুটন টিউব টানেল, কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডর এবং কামাখ্যা রোপণ্ডয়ে প্রকল্প।

সরকারি সুদের মতে, গুয়াহাটি-শিলচর হাই-স্পিড করিডর শুধু একটি নতুন ঙড়ক প্রকল্প নয়, বরং ব্রহ্মপুণ্ড ও বরাক উপত্যকার মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ, পণ্য পরিবহন, পর্যটন এবং শিল্প বিনিয়োগে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি গেমচেঞ্জিং হতে পারে। বর্তমানে দুই শহরের মধ্যে যাতায়াতে দীর্ঘ সময় লাগে। নতুন করিডর নির্মিত হলে সেই সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে গহপূর-নুমলীগড় টানেল নির্মাণের ফলে উপরের অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডর প্রকল্প বন্য়ার সময় জাতীয় সড়কে যান চলাচল সচল রাখার পাশাপাশি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে সরকার। কামাখ্যা রোপণ্ডয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে নীলাচল পর্বতের পটভূক ও পূণ্যার্থীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে। সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, রাজস্ব সংগ্রহে উৎস্রগতি এবং দেশের জিডিপি-তে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মতো সুকণ্ঠগুলির পিছনে শুধু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নয়, বৃহৎ পরিকাঠামো বিনিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সড়ক, সেতু, টানেল, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ব্যয়লে দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতিতে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর বার্তায় স্পষ্ট করেছেন যে, উন্নয়ন এবং আর্থিক শৃঙ্খলা, এই দুইয়ের সমন্বয়েই এগোতে চায় সরকার। তাঁর বক্তব্য, অসম এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি, উন্নয়নমূলক কাজ এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, তিনটি ক্ষেত্রেই একসঙ্গে অগ্রগতি রয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, আগামী কয়েক বছরে আরও বেশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এবং অসমকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। টানা পাঁচ বছরের রাজস্ব উদ্ভূত এবং জাতীয় জিডিপি-তে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির তথ্যকে সেই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যপূরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবেই তুলে ধরছে সরকার।

পর্যটকের সংখ্যায় গত অর্থবছরে

অর্থবছরে ৪.০৬ লক্ষ পর্যটক কাজিরাঙায় এসেছিলেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এসেছেন ৪.৮৮৬ লক্ষ পর্যটক। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এবার পর্যটকের সংখ্যায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.৫৫ লক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক কাজিরাঙার প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন। গত অর্থ বছরে সেই সংখ্যা ৪.৬৮ লক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, গত ১০ বছরে কাজিরাঙায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে পর্যটকের সংখ্যা। তবে শুধু দেশি নয়, কাজিরাঙায় বিদেশি পর্যটকের সংখ্যাও অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৭.৬৯৬ জন বিদেশি পর্যটক কাজিরাঙায় এসেছিলেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এসেছেন ৩০,৪৭৪ জন। চলতি বছরে কেবল ফেব্রুয়ারি মাসে ১৩,৫১২ জন বিদেশি পর্যটক কাজিরাঙায় এসেছিলেন। যা সর্বাধিক। সব মিলিয়ে বিশ্বের অন্যতম পর্যটনস্থল বা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কাজিরাঙা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে কাজিরাঙা। ১.৫৫ লক্ষ থেকে ৫.৪৮ লক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে পর্যটকের সংখ্যা। এই যাত্রা কেবল সংখ্যার বৃদ্ধি নয়, অসমের সৌন্দর্য, শান্তি, তীর্থ এবং সারেক্ষণের সফলতার প্রতিকলনও বটে। দেশি-বিদেশি পর্যটকরা এখন কাজিরাঙায় প্রকৃতির সবুজ রং, বন্য জীবজন্তুর সৌরভ এবং ঐতিহ্যের উজ্জীবিত অসমের আত্মার স্পর্শ চান।

জুবিন হত্যাকাণ্ড : শ্যামকানুর

গত ডিসেম্বর মাসে সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। চলতি সপ্তাহে গোঁহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত মামলাটির দৈনন্দিন শুনারি শুরু করে এবং সাত অভিযুক্তের মধ্যে চারজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহতিয়ার ১০৩(১) ধারায় খুনের অভিযোগ গঠন করে।

যাদের বিরুদ্ধে মামলা অভিযোগ গঠন করা হয়েছে তারা হলেন— সিদ্ধার্থ শর্মা, শ্যামকানু মহন্ত, শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অরুণপ্রভা মহন্ত। এর পাশাপাশি অপরাধমূলক স্বঘ্নস্রণ, অভিন্ন উদ্দেশ্যে অপরাধ সংগঠন, খুনের সমাপ্তা নয় এমন নহত্যা, প্রতারণা, তোলাবাদি, বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রমাণ নষ্ট করার মতো একাধিক ধারারও প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে মামলাটির পূর্ণাঙ্গ বিচার প্রক্রিয়ার পথ আরও স্পষ্ট হয়েছে।

এদিকে জিজ্ঞাস কামার জানান, চার্জশিটভুক্ত বাকি ছয় অভিযুক্তও ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন। গুজবার তাদের আবেদনের শুনারি হয়। তবে আদালত সিদ্ধার্থ শর্মার আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেয়। কামার বলেন, সিদ্ধার্থ শর্মার আবেদন খারিজ করা হয়েছে। বাকি আবেদনগুলির উপর আদালত ৮ জুন আদেশ দেবে। তাঁর মতে, শর্মাও এখন শ্যামকানু মহন্তের মতো গোঁহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। তিনি আরও বলেন, মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভ্রমামনে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। অভিযুক্তদের পক্ষে শক্তিশালী আইনজীবী দল থাকলেও জুবিন গগৈয়ের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রসিদ্ধিশূন্যও সমানভাবে প্ররুত।

উল্লেখ্য, অসমে তদন্ত এগোলেও সিঙ্গাপুর পুলিশ সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। জুবিন গগৈয়ের মৃত্যুর পর সিঙ্গাপুর পুলিশ ফেরি (এসপিএফ) ঘটনাটিকে ডুব মৃত্যুর ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে তদন্ত শুরু করে। চলতি বছরে এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুর করনাস’ জান্য, ২০১০-র অধীনে পরিচালিত তদন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করতে তারা জান্য, মর্যাতত্ত্ব এবং এ টল্লিকাচারি রিপোর্টে ডুব মৃত্যুর সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য মিলেছে। সিঙ্গাপুর পুলিশের দাবি ছিল, বাস্তবিক্ত ইহাও অমরণের সময় লহিফ জাহাজে ছাড়াই জলে নিক্ষেপিয়েন জুবিন গগৈ। পরে ইহাউরে দিকে সাহসের ফেরার চেষ্টা করার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তদন্তে তাঁর রক্তে উচ্চমাত্রার অ্যালকোহলের উপস্থিতিও পাওয়া যায়, যা তাঁর শারীরিক সমস্যা ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে পারে বলে মত তদন্তকারীদের। তবে অসম সরকার শুরু থেকেই সিঙ্গাপুর পুলিশের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একাধিকবার প্রকাশ্যে এই ঘটনাকে সাধারণ ডুব মৃত্যু নয়, সরল ভায়ায় খুন বলে বর্ণনা করেছেন। বিধানসভাভেও তিনি ঘোষণা করেন যে, রাজ্য সরকার মামলাটিকে পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

বিধানসভা সচিবালয়ের ১২

চাকরির কার্যকাল বৃদ্ধি পাওয়ার খবর কানে আসা মাত্রই পেতুর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার দাস। সেই নির্দেশ অনুযায়ী পরই বিধানসভা অধিবেশনের শেফদিনে সচিব পেতুকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এমনকী অধিবেশন শেষ হওয়ার দু’ঘণ্টার মধ্যেই পিওন পাঠিয়ে পেতুহর দিকে চাকরি থেকে অব্যাহতি পর তুলে দেওয়া হয়। এতে নীতিমতো ক্ষুব্ধ প্রাক্কন সচিব পেতু ও আর সেই ইতিদার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এপ্রিন ১২ জন কর্মচারী-আধিকারিকে একই কারণে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব রাজীবকুমার ভট্টাচার্য। এদিনের ঘটনায় প্রশ্নাগ আগামী দিনে আরও কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেবে সরকার।

সীমান্ত নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্রুত

বুলে থাকা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘সীমান্ত নির্ধারণের চরমান প্রক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের পৌছাতে দুই রাজ্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’।

তিনি আরও বলেন, ক্ষেত্রের ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসম ও মেঘালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করছে। এই রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে নতুন সহযোগিতার সজাবনাও খতিয়ে দেখছে। কনরাড সাংঘাও বলেন, সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং ‘অষ্টলক্ষী’ অঞ্চলের

বিকাশে দুই রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়টি বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে।

উল্লেখ্য, অসম ও মেঘালয়ের মধ্যে ৮৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের একাধিক অংশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ রয়েছে। ২০২২ সালে দুই রাজ্য প্রথম দক্ষয় ছয়টি বিতর্কিত এলাকার মধ্যে কয়েকটির সমাধানে সমঝোতায় পৌঁছালেও এখনও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে সীমান্ত নির্ধারণের কাজ বাকি রয়েছে। সাম্প্রতিক লাপাংগাপ উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে গুজ্রাবারের বৈঠককে সেই প্রক্রিয়াকে নতুন গতি দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মণিপুরে হামলা : বাংলার চালক

চল্যচালের সময় কনভয়টি হামলার শিকার হয়।

ঘটনাটিকে ‘অজানা সশস্ত্র দূর্বৃত্তদের দ্বারা পণ্যবাহী যানবাহনে হামলা’ হিসেবে অভিহিত করে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউনমান খেমচাঁদ সিংহ নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছেন। ‘একটি পণ্যবাহী যানবাহনে হামলা করে একজন চালকের জীবন নেওয়া, যিনি রাজ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অবিরাম সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, এটি সবচেয়ে কাপুরুষোচিত কাজগুলোর মধ্যে একটি এবং এই অঞ্চলে বিদ্যমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিকে আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। হামলাটি মনে হচ্ছে স্বার্থোদ্বেষী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যারা রাজ্য সরকারের শান্তি ও স্বাভাবিকতা পুনঃস্থাপনের উদ্যোগকে ব্যাহত করার জন্য খারাপ উদ্দেশ্যে কাজ করেছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেন। রাজাটি ১৩ মে থেকে উত্তাল হয়ে আছে, যখন আমরা ব্যাপ্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তিনজন গির্জার নেতা কাংপোকপি জেলায় একটি হামলায় নিহত হন। এর পরপরই উত্তেজনা ব্যপ্ত হতে থাকে, যখন কুকি এবং নাগা গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের অপহরণ করতে শুরু করে এবং তাদের বন্দি করে রাখে। সেই পরিস্থিতি এখনও অস্থির রয়ে গেছে, ছয়জন নাগা পুরুষ অসহ্যত হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছে এবং ১৪ জন কুকি পুরুষ এখনও বন্দি রয়েছে।

সোনাপুরে ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির

উভয়ই মেডিক্যাল ছাত্র। ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে অক্সর জৈন, যুগ্ম কমিশনার

অফ পুলিশ, বলেন, পরিবারটি প্রায় সকাল ৬টায় ইটানগর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং গুয়াহাটি যাচ্ছিল। দুর্ঘটনাটি খেতিরি পুলিশ স্টেশন এলাকার অধীনে ঘটছিল যেখানে একটি ট্রাক রাস্তার পাশে পার্ক করা ছিল। একটি বেনেলসো, যার অরুণাচল প্রদেশের রেজিস্ট্রেশন ছিল, দ্রুত গতিতে ট্রাকটিতে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে চালকজন যাত্রী নিহত হন।

দুর্ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রাথমিক অনুসন্ধান থেকে মনে হচ্ছে অতিরিক্ত গতিবেগ দুর্ঘটনার পেছনে একটি প্রধান কারণ হতে পারে। তদন্তকারীরা ঘটনাটিকে কোনও দৃশ্যমান স্ক্রিড মার্ক বা জরুরি ব্রেকিংয়ের চিহ্ন খুঁজে পাননি। ‘যখন আমরা দুর্ঘটনার স্থানটি পরীক্ষা করলাম, তখন আমরা দেখলাম যে, চালক সংঘর্ষের আগে ব্রেক করার চেষ্টা করেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা অনুমান করেছেন যে, যানটি প্রায় ১২০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে চলছিল। প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা সন্দেহ করছি যে, চালক সম্ভবত গাড়ি চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, যদিও সঠিক কারণ একটি বিস্তারিত তদন্তের পর নির্ধারণ করা হবে,’ জৈন যোগ করেছেন।

এদিকে, রাস্তার পাশে ট্রাকটির উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে, ট্রাকিক পুলিশ বলেছে যে, যানবাহনটি নির্ধারিত ক্যোরডঙয়ে থেকে বাইরে পার্ক করা ছিল এবং কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই এটি সরানোর নির্দেশ দিয়েছে একটি চলমান রাজ্যব্যাপী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রোডসাইড পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে। জয়ন্ত সারথী বরা, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ট্রাফিক), বলেছেন যে, পুলিশ ট্রাক চালককে দুর্ঘটনা ঘটার আগে যানবাহনটি সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল। যে ট্রাকটির কথা বলা হচ্ছে তা আমাদের কর্মীদের দ্বারা রোডসাইড পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে একটি কার্যক্রম চলাকালীন ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। সকাল ১০-৪৫ মিনিটে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চালককে যানবাহনটি সরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে, ট্রাকটি সবচেয়ে সাদা লাইন মার্কিংয়ের বাইরে পার্ক করা ছিল, বরা বলেছেন। পুলিশ এই ঘটনার বিষয়ে একটি বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে যাতে ট্রাজেডির চারপাশের সমস্ত পরিস্থিতি নির্ধারণ করা যায়।

অসমে ১.৭ লক্ষের বেশি বাড়িতে

এই প্রকল্পের অধীনে আরসিসি ছাদের পাশাপাশি টিনের ছাদনি দেওয়া বাড়িতেও সোলার প্যানেল স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। অসমের মতো রাজ্যে, যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া যায়, সেখানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের বহু পরিবার উপকৃত হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারও প্রকল্পটির প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রশাসনের আশা, আগামী দিনে আরও বেশ পরিবার সৌরশক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হবে এবং এর ফলে বিদ্যুতের প্রচলিত উৎসের উপর নির্ভরতা কমার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণও হ্রাস পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অসমে সোলার রুফটপ স্থাপনের গতি গত কয়েক মাসে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং মে মাসে ৮ হাজারের বেশি নতুন সংযোগ তারই প্রমাণ।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার পরও কর্নাটকে

জ্যতিগত সমীক্ষার উদ্যোগও তাঁর আমলেই হয়েছিল। ফলে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দক্ষতা হ্রেলের হাতে তুলে দিয়ে নিজের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ধরে রাখার চেষ্টা করছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ার পর সিদ্দারামহায়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, জাতীয় রাজনীতিতে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর প্রস্তাব দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমি সক্রিয় রাজনীতিতেই থাকব। জাতীয় রাজনীতিতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। রাজ্যসভায় যাওয়ার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কনটিকের রাজনীতিতেই থাকতে চাই।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই অবস্থান থেকেই পরিকার যে, কনটিকের রাজনীতিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে নারাজ সিদ্দারামহায়া। দলীয় সুত্বের দাবি, এখনও তাঁর প্রভাবেই বহু নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী নিজেদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন। উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে সতীশ জারকিহোলির নামও। সুত্বের খবর, কনটিক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ নেওয়ার প্রস্তাব পেয়ে তিনি নাকি প্রথমে সিদ্দারামহায়ার সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলেন। অনাদিগকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সিদ্দারামহায়ার সরে দাঁড়ানোয় কনটিকের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভও দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে আহিদ্দা শিবিরের সমর্থকরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান। সংখ্যালঘু, কনগ্রসর শ্রেণি এবং দলিতদের মিলিয়ে তৈরি এই সামাজিক সমীকরণ দাবিধন ধরেই সিদ্দারামহায়ার শক্তির জয়গা। বিক্ষোভগুলির একাধের দাবি, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাসপথে তাঁকে সিদ্ধান্ত দিয়ে কার্ভ কনটিকের সবচেয়ে বড় ওরিসি নেতাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে। তবে সব উক্তনার মধ্যেই এখন নজর ডিকে শিবকুমারের নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দিকে। সেখানে সিদ্দারামহায়ার প্রভাব কতটা বজায় থাকে এবং তাঁর পছন্দের নেতার কতটা গুরুত্ব পান, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন।

অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি

বহুর ধরে বুলে রয়েছে। ভারতের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। গুজ্রাবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশি মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, অধিবাসনে নাগরিকদের বসাবাসের বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব। অন্য একটি প্রসঙ্গে বিদেশি মন্ত্রক জানিয়েছে, ইরানো বাহামারীতে বিপর্য্য আফ্রিকার দেশে উন্নয়ন ওষুধের একটি বড় চালান পাঠিয়েছে ভারত। আফ্রিকার মহাদেশের দেশগুলিকে এই জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার মোকাবিলায় সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে নয়াদিল্লি সর্বদা প্রস্তুত ও তৎপর রয়েছে।

পাশাপাশি অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বিদেশি মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, প্রতিবেশী দেশ মায়ামারের রাষ্ট্রপতি আগামী ৩০ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত ভারত সফরে আসছেন। সফর চলাকালীন তিনি বুদ্ধজয় এবং মুহুইয়েতও যাবেন। এই দ্বিপাক্ষিক সফর দুই দেশের শীর্ষনেতৃত্ব প্রখ্যাত সীমান্ত নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

দিল্লির মুখার্জি নগর থেকে পাঁচ

তথ্যের ভিত্তিতে প্রধান কনস্টেবল পুনীত, প্রধান কনস্টেবল পঙ্কজ, প্রধান কনস্টেবল বিনীত, কনস্টেবল কিশোর পাশি, ইনস্পেক্টর রাজীব শরহা তত্ত্বাবধানে এবং সুরেশ চন্দ্রের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অভিযান চালানো হয়। দলটিকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পরিচয় এবং আবাসিক স্থিতি যাচাই করার এবং তাদের এলাকার অবস্থানের সত্যতা নিশ্চিত করার আয়ত্ব হয়েছে। অভিযানের সময় পুলিশ দলটি দুই সহদেভাজনকে দটক করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, উভয় ব্যক্তি মুখার্জি নগরের ইন্দিরা বিকাশ কলোনিতে একটি ভাড়া করা আবাসে নিগরজন অন্যান্য সহযোগীদের সাথে বসবাস করছিল। যাদের সবাই বালকানিগে তালিকাভুক্ত আরও তদন্তে দেখা গেছে যে, অধিবাসী ডিম ভিন্ন তারিখে বিমানযোগে বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে পৌঁছেছেন। পুলিশ জানিয়েছে যে, তারা কর্মসংস্থানে থাকা প্রকল্পে সন্ধানে গ্রিসে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তবে, ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে তারা গ্রিস থেকে সাক্ষ্যকারীদের বল বা চাকরির প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দিল্লিতে বসবাস করতে থাকেন। পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিকের নাম

সনাক্ত করা হয়েছে রহমত উল্লাহ (২৩), মোহাম্মদ আশরাফুল (২৩), সালমান হুইয়া (২৫), মোহাম্মদ রাসেল (৩৭) এবং মোহাম্মদ রহিম মিয়া (৩৩)। তারা সবাই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইহিলের পারমাম্পাপুরের বাসিন্দা।

তদন্তের সময় পুলিশ জানতে পারে যে, বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতে আসার পর দিল্লির বিভিন্ন হোটেলে অবস্থান করেছিলেন। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তারা এক সহযোগীর সহায়তায়, যার নাম গোপন রাখা হয়েছে, ইন্দিরা বিকাশ কলোনিতে স্থানান্তরিত হন, যিনি পশ্চিমবঙ্গের মালদা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা।

পুলিশ বলেছে যে, তদন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, পাঁচজন ব্যক্তি ভারতের অনুমোদিত ভিসার সময়সীমা অতিক্রম করে অধিবাসনে অবস্থান করেছেন। গোপনীয়তা বজায় রেখে দিল্লি পুলিশ বলেছে যে, আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আটকপ্রত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশি নিবন্ধন অফিস (এফআরআরও)-র সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রত্যাবাসন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১ আগস্ট থেকে বাংলায় জনগণনা

জনগণনা নিয়ে অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন, ভয়। এদিন তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণনা সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা। বাংলায় শেষ জনগণনা হয়েছে ২০১১ সালে। পূর্বতন সরকার তারপর আর সেলাস করেনি। তৎকালীন মুখ্যসচিব সম্মতি দেননি। তবে এখন বাংলার যা পরিস্থিতি, অনুপ্রবেশকারীদের কারণে যেভাবে জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে, তাই জনগণনা জরুরি।

এদিন অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গ উত্থেখ করে শুভেপু অধিকারী বলেন, প্রচুর বাংলাদেশি জনগণনার ভয়ে পালাচ্ছে আন্দারনা থেকেই পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে যারা হোল্ডিং সেটারের রয়েছেন তাদের কেউ প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারবে না। তবে জনগণনায় এদেশের, বাংলার নাগরিকদের যে কোনও উদ্বেগের কারণ নেই তা বুঝিয়েছেন শুভেদু। তিনি বলেন, জনগণনার সঙ্গে রাজনীতি, জাতিপাতের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা আমাদের দায়বদ্ধতা।

পানগ্রাম কাণ্ড : অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে সরব বজরং

সাময়িক প্রসঙ্গ, উধারবন্দ, ২৯ মে : জমি সংক্রান্ত ইস্যুকে ঘিরে উধারবন্দ পানগ্রাম তৃতীয় খাঙের বাসিন্দা মায়াবতী মন্ডার উপর দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোক উৎসীড়ন চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ এনে সরব হল বজরং দল। দলের অভিযোগ, কিছু ভিনধর্মী লোক এসব কার্যকলাপ চালাচ্ছে। আর এতে

নিট-র প্রশ্ন সরবরাহে বায়ুসেনা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান, সাধারণত ডাক বিভাগ প্রশ্নপত্র পরিবহনের দায়িত্ব সামলায়। সেই ক্ষেত্রে প্রচলিত পরিবহন ব্যবস্থাই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি অলাদা। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের পরে পরীক্ষার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই দ্রুত ও সুরক্ষিত পরিবহন নিশ্চিত করতে বায়ুসেনার সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত। ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ডাক বিভাগ সাধারণ রাস্তাতেই প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেয়। কিন্তু এবার নিরাপত্তা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভারতীয় বায়ুসেনাকে সহযোগিতার অনুরোধ করা হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিতা সিঙ্কিয়া একসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। তাঁদের অনুরোধ ছিল, ডাক বিভাগের বদলে বায়ুসেনা কি প্রশ্নপত্র বহনের দায়িত্ব নিতে পারে? সেই প্রশ্নাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেন, এর আগেও পরীক্ষাগুলিতে বিতৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। তবে এবারে তা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ছাপানো থেকে শুরু করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং পরে মূল্যায়ন কেন্দ্রে পাঠানো— গোটা প্রক্রিয়াই কড়া নজরদারিতে রাখা হবে।

তিনি জানান, এই কাজে রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসনগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে। একাধিক মন্ত্রক ও সরকারি দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে পরীক্ষাকে সম্পূর্ণ নিরুত্ব এবং নিরাপদ করার চেষ্টা চলছে। বিরোধীদের একাংশ ইতোমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে, পরীক্ষা পরিচালনায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং বায়ুসেনাকে যুক্ত করার প্রয়োজন কী? সেই সমালোচনারও জবাব দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, ‘ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখা কি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয়?’

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, সরকারের প্রথম লক্ষ্য হল পরীক্ষার্থীদের মনে আস্থা ফেরানো। কোনও রকম ভয় বা অনিশ্চয়তা ছাড়াই যাতে পড়ুয়ারা পরীক্ষায় বসতে পারে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তাঁর কথায়, ‘ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিশ্চিত মনে পরীক্ষা দিতে পারে, তার জন্য যা প্রয়োজন, সবই করা হবে।’

দীনেশপ্রসাদ

গোয়াল্লা স্মৃতি

পুরস্কার প্রদান

শীঘ্রই

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ২৯ মে :

প্রতি বছরের মতো এই বছরও বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতি বরাক

উপত্যকার ছাত্রছাত্রীদের দীনেশপ্রসাদ গোয়াল্লা স্মৃতি পুরস্কার

প্রদান করতে যাচ্ছে। নিম্নলিখিত

বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের তাদের নাম,

পিতা/অভিভাবকের নাম, ঠিকানা,

মোবাইল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বরের

শতাংশ, মার্কশিট, স্কুলের নাম এবং

ছবি সহ ১০ জুনের মধ্যে নিচের যে

কোনও একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে

পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা

হচ্ছে। বরাকের হিন্দিভাষী

ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলা হয়েছে যে,

বরাক উপত্যকার স্কুল/কলেজের

সেইসব ছাত্রছাত্রী, যারা ২০২৬

সালের মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক

পরীক্ষায় আসাম স্টেট বোর্ড অফ

স্কুল এডুকেশন থেকে ৭৫ শতাংশ

নম্বর এবং সিবিএসই থেকে ৮৫

শতাংশ নম্বর পেয়েছে তারাই

আবেদন করতে পারবে। যে সকল

ছাত্রছাত্রী ২০২৫ সালে আসাম

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দিতে প্রথম

বিভাগে মাস্টার্স অফ আর্টস (এমএ)

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ২০২৫

সালে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

স্নাতকোত্তর (এমএ) ডিগ্রি।

এমএসসি/এমকম ইত্যাদি পরীক্ষায়

শ্রীভূমি রাধা মদনমোহন জিউর মন্দিরে সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারণ



সভায় শ্যামল রায়, গৌতম দাস, জগদীশ বরিক সহ অন্যান্যরা।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৯ মে : শ্রীভূমির ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী রাধা মদনমোহন জিউর মন্দিরে বৃহস্পতিবার মন্দিরের কার্যকরী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি শ্যামল রায়। শুরুতে কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস উপস্থিত সব কার্যকরী সদস্যকে নতুন বছরের প্রথম সভায় অভিনন্দন জানান এবং বিগত বছরগুলিতে মন্দিরে আয়োজিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সফল বাস্তবায়নে সব সদস্যের সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মন্দির কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুধু শ্রীভূমির মানুষের কাছেই নয় বরং সমগ্র বরাকবাসীর কাছে আনন্দ ও ভক্তির আবহ সৃষ্টি করেছে।

ভবিষ্যতেও সবার ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় কমিটির সহ-সভাপতি জগদীশ বরিক বলেন, বিগত বছরের মতো এবারও সব সদস্য একযোগে কাজ করে প্রতিটি অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করবেন বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি মন্দিরের ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষায় সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন। এদিনের সভায় আগামী কয়েক মাসের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১৬ জুলাই বিকেল ৪টায় ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন শ্রীজিউর রথ শ্রীভূমি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় শ্রীমন্দিরে এসে শেষ হবে। পরবর্তীতে ২৪ জুলাই বিকেল ৪টায় ফিরা রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ২৩ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট

পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী বুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিমূলক পরিবেশে জন্মাস্তমী মহোৎসব পালিত হবে। সভায় আরও জানানো হয়, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে সপ্তাহব্যাপী সংগীতময়ী ভাগবত সপ্তাহ। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসা বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক থেকে আসা বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক প্রতাপদা পার্শ্বসারথি গোস্বামী এবং কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের একটি দল ধর্মীয় আলোচনা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। সভা শেষে কমিটির অপর সহ-সভাপতি সুশীল কংসবরিক উপস্থিত সব সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আসন্ন অনুষ্ঠানগুলিকে সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সভাটি ভক্তিময় ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই পাঁচটি ইলেক্ট্রিক অটোরিক্সা, নিঃস্ব চালকরা

খোঁজ নিলেন বিধায়ক, সহযোগিতার আশ্বাস



ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ইলেক্ট্রনিক অটোরিক্সা।

রশিদ আহমদ তাপাদার

তারিণীপুর, ২৯ মে : মধ্যরাত্রে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ পাঁচটি ইলেক্ট্রিক অটোরিক্সা পুড়ে ছাই হল কাটিগাড়ার লাঠিমারা এলাকায়। নিজের রুটিকরির একমাত্র সম্বল হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন গাড়ির মালিকরা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। কাটিগাড়া থানার অধীন লাঠিমারা গ্রামে বৃহস্পতিবার রাত্রে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই ঘরের ভেতরে রাখা পাঁচটি ইলেক্ট্রনিক অটোরিক্সা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গভীর রাত প্রায় ১২টার দিকে ঘটে যাওয়া এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর মধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে কয়েকটি পরিবার। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অটোরিক্সাগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিনীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক

বিসি ৬৭৭৩, লিটন দাসের এসএস ১০ বিসি ৩৯৩৭৭, করণ দাসের এসএস ১০ বিসি ৯১৪৬ এবং জয়দীপ দাসের নতুন অটোরিক্সা (এখনও নম্বর প্লাট আসেনি)। পরিতোষ দাস জানান, প্রতিদিন তার অটোরিক্সার পাশেই অন্যান্য অটোরিক্সাগুলো রাখা হয়। অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার রাত্রেও অটোরিক্সাগুলো তার বাড়িতে রেখে যান চালকরা। আনুমানিক রাত বারোটায় হঠাৎ করে আগুনের লেলিহান শিখা নজরে পড়ে। হুলাচিবকার দিলে দৌড়ে আসেন আশপাশের মানুষ। দেখা যায়, দাঁড়ানো করে অটোরিক্সাগুলো জ্বলছে। স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন উপায়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। যদিও শেষপর্যন্ত অটোরিক্সাগুলো রক্ষা করা যায়নি। এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কাটিগাড়া পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক

তদন্ত করে। দেরিতে হলেও অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে এর আগেই যা হওয়ার হয়ে গেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, গভীর রাত্রে আচমকই ঘর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে দেখা যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় মৃত্যুর মধ্যেই পাঁচটি অটোরিক্সা আগুনের গ্রাসে চলে যায়। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা ছুটে এসে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে ততক্ষণে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখনও আগুন লাগার কোনও নিশ্চিৎ কারণ জানা যায়নি। এই অগ্নিকাণ্ডে শুধু কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়নি বরং কয়েকটি পরিবারের জীবিকা ও ভবিষ্যতের স্বপ্নও মৃত্যুতে ছাই করে দিয়েছে। প্রতিদিনের উপার্জনের একমাত্র ভরসা ছিল এই অটোরিক্সাগুলো। এখন হঠাৎ করেই জীবনের কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর ক্রিমগঞ্জের বিধায়ক কারিয়ায় আহমদ পান্না ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শোঁখখবর নেওয়ার নির্দেশ দেন। তার পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষ নেতা রঞ্জিত দাস, সাহেনজ হোসেন মজুমদার এবং এলাকার এপি সদস্যর প্রতিনিধি সলমান রাজু ঘটনাস্থলে যান। পাশাপাশি বিধায়ক ক্ষতিগ্রস্তদের সহধরনের সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেছেন।

বৃহত্তর বদরপুর এলাকার সর্বত্র নির্বিঘ্নে ঈদ-উল আজহা পালন

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২৯ মে : মুসলমানদের পবিত্র উৎসব ঈদ-উল আজহা বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করা হয়েছে বৃহত্তর বদরপুর এলাকায়। কোথা থেকেই কোনও অশ্রীভিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। বুধবার থেকেই বিভিন্ন ঈদগাহ ও মসজিদ ভোরগ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। শ্রীগৌরী-উমরপুর ঈদগাহে ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন উত্তর-পূর্ব ভারতের আমিরে শরিয়ত মওলানা ইউসুফ আলি। এদিন সকাল ৮টায় ঈদের নামাজের আগে ঈদের তাৎপর্য ও কোরবানির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন আমিরে শরিয়ত মওলানা ইউসুফ আলি। তিনি বলেন, কোরবানি তাগ ও তিতিকার পরিচয় দেয়।



শ্রীগৌরী-উমরপুর ঈদগাহে খুতবা পাঠ করছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের আমিরে শরিয়ত মওলানা ইউসুফ আলি।

দেওরাহিল আরজামিয়া জামে মসজিদে ঈদ-উল আজহার নামাজ সকাল সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ পরিচালনা করেন মওলানা মাহমুদ আব্দুল্লা। নামাজের আগে ঈদ-উল আজহার বিষয়ে আলোচনা করে প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন তিনি। বৃন্দাশীল ঈদগাহ ময়দানে সকাল সাড়টায় মওলানা মহবুব আহমদের পরিচালনায় ঈদ-উল আজহার নামাজ আদায় করেন এলাকার

মুসল্লিরা। নামাজ আদায়ের আগে ঈদ ও কোরবানি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। সেইসঙ্গে সরকারি এসওপি মেনে কোরবানি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এদিকে পবিত্র ঈদ-উল আজহা উপলক্ষে শাহ আদম খানি মুকাম সুলগ্ন ঈদগাহে সকাল সাড়টায় ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নামাজ পরিচালনা করেন মওলানা ওয়ারিস আহমদ। ঈদের নামাজের আগে মওলানা ওয়ারিস আহমদ তার

বক্তব্যে বলেন, ইসলাম সাম্যাবাদের শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, ইসলামে সবাইকে একসঙ্গে পথচলার নির্দেশনা দিয়েছে। তাই ধনি-গরিব সবাই একসঙ্গে ঈদগাহ ময়দানে এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন। ইসলামে কোনও ভেদাভেদ নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া বদরপুর এলাকার ভাঙ্গা, শ্রীগৌরী, মখইভাঙ্গা, আলেকখাওল, এলায়ারবাজার, বহলা, দত্তপুর,

মর্জাৎকান্দি, বড়খল, নৈখাই ইত্যাদি এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বিভিন্ন ঈদগাহ ও জামে মসজিদে উপস্থিত হয়ে ঈদ-উল আজহার নামাজ আদায় করেন। এদিকে পবিত্র ঈদ-উল আজহার প্রধান বিধান ছিল পৃথ কোরবানি করা। কিন্তু যথার্থ এসওপি না থাকা এবং প্রশাসনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি ঈদের আনন্দকে অনেকটা হ্রাস করে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাগল কোরবানি দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কঠোর।

সাবারকরের জন্মজয়ন্তীতে নানা কর্মসূচি কাটলিছড়ায়



সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ২৯ মে : শুক্রবার কাটলিছড়ার শান্তিনিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে যথার্থ মর্যাদায় পালিত হল বিনায়ক দামোদর সাবারকরের জন্মজয়ন্তী। মাই তারতের উদ্যোগে ও নেটিভ প্রাইভ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয় চন্দ, সম্মলক জয়দীপ নাথ ও উপাধ্যক্ষ পাঞ্চালি নাথ। সাবারকরের জীবনাদর্শ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়দীপ নাথ জানান, নীতি, আদর্শ ও আত্মত্যাগের আর এক নাম সাবারকর। বীর সাবারকরের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল ভারতের মুক্তির আন্দোলন। অজয় চন্দ জানান, সাবারকর কোনও ব্যক্তির নাম নয় এক চেতনার নাম যা আন্দোলিত করে যুব প্রজন্মকে। এদিন স্কুল প্রাঙ্গণে সাবারকরের স্মৃতিতে দশটি বৃক্ষরোপণ করা হয় ও দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

ঐতিহ্যবাহী কটামণি ঈদ মেলাকে ঘিরে মানুষের ঢল, দিনভর উৎসবমুখর এলাকা

এসএম জাহির আকাস

কটামণি, ২৯ মে : প্রতি বছরের মতো এ বছরও পবিত্র ঈদ-উল আজহা উপলক্ষে পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণ প্রান্তে অসম-মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী ঐতিহ্যবাহী কটামণি বাজারে বসেছিল বহুপ্রতীক্ষিত ঈদমেলা। ঈদের আনন্দকে ঘিরে পুরো এলাকা যেন পরিণত হয়েছিল এক উৎসবমুখর জনসমুদ্রে। ভোরের আলো ফুটতেই শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ সব বয়সের মানুষের ঢল নামে মেলাপ্রাঙ্গণে। দিনভর মানুষের উপচেপড়া ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে বৃহত্তর কটামণি বাজার এলাকা। ঈদমেলাকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী স্থানীয় সহ দুরদূরান্তের দোকানির পাশাপাশি বাহিরাজা ত্রিপুরার বাবসারীয়াও কটামণি বাজারে ঈদের মেলায় সাজিয়ে বাসেন বাহারি পসরা। রঙিন সূত্রদের বিনোদনের সামগ্রী, মেয়েদের সাজগোজের বিভিন্ন প্রসাধনী, কসমেটিকস, পোশাক, গয়না, ফলমূল, শরবত, শীতল পানীয়, আইসক্রিম ও মুখরোচক খাবারের দোকানো ছিল ছোটদের ব্যাপক ভিড়। বিশেষকরে শিশুদের আনন্দ দিতে মেলায় আয়োজন করা হয় নাগরদোলা, জম্পিং রিং সহ

বিভিন্ন বিনোদনমূলক খেলাধুলার ব্যবস্থা। এসব আয়োজন ছোটদের পাশাপাশি বড়দের মধ্যেও উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দেয়। ঈদের এই বিশেষ মেলা শুধু আনন্দ-উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সামাজিক সম্প্রীতি ও আত্মবোধেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের কাছ থেকে কেনাকাটার পাশাপাশি ঈদের শুভেচ্ছা জানান। প্রতিবেশীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতার অপরূপ দৃশ্য নজরে পড়ে সর্বত্র। ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে এলাকার বিশিষ্টজন, সমাজসেবী ও যুবসমাজ এগিয়ে আসেন এতিম, মিসকিন, গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে। তারা দান-খরারাতের মাধ্যমে বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন যা ঈদের প্রকৃত শিক্ষাকেই তুলে ধরে। ঈদ-উল আজহা উপলক্ষে কটামণি এলাকার ঈদগাহ ও মসজিদগুলোকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। সকাল থেকেই মুসলিমদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে ঈদগাহ ময়দান। ঈদের নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের দেউরি এবং কটামণি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ জয় সিং।



ঐতিহ্যবাহী কটামণি ঈদ মেলায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়।

মানবিকতার আবহ। এদিকে ঈদমেলা ও ঈদের নামাজ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাজারিছড়া থানার অধীন বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঈদের আগের দিন থেকেই কটামণি বাজার এলাকায় সহ বিভিন্ন এলাকার টহলদারি জোরদার করেন। মেলার সার্বিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল পুলিশের বিশেষ দল। নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন বাজারিছড়া থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেউরি এবং কটামণি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ জয় সিং। পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেলায় অংশ নেওয়া বাবসারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চলতি বছরে ঈদকে কেন্দ্র করে বোকােনা ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের ঈদমেলায় ছোট শিশু, কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী ও বয়স্ক মানুষের উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের উপচেপড়া ভিড়ে পুরো মেলাপ্রাঙ্গণ ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। বাবসারীয়া এও জানান, এবারের অনুকূল আবহাওয়া তাদের ব্যবসায় ব্যাপ্তি সুবিধা এনে দেয়। বৃষ্টি না থাকায়

ভোর থেকেই ক্রেতা-দর্শনাথীদের আগমন শুরু হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে জমজমাট কেনাবেচা। সুস্থদের খাবার বিরিয়ানি দোকান, মিষ্টির গাওয়ার সহ খেলনা, পোশাক প্রসাধনী, খাদ্যসামগ্রী ও শীতল পানীয়ের দোকানগুলোতে ছিল ব্যাপক ভিড়। ঈদের আনন্দঘন পরিবেশে সন্তোষজনক বিক্রিবাট্রায় খুশি ব্যবসারীরাও। এদিকে কটামণি বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুল মায়ান পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, ঈদ মানেই আনন্দ, ভালোবাসা ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানো। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, মিষ্টিমুখ করা এবং সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করাই ঈদের মূল সৌন্দর্য। এবারের ঈদ উৎসব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই এই ঈদের আনন্দ সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সম্প্রীতি বয়ে আনুক। সবমিলিয়ে এবারের কটামণি ঈদমেলা শুধু একটি উৎসব নয় বরং ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, মানবিকতা ও সামাজিক সংহতির এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছিল। প্রশাসনের কঠোর নজরদারি, স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে পুরো আয়োজন সম্পন্ন হয় শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে।

১১৪ নং লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বৃথকেন্দ্রিক ফলাফল								
ক্রমিক নং	ভোটিংগ্রহণ কেন্দ্র	এম শান্তি কুমার সিংহ		কৌশিক রায়	নোটি বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	নোট	সর্বমোট
		কংগ্রেস	বিজেপি					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১০১	১৭৯ নং বাঘখাল এলপি স্কুল	৩৬	৪৭৭	৫১৩	০	১৩	৫২৬	
১০২	৪৯৩ নং লালপানি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	২৫৭	২৩১	৪৮৮	০	১০	৪৯৮	
১০৩	৪৯৩ নং লালপানি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	২৮৭	৩৩৮	৬২৫	০	৯	৬৩৪	
১০৪	৪৯৩ নং লালপানি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩ নং কক্ষ)	৩০২	৪১৮	৭২০	০	৭	৭২৭	
১০৫	লালপানি খয়েরবাদ এমই স্কুল (১ নং কক্ষ)	২৪৭	৩৮৪	৬৩১	০	৯	৬৪০	
১০৬	লালপানি খয়েরবাদ এমই স্কুল (২ নং কক্ষ)	২৯৭	২২৮	৫২৫	০	২	৫২৭	
১০৭	লালপানি খয়েরবাদ এমই স্কুল (৩ নং কক্ষ)	২৭৮	১৬৯	৪৪৭	০	৭	৪৫৪	
১০৮	৪৯৩ নং লালপানি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪ নং কক্ষ)	৪০১	৪৫৪	৮৫৫	০	১৮	৮৭৩	
১০৯	১৩৫৭ নং জরখা মার এলপি স্কুল	১১৪	২৪২	৩৫৬	০	৮	৩৬৪	
১১০	৭৩২ নং শনবাড়ি এলপি স্কুল	৫৪	৪৮৫	৫৩৯	০	৯	৫৪৮	
১১১	২৩ নং আলনি এলপি স্কুল	১১৭	৫৪২	৬৫৯	০	২৮	৬৮৭	
১১২	ইউনিয়ন হাইস্কুল (১ নং কক্ষ)	১২১	৪২৩	৫৪৪	০	২৬	৫৭০	
১১৩	ইউনিয়ন হাইস্কুল (২ নং কক্ষ)	১৬৩	৫৬৫	৭২৮	০	১৭	৭৪৫	
১১৪	ইউনিয়ন হাইস্কুল (৩ নং কক্ষ)	১৫৯	৩৪৯	৫০৮	০	১৯	৫২৭	
১১৫	ইউনিয়ন হাইস্কুল (৪ নং কক্ষ)	১০৪	৩৪৩	৪৪৭	০	২৭	৪৭৪	
১১৬	সদভাবনা ভবন লক্ষীপুর	৬৩	৭৪৯	৮১২	০	১৬	৮২৮	
১১৭	৪০১ নং শিবানন্দ বুনিয়াদি বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	১৪৩	৪৫৫	৫৯৮	০	১০	৬০৮	
১১৮	৪০১ নং শিবানন্দ বুনিয়াদি বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	১৩৯	৩৯৬	৫৩৫	০	১৩	৫৪৮	
১১৯	৪৩৮ নং ফুলেরতল মার এলপি স্কুল	১৬৮	৬০৭	৭৭৫	০	৩০	৮০৫	
১২০	১৩২৯ নং গোবিন্দ নগর এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৪০	৪৬৪	৫০৪	০	৩১	৫০৫	
১২১	১৩২৯ নং গোবিন্দ নগর এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৪৬	৪০৩	৪৪৯	০	৭	৪৫৬	
১২২	১০৮ নং খোন্ডাজেও লৈকাই এলপি স্কুল	১৩০	৭৪৪	৮৭৪	০	২	৮৭৬	
১২৩	খুনৌ হাইস্কুল (১ নং কক্ষ)	৬০	৩৫০	৪১০	০	৮	৪১৮	
১২৪	খুনৌ হাইস্কুল (২ নং কক্ষ)	১১৪	৪৯৭	৬১১	০	৭	৬১৮	
১২৫	খুনৌ হাইস্কুল (৩ নং কক্ষ)	৯৯	৩৭৭	৪৭৬	০	৭	৪৮৩	
১২৬	আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১৪৫	৬৮৮	৮৩৩	০	১৪	৮৪৭	
১২৭	আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৩৫	৩৩২	৪৬৭	০	৫	৪৭২	
১২৮	আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (৫ নং কক্ষ)	২২৬	২৩৯	৪৬৫	০	৬	৪৭১	
১২৯	আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (৩ নং কক্ষ)	১৩১	৬১২	৭৪৩	০	১০	৭৫৩	
১৩০	আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (৪ নং কক্ষ)	৭৩	৫৫৭	৬৩০	০	৪	৬৩৪	
১৩১	আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (৬ নং কক্ষ)	৬৩	৩৯৯	৪৬২	০	৭	৪৬৯	
১৩২	৭৩৬ নং পূর্ণাগ্রাম এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	২০৫	৪৮৪	৬৮৯	০	৩	৬৯২	
১৩৩	৭৩৬ নং পূর্ণাগ্রাম এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৮৪	৪১৭	৫০১	০	৪	৫০৫	
১৩৪	৮৭৯ নং নিজ বড়বিল এলপি স্কুল	২০৬	৬৫৩	৮৫৯	০	৫	৮৬৪	
১৩৫	৮০১ নং ঘটনাগ্রাম এলপি স্কুল	২৬৪	৩০০	৫৬৪	০	৫	৫৬৯	
১৩৬	নেহরু এইচএস স্কুল (১ নং কক্ষ)	৩৯৯	৪০২	৮০১	০	২৪	৮২৫	
১৩৭	নেহরু এইচএস স্কুল (২ নং কক্ষ)	২৮৯	৪৯৬	৭৮৫	০	১৩	৭৯৮	
১৩৮	নেহরু এইচএস স্কুল (৩ নং কক্ষ)	২৯১	২৩৫	৫২৬	০	১১	৫৩৭	
১৩৯	১০৪ নং তারিণীগঞ্জ মডেল এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৬৩	৫১০	৫৭৩	০	১৩	৫৮৬	
১৪০	১০৪ নং তারিণীগঞ্জ মডেল এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৯৮	৩৯৪	৫৯২	০	১৩	৬০৫	
১৪১	১০৪ নং তারিণীগঞ্জ মডেল এলপি স্কুল (৩ নং কক্ষ)	৭২	৬০৩	৬৭৫	০	১৩	৬৮৮	
১৪২	মৈরাডবাদ এলপি স্কুল	১৫৫	৫২৫	৬৮০	০	১০	৬৯০	
১৪৩	পদ্মকুমারী মেমোরিয়াল এমই স্কুল (১ নং কক্ষ)	৭৮	২৮১	৩৫৯	০	৪	৩৬৩	
১৪৪	পদ্মকুমারী মেমোরিয়াল এমই স্কুল (২ নং কক্ষ)	৪১৮	২৭৩	৬৯১	০	১২	৭০৩	
১৪৫	১০৬ নং কুস্ত সিংহ এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১৫৯	৬১৯	৭৭৮	০	১০	৭৮৮	
১৪৬	১০৬ নং কুস্ত সিংহ এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৬০	৩৭২	৪৩২	০	৭	৪৩৯	
১৪৭	৯৯৪ নং আওয়াং লৈকাই এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	২৪৭	৪১৭	৬৬৪	০	২	৬৬৬	
১৪৮	৯৯৪ নং আওয়াং লৈকাই এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৭২	৪৩৮	৫১০	০	৪	৫১৪	
১৪৯	৭৯০ নং সদম সুখি এলপি স্কুল	৩০	৩৬৫	৩৯৫	০	৩	৩৯৮	
১৫০	শ্রীবার হাইস্কুল	১৪৪	৫৮১	৭২৫	০	১	৭২৬	
ক্রমশঃ								

থাইল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : যৌথ গবেষণা, শিক্ষণ ও ছাত্র বিনিময়, শিক্ষা বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে থাইল্যান্ডের সুরীন্দ্র রাজভাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করল আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। এই সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে শিক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক অ্যাকাডেমিক কর্মসূচি পরিচালনার পথ আরও প্রসারিত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের সুরীন্দ্র রাজভাট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি : সংকট মোকাবিলা এবং সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা উন্নয়ন’ শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের যাঁকে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের যাঁকে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, গবেষক, নীতিনির্ধারণক ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনে যোগ দেন উপাচার্য অধ্যাপক রাজীবমোহন পণ্ড ও বাণিজ্য প্রশাসন বিভাগের



থাইল্যান্ডের সুরীন্দ্র রাজভাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি হাতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীবমোহন পণ্ড ও অধ্যাপক ড. দীপজ্যোতি চৌধুরী।

সহযোগী অধ্যাপক ড. দীপজ্যোতি চৌধুরী। মূল অধিবেশনে উপাচার্য অধ্যাপক পণ্ড ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি : সংকট মোকাবিলা এবং সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা উন্নয়ন’ শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, সীমান্ত অতিক্রমকারী অপরাধ,

অভিবাসনজনিত ঝুঁকি, বহুমাত্রিক প্রশাসনিক জটিলতা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, থাইল্যান্ড-মায়ানমার সীমান্ত এবং ইউরোপের সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উদাহরণ তুলে ধরে

তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পূর্বাভাসভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং আধুনিক ডিজিটাল নজরদারি ব্যবস্থা বর্তমানে সংকট মোকাবিলা ও সীমান্ত সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অন্য এক কারিগরি অধিবেশনে ড. দীপজ্যোতি চৌধুরী ডিজিটাল

যুগে যুদ্ধ ও সংকট মোকাবিলা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধ, তথ্য চুরি, ভুয়ো তথ্য প্রচার, কৃত্রিমভাবে তৈরি বিভ্রান্তিকর ছবি ও ভিডিও এবং প্রযুক্তিনির্ভর বৈশ্বিক সংঘাতের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করেন। একইসঙ্গে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি ব্যবহারের নৈতিক নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

উল্লেখ্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক গবেষণা, শিক্ষণ বিনিময় এবং বৈশ্বিক শিক্ষাগত সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে চলেছে। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ই আশা প্রকাশ করেছে যে, এই সহযোগিতা ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করবে। পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন, যৌথ গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে এনএইচআইডিএল কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ মিশনের

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৯ মে : শ্রীভূমি জেলার ৩৭ নং জাতীয় সড়ক সংস্কারে প্রায় ৫৪ কোটির প্রকল্প গ্রহণ করেছে এনএইচআইডিএল। শীঘ্রই টেন্ডার হলে শহরের এওসি পয়েন্ট থেকে ড্রেন-কালভার্ট সহ পথকে পুরোপুরি সাজিয়ে তোলা হবে। তবে স্থায়ীভাবে কাজ শুরুর আগ পর্যন্ত পথ মেরামতের কাজ করে যাবে এনএইচআইডিএল। গুজুবাব পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেবকে সঙ্গে নিয়ে এনএইচআইডিএলের জিএমের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে একথা জানান রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য মিশনরঞ্জন দাস। তিনি বলেন, জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আর বিলম্ব নয়, গুজুবাব থেকেই শুরু হচ্ছে জাতীয় সড়কের ভগ্ন অংশ সংস্কারের কাজ। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রীভূমি শহরের ৩৭ নং জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার জন্য সাধারণ মানুষেরা চরম অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে সরব হন রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য মিশনরঞ্জন দাস। গুজুবাব পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেবকে সঙ্গে নিয়ে মিশনবাবু শ্রীভূমিত এনএইচআইডিএল কার্যালয়ে ছুটে যান। বিভাগীয় জিএম বিশ্বজিৎ দত্তের মুখোমুখি হয়ে জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার কথা

তুলে ধরেন এবং পথ সংস্কারে কী পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে, তা জানতে চান। এনএইচআইডিএল জেনারেল ম্যানেজার জানান, পোয়ামারা থেকে ফোর লেনের বাইপাস তৈরির কাজ চলছে। সেই বাইপাসের কাজ সম্পন্ন হলে বড় বড় মালবোঝাই লরিগুলো শহরের ভেতর দিয়ে আর যাতায়াত করবে না। ফলে শহরের ভেতর দিয়ে সূতারকাদি পর্যন্ত জাতীয় সড়ক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত মাল বোঝাই লরিগুলো প্রতিদিন যাতায়াতের ফলে এখন সমস্যা বাড়ছে। তবে সাধারণ মানুষের সব অভিযোগের মধ্যেও আশার বাণী শোনান জিএম। বলেন, ৩৭ নং জাতীয় সড়ক স্থায়ী কাজের জন্য প্রায় ৫৪ কোটির প্রস্তাব দিল্মতে প্রেরণ করা হয়েছে। কাজের টেন্ডার হলে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। এওসি

পয়েন্ট থেকে কাজ হবে। ড্রেন-কালভার্ট থাকবে এবং ঢালাই করে রাস্তা তৈরি হবে। জমা জলের সমস্যা যেমন থাকবে না, তেমনি পথের জন্য দুর্ভোগ হবে না বলে জানান বিশ্বজিৎ দত্ত। তবে স্থায়ী কাজ না হওয়া পর্যন্ত পথ মেরামতের কাজ চলবে। মিশনরঞ্জন দাস জানিয়ে দেন, বিলম্ব নয়, গুজুবাব থেকে পথ মেরামতের কাজ আরম্ভ করতে হবে। জিএম সঙ্গে সঙ্গে ফোনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে নির্দেশ দেন কাজ শুরুর। প্রাক্তন সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস জানান, গুজুবাব বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে পথ মেরামতের কাজ। চলতি বছরের আগস্ট থেকেই সম্ভবত স্থায়ী পথ সংস্কারের কাজ শুরু হবে। মোট দশটি কালভার্ট এবং ড্রেন-সহ জাতীয় সড়ক সংস্কারের কাজ হবে বলে জানান মিশন দাস।



সংস্কার ভারতীর ৬ষ্ঠ কলাসাধক সঙ্গম সম্পন্ন হাইলাকান্দিতে



সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৯ মে : সংস্কার ভারতী, দক্ষিণ আসাম প্রান্ত আয়োজিত ষষ্ঠ কলাসাধক সঙ্গম উপলক্ষে হাইলাকান্দি শাখা চর্চা কেন্দ্রে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার। এবার কটিলিছড়া ও হাইলাকান্দি শাখা থেকে বিজয়ী প্রতিযোগীরা জুন মাসে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে কাছাড়, শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি এবং ডিমা হাসাও জেলা নিয়ে গঠিত সংগঠনের দক্ষিণ আসাম প্রান্তের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সম্পন্ন হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান দক্ষিণ আসাম প্রান্তের সম্পাদক বিশ্বতোষ দেব। বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি শাখার প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একথা জানিয়ে বিশ্বতোষবাবু আরও জানান, পরবর্তীতে নৃত্য কর্মশালা, লোকউৎসব এবং প্রয়াগরাজে সংস্কার ভারতীর মাঘমেলায় বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ী প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে বলেও তিনি জানান।

এদিন হাইলাকান্দি শাখার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রান্তীয় উপ-সভাপতি সলিল পুরকায়স্থ, হাইলাকান্দি শাখার সভাপতি পিনাকপাণি ভট্টাচার্য, উপ-সভাপতি সুন্দরা ভট্টাচার্য, সম্পাদক ড. অভিজিৎ মিত্র, সাহিত্য প্রমুখ ড. তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বরূপ শর্মা, প্রান্তীয় বিমর্ষ সহ-সম্পাদক শংকর চৌধুরী ও অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, হাইলাকান্দি শাখার প্রতিযোগিতায় চিত্রাঙ্কন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, তবলা লহরা, একক নৃত্য ও সমবেত লোকনৃত্য-সহ বিভিন্ন বিভাগে বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, গত ২০ মে মিশন রোডের গুরুস্থানম প্লে স্কুলে অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন বিমলেন্দু সিনহা। এছাড়া ২৮ মে ৫১৯ নং দয়াময়ী পাঠশালায় অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সমবেত সঙ্গীত, তবলা লহরা, একক নৃত্য ও সমবেত লোকনৃত্য প্রতিযোগিতাগুলিতে যথাক্রমে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন স্বধা চৌধুরী, সজল বিশ্বাস ও ব্রজেন্দ্র সিনহা। বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে বিশেষ মাত্রা দেয়। একক নৃত্য প্রতিযোগিতার ‘ক’ বিভাগে সর্বাধিক ৪২ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। সমবেত লোকনৃত্য ও সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়ও বিভিন্ন দলের আকর্ষণীয় পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়াও সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, প্রশিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শংকর চৌধুরী ও ড. তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্প ও সৃজনশীল চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এধরনের আয়োজন নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। এদিকে, এদিনই কটিলওছড়া চর্চা কেন্দ্রে অনুরূপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঈদের দিনেই নগাঁওয়ে যুবকের মৃত্যু

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২৯ মে : ঈদের দিনেই নগাঁও শহরের নিকটবর্তী বেঙেনাআটি এলাকায় ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা।

নগাঁও শহরের আমিনপাট্টি এলাকার এক যুবক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসে আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকজন দ্রুত যুবকের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয়

পুলিশকে খবর দেন। পরে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে পুলিশের সহায়তায় যুবককে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। তবে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম রুহুল আলি বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ, অতিরিক্ত নেশাজাতীয় সামগ্রী সেবনের ফলেই এই মর্মান্তিক ঘটনার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বদরপুর দুর্গের ইতিহাসে নতুন আলোর রেখা, আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায় বরাকের কমলদীপ



সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে: ইতিহাসের ধূলামাখা অলিদে লুকিয়ে থাকা বদরপুর দুর্গের অতীতকে নতুন করে তুলে এনে বরাক উপত্যকার মুখ উজ্জ্বল করলেন তরুণ গবেষক কমলদীপ পুরকায়স্থ। তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের পিয়ার রিভিউড গবেষণা পত্রিকা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব নভেল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইজেএনআরডি)-তে। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম ‘আ হিস্টোরিক্যাল স্টাডি অব বদরপুর ফোর্ট : ফ্রম ইসলামিক ইনসেপশন টু ব্রিটিশ এক্সপ্যানশন (চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতক)’। সেখানে বদরপুর দুর্গের দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রাপথ, ইসলামিক শাসনের সূচনা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নানা অধ্যায় এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

ইতিহাসে দুর্গটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহুদলভাবে আলোচিত হয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২৬ সালের মে মাসে, জার্নালের একাদশ খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকেই এই গবেষণার পথে হাঁটা কমলদীপের। বহু পুরনো দলিল, আঞ্চলিক ইতিহাস এবং উপেক্ষিত তথ্যসূত্র ঘেঁটে তিনি বদরপুর দুর্গের এমন এক ইতিহাস সামনে এনেছেন, যা বরাক উপত্যকার অতীতকে নতুন আলোয় দেখার সুযোগ করে দেবে বলেই মনে করছেন শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা। নিজের এই সাফল্য প্রসঙ্গে কমলদীপ জানান, এই স্বীকৃতি তাঁর কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের। তিনি পরিবার, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁদের উৎসাহ ও সমর্থনই তাঁকে গবেষণার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। ভবিষ্যতেও ইতিহাস ও সমাজভিত্তিক গবেষণায় নিজেকে আরও গভীরভাবে যুক্ত রাখতে চান বলেও জানান তিনি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব নভেল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইজেএনআরডি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি গবেষণা পত্রিকা। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক ডাটাবেস-এ সূচিবৃত্ত এই জার্নালের আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল নম্বর ২৪৫৬ ৪১৮৪। বহুমাত্রিক গবেষণাপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ সুনাম রয়েছে। কমলদীপ পুরকায়স্থের এই কৃতিত্বে বরাক উপত্যকার শিক্ষিত সমাজ, গবেষক মহল এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে আশ্বস্তের আবহ তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, তরুণ প্রজন্মের এধরনের গবেষণাই ভবিষ্যতে বরাকের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বৃহত্তর পরিসরে পৌছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ২৯ মে : পূর্ব ধলাইর মণিয়ারখাল জিপির আনন্দখাল আদিবাসী জনকল্যাণ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আগামী রবিবার থেকে আনন্দখাল আদিবাসী জনকল্যাণ ক্লাবের খেলার মাঠে শুরু হচ্ছে তিনদিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার হিসেবে রয়েছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা সঙ্গে ট্রফি। দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ আড়াই হাজার টাকা। সেসঙ্গে ট্রফি। এছাড়া সেমিফাইনালে পরাজিত দু’টি দলকে আকর্ষণীয় ট্রফি প্রদান করা হবে। প্রতিযোগিতায় মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করতে পারবে।

অংশগ্রহণকারী দলকে রবিবার ৩১ মে সকাল ১০টার মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তাহি যে-সব ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক, তাদের আনন্দখাল আদিবাসী জনকল্যাণ ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে। ক্লাবের সভাপতি অশোক কুর্মি এবং সম্পাদক অভিজিৎ মাঝি এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন।

১২০ নং ধলাই বিধানসভা কেন্দ্রের বুথকেন্দ্রিক ফলাফল										
ক্রমিক নং	ভোটিংগ্রন্থ কেন্দ্র	অমিয়কান্তি দাস		প্রবজ্যোতি পুরকায়স্থ	গৌর চন্দ্র দাস	পরিমল দাস	মোট বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	নোটা	সর্বমোট
		বিজোপি	কংগ্রেস	এসইউসিআই						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
২০১	৫৩৪ নং বুরুঙ্গা সান্দ্র কুমার এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	১৪৯	২৭৫	২	০	৪২৬	০	৪	৪৩০	
২০২	নিকামা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ১)	৩৩৪	২১৬	২	১	৫৫৩	০	৪	৫৫৭	
২০৩	নিকামা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ২)	৪৭১	২৪৭	৩	৪	৭২৫	০	৮	৭৩৩	
২০৪	নিকামা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ৬)	২৯৭	৩৫৮	২	২	৬৫৯	০	৭	৬৬৬	
২০৫	নিকামা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ৩)	৫৮৫	২৩০	৪	৩	৮২২	০	৭	৮২৯	
২০৬	নিকামা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ৪)	৩৭৫	১৮৯	১	৩	৫৬৮	০	৭	৫৭৫	
২০৭	নিকামা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (কক্ষ ৫)	২৩৩	৫০২	৩	০	৭৩৮	০	৬	৭৪৪	
২০৮	১৪৯ নং সুন্দরী এলপি স্কুল	৫৫৭	৬৯	৩	০	৬২৯	০	৪	৬৩৩	
২০৯	১৫৬ নং তারাপুর এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৪৩৪	৩৬	১	০	৪৭১	০	১	৪৭২	
২১০	১৫৬ নং তারাপুর এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৩০৪	৬১	১	১	৩৬৭	০	৪	৩৭১	
২১১	ভুবনখাল এমই স্কুল (কক্ষ ১)	৫৭৯	৫৬	২	০	৬৩৭	০	৩	৬৪০	
২১২	ভুবনখাল এমই স্কুল (কক্ষ ২)	১৭৪	৬০৭	৩	০	৭৯৩	০	১৭	৮১০	
২১৩	ভুবনখাল এমই স্কুল (কক্ষ ৩)	৬৩৮	৫৭	১	২	৬৯৮	০	৪	৭০২	
২১৪	ভুবনখাল এমই স্কুল (কক্ষ ৪)	৪৭২	২৪	২	০	৪৯৮	০	৫	৫০৩	
২১৫	১২৮৫ নং গঙ্গানগর মণিপুরি এলপি স্কুল	৪৮৯	১৭৪	৩	০	৬৬৬	০	৪	৬৭০	
২১৬	জনতা এমই স্কুল	৩০০	৪৬৭	৩	০	৭৭০	০	৪	৭৭৪	
২১৭	মণিয়ারখাল গভট এ ক্লাস স্কুল (কক্ষ ১)	৬৬৮	১১৮	৩	৩	৭৯২	০	১৩	৮০৫	
২১৮	মণিয়ারখাল গভট এ ক্লাস স্কুল (কক্ষ ২)	৫৩৪	৯৯	৫	২	৬৪০	০	৯	৬৪৯	
২১৯	মণিয়ারখাল গভট এ ক্লাস স্কুল (কক্ষ ৩)	৪৯৪	১১৭	৪	৩	৬১৮	০	১৬	৬৩৪	
২২০	৯৯৮ নং কল্যাণপুর পাঠশালা (কক্ষ ১)	৪২৯	৭২	১	২	৫০৪	০	৪	৫০৮	
২২১	৯৯৮ নং কল্যাণপুর পাঠশালা (কক্ষ ২)	৪৪০	৪৯	৪	২	৪৯৫	০	৪	৪৯৯	
২২২	৩৭৩ নং বরইবস্তি এলপি স্কুল	৫৬০	৯৪	৪	১	৬৫৯	০	৬	৬৬৫	
২২৩	৭৭১ নং যোড়শীবালা দেব এলপি স্কুল	৫৭১	৭৭	০	০	৬৪৮	০	১১	৬৫৯	
২২৪	১০৮২ নং পাটবাড়ি এলপি স্কুল	৩৩৬	৫৮	০	০	৩৯৪	০	১	৩৯৫	
২২৫	এমকে দে কলেজ	৪২৫	৬৫	৩	১	৪৯৪	০	৭	৫০১	
২২৬	মণিয়ারখাল আপগ্রেড এলপি স্কুল	৪৩৫	৪৮	৩	০	৪৮৬	০	৬	৪৯২	
২২৭	ঈশ্বরচন্দ্র এমই স্কুল	৭৮০	৬৬	৩	২	৮৫১	০	৬	৮৫৭	
২২৮	ভুটাতাংখাল ১৬ নং মডেল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার	৩২৫	২০৫	০	২	৫৩২	০	৫	৫৩৭	
২২৯	৬১৬ নং মিত্তনগর এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৫৩৭	৬৩	৫	২	৬০৭	০	৯	৬১৬	
২৩০	৬০৫ নং আনন্দখাল এলপি স্কুল	২৯৭	৭৯	২	২	৩৮০	০	৩	৩৮৩	
২৩১	৬১৬ নং মিত্তনগর এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	১৪৫	৬০	৩	২	২১০	০	৯	২১৯	
২৩২	১৬৫৭ নং আনন্দখাল এলপি স্কুল	৩৭৩	৬২	৩	৩	৪৪১	০	৫	৪৪৬	
২৩৩	১৩৭৫ নং মেনটাটাল এলপি স্কুল	৪০৭	৩৩৫	৬	২	৭৫০	০	২১	৭৭১	
২৩৪	৩৯০ নং চেকারচাম নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪১	২০৪	০	২	৭৪৭	০	৪	৭৫১	
২৩৫	রামমানিকপুর এমই স্কুল (কক্ষ ১)	৫২২	১৪৪	২	১	৬৬৯	০	৬	৬৭৫	
২৩৬	রামমানিকপুর এমই স্কুল (কক্ষ ২)	৪০৫	২০১	২	১	৬০৯	০	৭	৬১৬	
২৩৭	৫০০ নং মোহনখাল এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৩৯০	৩৯৭	৪	৬	৭৯৭	০	১৩	৮১০	
২৩৮	৫০০ নং মোহনখাল এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	১৪৭	৪২২	২	৪	৫৭৫	০	৯	৫৮৪	
২৩৯	৫০০ নং মোহনখাল এলপি স্কুল (কক্ষ ৩)	৭৭	৫৭৯	২	৪	৬৬২	০	১১	৬৭৩	
	ব্যালট পেপারের প্রাপ্ত ভোট	৫৫৪	১৫২	৬	৩	৭১৫	২৩৩	৯	৯৫৭	
	মোট প্রাপ্ত ভোট	১০০৬৩৪	৬৫১৭২	১০২০	৬১৫	১৬০১৮৯	২৩৩	১৭৪৮	১৬০৪২২	



ঈদুজ্জোহা

হাসনা আরা শেলী



আবার এসেছে দশই জিলহজ ঈদুজ্জোহার দিন, যে দিনটা বিশ্বের মাঝে ত্যাগ মহিমার দিন। সৃষ্টি থেকে ভেগে উঠে সব এসেছে ইমানি আলো, মনের কালিমা মুছে ফেলে দিয়ে, হৃদয়ের দীপ জ্বালো। দীপ্ত হৃদয় সিন্তে আঁখিতে, অন্তরে হও বিনত, দেহ-মন-রহ নিবেদিত হোক, সেজদায় অবনত। আলোকিত ভোরে জাকাত দিও যে, মানুষকে ভালোবেসে 'লাব্বাইক হুয়া লাব্বাইক' সুমধুর ধ্বনি আসে। হিংসার পথ পরিহার করে, মানবতার নিশান হাতে, উদ্ভূত পায়রা শান্তির দূত, চলি মোরা একসাথে।

বিদ্রোহী তুমি নজরুল

অমৃতা মোহান্ত পালিত



কবি, তোমার জন্মদিনে আশায় নবীন সাজে 'ধুমকেতু' আর 'বিদ্রোহী' কবিতা 'অগ্নিবীণা' বাজে। দুঃখ দিনের আলোর প্রদীপ দুখ মিঞা তুমি পুরুলিয়ায় জন্ম নিয়ে ধন্য করলে জন্মভূমি। অদম্য তোমার প্রাণের শক্তি আমাদের প্রাণে জাগায় ভক্তি, গানের সুরে মাতিয়ে জীবন মুগ্ধ করে মন। ভক্তিগীতি, ছড়ায়, লেখায় তুমি অনন্য ফুল জন্মদিনে প্রণাম জানাই বিদ্রোহী নজরুল।



লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

বিভাগীয় সম্পাদক

কিশলয়

সাময়িক প্রসঙ্গ

মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর-২

কিশলয়-র প্রবেশপত্র

কিশলয়-র সভ্য হতে চাই

নাম :
 পিতার নাম :
 মাতার নাম :
 ঠিকানা :
 শ্রেণি :
 বিদ্যালয় :
 শখ :
 জন্মতারিখ :

এই কুপনটি অবশ্যই লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে

শীলা মোহান্ত

সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। কখনও জোরদারভাবে, আবার কখনও ধীরে ধীরে। একেক সময় মনে হচ্ছিল যেন অনেক দূর থেকে একদল সেনা দ্রুত মার্চ করে আসছে। আসতে আসতে কখনও একদিক থেকে অন্যদিকে দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির সঙ্গে রোদও দিচ্ছে। সমীরদের বাড়িতে সকালবেলা ঘর-টর পরিষ্কার করতে যে দিদিটা আসে, সেই মণি দিদি হেসে হেসে বলেছে—

—রোদ দেয় বৃষ্টি দেয়/ শিয়ালের বিয়া অয়।

তার কথা শুনে মা আর বাবাও হাসছিলেন। নানা কথা বলছিলেন সবাই মিলে। কিন্তু, সমীর ভাবছিল অন্য কথা। এগারোই জ্যৈষ্ঠ কাজি নজরুল ইসলামের জন্মদিন। এ বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে তাঁর ১২৭তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। তাদের পাড়ার ক্লাবে বেশ বড় করে নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। তারই জোর প্রস্তুতি চলছে। সমীরকে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামকে নিয়ে কিছু বলবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এজন্য তার বকুল পিসিদের ফ্ল্যাটে যেতে হবে। বকুল পিসি চমৎকার নজরুলগীতি করেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের একরকম নিয়মিত সঙ্গীতশিল্পী। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চও তাঁর ডাক পেড়ে নজরুলগীতি পরিবেশনের জন্য। সমীর জানে, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে নজরুলগীতির প্রতিযোগিতা হলে বকুল পিসিকে বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজি নজরুল সম্পর্কে কত কিছু যে জানেন বকুল পিসি, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।

এসব ভাবনাচিন্তার মাঝে সমীর হঠাৎ শুনেতে পেলো মা বাবাকে বলছেন—

কাজি নজরুল ইসলাম বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন। কিন্তু তাঁর নামের আগে বিদ্রোহী কবি বলে উল্লেখ করা হয় কেন? বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মোড় ঘুরতেই সমীর কান খাড়া করে।

—এ প্রশ্নটা তোমার মতো অনেকেই করে থাকেন। আমাদের মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হলো কোনও কিছুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য যখন আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে তখন সেটাই তার বিশেষ পরিচয় হয়ে ওঠে। সেটা বস্তুর সম্পর্কে যেমন সত্য, বিশেষ বিশেষ মানুষদের ক্ষেত্রে সেটা আরও বিশেষভাবে সত্য। কাজি নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর সাহিত্য, তাঁর সঙ্গীত এক অপরিহার্য চর্চা এবং অনুশীলনের বিষয়। তাঁর বিভিন্ন রচনা বাঙালির জীবনে অনেক অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কবিতাটি হলো 'বিদ্রোহী'। তুমি তো জানো, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল যে দুটি সাহিত্য রচনা করেছিলেন, সেগুলো হলো বিদ্রোহী কবিতা এবং ভাঙ্গার গান।

বাংলা কবিতা এবং গানের জগতে এগুলো এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ভারত তখন পরাধীন ছিল। বাঙালি তরুণদের মনে বিদ্রোহী কবিতা এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। ১৯২২ সালে নজরুলের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশিত

জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা হলো 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োদাস', 'আগমনী', 'খেয়াপারের তরনী', 'কামাল পাশা', 'শাত-ইল-আরব' ইত্যাদি। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'অগ্নিবীণা' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সেই থেকে কাজি নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

বাবা একটু থামতেই মা বলে উঠলেন—

—সত্যি যে বাঙালি সামান্যতম পড়াশোনা করেছে সে-ও বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের নাম জানে। অথচ দেখো বিখ্যাত মানুষটার ছোটবেলা কেটেছে কত দুঃখ-কষ্টে।

বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন—

—আমরা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কত কিছু চিন্তা করি। জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কত চেষ্টাই না করি। কিন্তু দেখো, কাজি নজরুল সেই বারো বছর বয়স থেকে জীবনযুদ্ধের এক সাহসী সৈনিক। আমাদের বাংলা সাহিত্যে কবি এবং সৈনিক বোধহয় একজন-ই। তিনি হলেন আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম।

এমন সময় কলিংবেরের আওয়াজ হলো। তরুমাসি দরজা খুলে দিতেই ছাতা হাতে বিক্রম জেঠু হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন।

—যা বৃষ্টি, সেই মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছে। খামছেই না, এভাবে চললে তো ফ্লাড হয়ে যাবে।

বাবা বলে উঠলেন—

—হয়ে যাবে বলছো কী দাদা, অলরেডি হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে জমা জলের ফ্লাড। রাস্তাঘাট জলে ডুবে এক বিতর্কিচ্ছিরি অবস্থা।

তরুমাসি বিক্রম জেঠুর হাত থেকে ভেজা ছাতাটা নিয়ে বাইরের বারান্দায় মেলে রাখল। তারপর ডাইনিং টেবিলে ফুলকো লুচি আর ঘুগনির বাটি সাজিয়ে দিতে শুরু করল সবার জন্য।

রবিবার সকালটা একটু অন্য স্বাদ নিয়ে আসে। এদিন সবাই বাড়িতে থাকায় সকালবেলার খাওয়া-দাওয়াটাও একটু অন্য রকম হয়। বিক্রম জেঠু প্রায় রবিবার সকালেই সমীরের বাড়ি আসেন। সকালের খাওয়া-দাওয়া তাদের সঙ্গে করেন আর নানা গল্প-গুজবে মাতিয়ে রাখেন।

বেসিনে হাত ধুয়ে লুচির প্লেটে হাত দিয়ে বিক্রম জেঠু সমীরের দিকে চেয়ে খুশি ভরা চোখ নাচিয়ে বললেন—

—কী হে সমীর, দিনকাল কেমন চলছে?

লাজুক হেসে সমীর বলে—

এই তো, ভাল। আপনার কী খবর?

আমিও ভালই আছি। এবার তো তোমাদের পাড়ার ক্লাবে বেশ বড় করেই নজরুল জয়ন্তী পালন করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

—হ্যাঁ জেঠু, আপনি কী করছেন?

আমি? আমি কাজি নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করছি। বাবা আর মা দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন—

আপনি আসার একটু আগে আমরা এই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। ধুমায়িত গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিক্রম জেঠু বললেন—

—বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের কথা যত ভাবি ততই যেন অবাক লাগে। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বাংলা, ইংরেজি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুকলিয়া গ্রামে এক বাঙালি মুসলমান পরিবারে নজরুল



ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া ব্লকে অবস্থিত চুকলিয়া গ্রামের কাজি আমিন উল্লাহ-র পুত্র কাজি ফকির আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন নজরুল ইসলাম।

নজরুলের পিতা ফকির আহমদ ছিলেন ওই গ্রামেরই মসজিদের ইমাম এবং মাজারের খাদেম। নজরুলের অন্য ভাইবোনেরা হলেন বোন কাজি সাহেবজান, উম্মে কুলসুম এবং ভাই কাজি আলি হোসেন।

নজরুলের ডাকনাম ছিল দুখু মিষ্টা। ছোটবেলা তিনি মসজিদ পরিচালিত মুসলিমদের ধর্মীয় স্কুল মক্তবে কোরান, ইসলাম ধর্মদর্শন, এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯০৮ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সে-সময় নজরুলের বয়স মাত্র ৯ বছর। পিতার মৃত্যুর পর পরিবারে অভাব-অনটনের জন্য তাঁকে পড়াশোনা বাদ দিয়ে মাত্র দশ বছর বয়সেই উপার্জন শুরু করতে হয়। এ সময় নজরুল যে মক্তবে নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। সেসঙ্গে হাজি পালোয়ানের কবরের সেবক এবং মসজিদের আজানদাতা অর্থাৎ মোয়াজ্জিনের কাজও শুরু করেন। এসব কাজের মাধ্যমে অল্প বয়সেই কাজি নজরুল ইসলাম ধর্মের নিয়মনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখনীতেই কবিতা এবং গল্প-কাহিনীতে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এক কথায় বলা যায়, কাজি নজরুলই বাংলা সাহিত্যে ইসলামি চেতনার চর্চা শুরু করেছিলেন।

অবশ্য মসজিদ, মক্তব এবং মাজারের কাজে খুব বেশি দিন তিনি যুক্ত ছিলেন না। কাজি নজরুল লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান এবং নৃত্যের মিশ্র চর্চার ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল, যাকে বলা হয় লেটোর সম্পদ।

সমীরের মনে আশা, যদি বিক্রম জেঠু বলেন, তিনি এগুলো শুধুই তাদের সামনে বলেছেন, অন্য কোথাও বলবেন না। তা হলে সে এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই তার বক্তব্য সাজিয়ে তুলতে পারবে। কারণ, বিক্রম জেঠু কাজি নজরুল সম্পর্কে বলা শুরু করতেই সে তার টেপ রেকর্ডার চালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু না, বিক্রম জেঠু হাসি মুখে বললেন—

দল, তাতে যোগ দেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই লেটোর দলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কিশোর নজরুলের অভিজ্ঞতার বুলি দিনে দিনে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

সমীর অবাক হয়ে বিক্রম জেঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তিনি একটু থামতেই সে অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল—

—এত কিছু আপনার মনে আছে জেঠু!

হাসি মুখে বিক্রম জেঠু বললেন—

—মনে তো রাখতেই হবে।

তোমরা তো জানো যে, কোনও জাতি বা ভাষাগোষ্ঠী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তার-সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। আমাদের বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছে আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ। কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে, নানা আঙ্গিকে তাঁরা একের পর এক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সমৃদ্ধ করে তুলেছেন আমাদের ভাষাজননীর সম্পদ।

আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বিশ্বকবি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে সমগ্র বিশ্বের কাছে বাংলা ভাষার মান লক্ষ ওণ বৃদ্ধি করেছেন। তোমরা তো জানো, বিদ্রোহী কবি নজরুলকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ভালবাসতেন।

সমীর গভীর স্বরে বলল—

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি কোথাও কোনও নিল অনুষ্ঠানে এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরবেন।

সমীরের মনে আশা, যদি বিক্রম জেঠু বলেন, তিনি এগুলো শুধুই তাদের সামনে বলেছেন, অন্য কোথাও বলবেন না। তা হলে সে এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই তার বক্তব্য সাজিয়ে তুলতে পারবে। কারণ, বিক্রম জেঠু কাজি নজরুল সম্পর্কে বলা শুরু করতেই সে তার টেপ রেকর্ডার চালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু না, বিক্রম জেঠু হাসি মুখে বললেন—

—হ্যাঁ আরে বাবা, একটা অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী কবিকে নিয়ে দু'-চার কথা বলতেও হবে। তারই একটা মহড়া দিয়ে নিলাম তোমাদের সামনে।

মা কণ্ঠে সন্তুষ্টি নিয়ে বললেন—

—ভাল বলেছেন দাদা। তবে আরও কিছু যোগ করবেন নিশ্চয়। বাবা তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—

—তা তো করতেই হবে।

বিদ্রোহী কবিকে নিয়ে কথা তো এতো সহজে ফুরাবে না। কী বৈচিত্র্যময় জীবন। মসজিদে কাজ, লেটোর দলে যোগ দেওয়া, সেনাদলে ভর্তি হওয়া, আবার হিজ মাস্টার্স ভয়েসে গানের কথা, সুরারোপ করা! অতি সাধারণ জীবনের একটি বালক কীভাবে সহায়-সম্বলহীনভাবে জীবন শুরু করে হয়ে উঠল এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। সত্যি যতই ভাবা যায় ততই অবাক লাগে।

তাঁদের মধ্যে কাজি নজরুল ইসলামকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতেই থাকে। আর সমীর মনে মনে ভাবতে থাকে কাজি নজরুল ইসলামের কোন্ দিকটা নিয়ে কিছু কথা বললে তাঁর বক্তব্য সবর ভালো লাগবে।

অনেকক্ষণ হলো বিক্রম জেঠু চলে গেছেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। আনমনাভাবে খাওয়া-দাওয়া করল। দুপুরে একটু শুয়েও নিল সমীর। কিন্তু তার মনে নজরুলকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে পড়ল কাজি নজরুলের বিশাল গানের ভাণ্ডার নিয়ে কিছু কথা তো বলা যেতেই পারে। আর এজন্য বকুল পিসি হলেন একজন সঠিক মানুষ।

চার হাজারের বেশি গান লিখেছেন কাজি নজরুল ইসলাম। বিচিত্র সব সুর, বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে সে-সব গান নিজেই তৈরি করেছেন তিনি, যা

আজ নজরুলগীতি নামে দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। বিশ্বের যে দেশেই বাঙালি গিয়েছে সে-দেশেই রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন গাওয়া হয়েছে তেমনই নজরুলগীতিও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

সমীর জানে, ১৯০৮ সালে কাজি নজরুল আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। সেখানে হারামণি, নবরাগ মালিকা এবং গীতি বিচিত্রা— এই তিনটি অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে অনেক গান লিখতে হতো। কলকাতা বেতারকেন্দ্রে হারামণি অনুষ্ঠানটি প্রতি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো। সেখানে তিনি অপেক্ষাকৃতভাবে কম প্রচলিত বিলুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণি নিয়ে গান পরিবেশন করতেন।

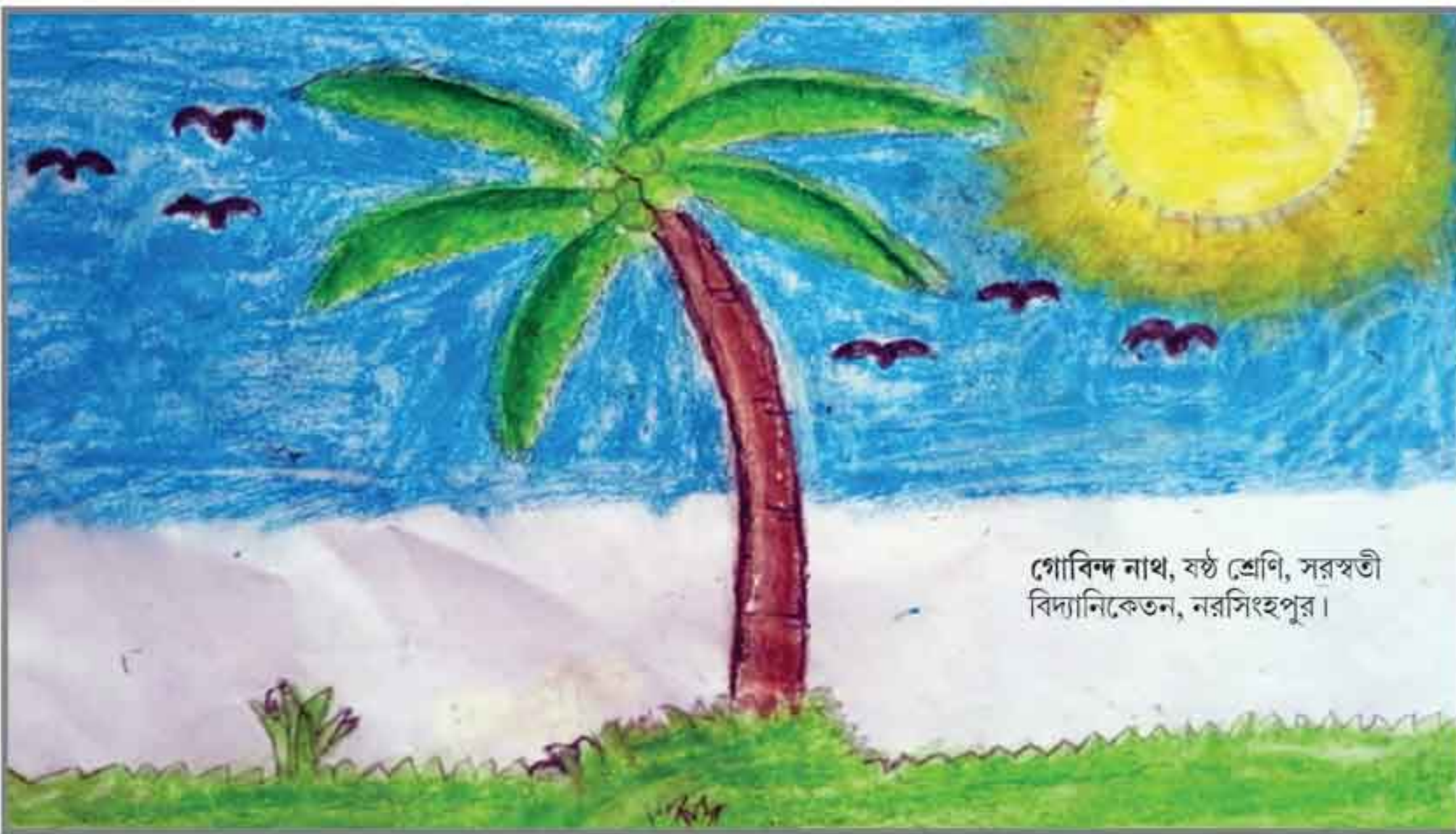
বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি কোনও একটি লুপ্তপ্রায় রাগের পরিচিতি দিয়ে সেই রাগের সুরে তাঁর নিজের লেখা নতুন গান পরিবেশন করতেন। এজন্য কাজি নজরুল নবাব আলি চৌধুরীর 'ম আরিফুন নাগমাত' এবং ফার্সি ভাষায় রচিত আমির খসরুর বিভিন্ন বই পড়তেন। এগুলোর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন ধরনের রাগ আয়ত্ত করতেন। এ জাতীয় হারানো রাগের ওপর তিনি চল্লিশটির বেশি গান লিখেছেন। কাজি নজরুল এসব গান কিন্তু গুছিয়ে রাখেননি। টুকরো কাগজে রচিত এসব প্রায় হারিয়েই যেত, যদি না 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জগৎ ঘটক একটা মোটা বাঁধানো খাতায় এগুলোকে স্বরলিপি-সহ সংরক্ষণ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হঠাৎ এই খাতাটি হারিয়ে যায়। জগৎ ঘটক সে-সময়কার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে নজরুলই একমাত্র গীতিকার, যিনি প্রায় সব বিষয় নিয়েই গান লিখেছেন। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা আট হাজারেরও বেশি, কিন্তু এর বেশিরভাগই সংরক্ষণ করা যায়নি। এমন অনেক গান আছে, যা নজরুলের রচিত হলেও অন্য কাহাও নামে চলা যাচ্ছে। এসব ভাবনার মাঝে সমীর তৈরি হয়ে বকুল পিসির ফ্ল্যাটের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। বাইরে বেরোতেই তাঁর কানে বাজে নজরুলের সেই উদ্দীপনাময় গান—

'চল-চল-চল/উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,/নিম্নে উল্লা ধরণী তল,/অরুণ প্রান্তরে তরুণ দল—/চল রে—চল রে চল।'

সমবেত কণ্ঠে কারা জানি গাইছে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ সমীরের মনে হলো, কাজি নজরুল ইসলাম হাত পারেন বিদ্রোহী কবি, কিন্তু গানের কথায়, ভাবনার বিস্তৃতিতে তিনি অনন্য এক কবি।

কথাটা বুকের ভেতর জেগে উঠতেই নজরুলের সেই গানটা তাঁর চিন্তকে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়— 'জয় হোক জয় হোক/শান্তির জয় হোক, সামার জয় হোক,/সত্যের জয় হোক জয় হোক।/সর্ব অকলাপ পীড়ন অপাহিত।/সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও স্রাস্তি,/হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক, জয় হোক জয় হোক।/দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক/দুঃখ দৈন্য প্লানি বিদ্রোহ অহতুঃ, মৃত্যু বিজয়ী হোক অমৃত লভুক—/ভয় তাঁর দুর্বল নির্ভয় হোক।/রবে না এ শৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার/বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,/পার হবে বাধার গিরি মরু পারাবার—/নির্ঘাতিত ধরা মধুর, সুন্দর প্রেমময় হোক / জয় হোক জয় হোক...'



গোবিন্দ নাথ, ষষ্ঠ শ্রেণি, সরস্বতী বিদ্যালয়, নরসিংপুর।



হবিতা শর্মা, ষষ্ঠ শ্রেণি, মঙ্গল বিদ্যালয়, দ্বীপুনি।

বিশ্বকাপ টিকিটের চড়া দাম নিয়ে তদন্ত শুরু আমেরিকার আদালতে

নিউইয়র্ক, ২৯ মে : বিশ্বকাপ শুরুর আগ্র মাত্র ১৩ দিন বাকি। আমেরিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা মেগা আসরকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। এই আবেহই টিকিট বিক্রি নিয়ে বড় আইনি জটিলতায় পড়েছে ফিফা। টিকিটের অতিরিক্ত দাম নিয়ে আমেরিকার আদালত তদন্ত শুরু করেছে ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার বিরুদ্ধে। যার জেরে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই প্রবল চাপে ফিফা।

বুধবার নিউ ইয়র্কের আর্টনি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং নিউ জার্সির আর্টনি জেনারেল জিনফার ডাভেনপোর্ট যৌথভাবে ঘোষণা করেন, ফিফার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সির প্রশাসনের তরফে মৌলিহফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা ম্যাচগুলির টিকিট বিক্রির পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই স্টেডিয়ামেই আগামী ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ ফাইনাল।

জানা গিয়েছে, তদন্তের অংশ

হিসাবে ফিফাকে ইতিমধ্যেই সমন পাঠানো হয়েছে। সমনের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছে, কীভাবে আর্টনি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছে, কীভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে বা ক্রেতাদের জানানো হয়েছে এবং আসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে কী নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে? এই বিতর্কের মূল অভিযোগ দুটি। প্রথমত, টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি। ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিলের মধ্যে ১০৪টি ম্যাচের মধ্যে ৯০টিরও বেশি ম্যাচের টিকিটের দাম গড়ে ৩৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফাইনালের একটি টিকিটের দাম বর্তমানে প্রায় ৩২,৯৭০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। তদন্ত ঘোষণার আগে সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ছিল ৬, ৭৩০ ডলার।

দ্বিতীয়ত, আসন বরাদ্দ নিয়ে অভিযোগ। বহু দর্শকের দাবি, তারা যে আসনের জন্য টাকা দিয়েছিলেন, বাস্তবে তাঁরা অন্য আসন পেয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, টিকিট কেনার সময়



প্রদর্শিত আসন মানচিত্র ছিল 'অস্পষ্ট' এবং 'বিশ্বাস্য'। এই ইস্যু নতুন নয়। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরেই বিভিন্ন

প্রতি এক বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা। সনালোচনার মুখে ফিফা ৬০ ডলারের স্বল্পমূল্যের টিকিট চালু করলেও, সেই টিকিটের সংখ্যা ছিল সীমিত এবং খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো 'ডায়নামিক প্রাইসিং' পদ্ধতি চালু করেছে ফিফা, যেখানে চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম রিয়েল টাইমে পরিবর্তিত হয়। যদিও আমেরিকার ক্রীড়া ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত, তবুও বিশ্বকাপে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতিতে 'যাঁরা অপেক্ষা করেছেন, তাঁদেরই বেশি মূল্য দিতে হয়েছে', ফলে সাধারণ দর্শকদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বিশ্বকাপের মতো বড় আসর। আদালত দাবি করেছে, দর্শকদের থেকে যে দাম নেওয়া হয়েছে তা অবিচারের শামিল। সেই কারণেই দর্শকদের পাশে দাঁড়িয়ে ফিফার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু আমেরিকার আদালতের।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে নতুন দুই মুখ

জরবান, ২৯ মে : দুই নতুন মুখ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দল ঘোষণা। ২০১০ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপের দলে ডাক পেয়েছেন নতুন দুই মুখ ডিফেন্ডার অলগুয়েথু মাখানিয়া ও ব্র্যাডলি ক্রুস। আর দলটিতে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে বড় শিরোপা জেতা দুই ক্লাব মামেলোদি সানডাউনস ও অরল্যান্ডো পাইরেটসের ফুটবলাররা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে সানডাউনস ও পাইরেটস দুই ক্লাব থেকেই জায়গা পেয়েছেন আর্টজন কেরে খেলোয়াড়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দল :
গোলরক্ষক : সিম্ফে চেষ্টেনে (অরল্যান্ডো পাইরেটস), রিকার্ডো সাস (সিওয়েলেলে), রনওয়েন উইলিয়ামস (মামেলোদি সানডাউনস)।

ডিফেন্ডার : অলি মোদিবা, খুলিসো মুপাউ, খুলুমনি এনদামানো (সেবাই সানডাউনসের), কামোগেলো (সেবাইলেবেলে), এনকোসিনাথি সিবিদি (দুজনি পাইরেটস), ব্র্যাডলি ক্রুস (কাজিহার চিফস), সামুকেলে কার্বিনি (মামেলোদি/নরওয়ে), অলগুয়েথু মাখানিয়া (ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন/যুক্তরাষ্ট্র), থাবাং মালুদুদি (পোলোকওয়ানে সিটি), এমবেকেজেজি এমবোকাভি (শিকারগো ফায়ার/যুক্তরাষ্ট্র), ইমে ওকন (হ্যানোভার/জার্মানি)।

মিডফিল্ডার : অসউইন অ্যাপোলিস, থালেতে এমখাথা, রেলোবাহিলে মোফোকেং (সেবাই পাইরেটস), জেডেন অ্যাডামস, তেবোহো মোকোয়েনা, খেখা জোয়ানে (সেবাই সানডাউনস), স্পেহেফেলো সিথালে (তোনলো/পার্তুগাল)।

ফরোয়ার্ড : এভিডেলস মাকগোপা, ফোপাং মোরেনি (দুজনি পাইরেটস), লোপা কুস্তার (বানলি/ইংল্যান্ড), থাপেলো মাসেকো (এইইএল লিমাসল/সাইথ্রাস), ইফরাম রেইনার্স (সানডাউনস)।

দক্ষিণ আফ্রিকা এর আগে তিনবার বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলেছে। ১৯৯৮ সালে প্রথমবার অংশ নেওয়ার পর তারা আবার ২০০২ সালে যোগ্যতা অর্জন করে এবং ২০১০ সালে নিজদের মাটিতে টুর্নামেন্ট আয়োজনও করে। তবে প্রতিবারই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের।

বিশ্বকাপের জন্য বিয়ে স্থগিত

ওয়েলিংটন, ২৯ মে : ফুটবল বিশ্বকাপের দলে ডাক পাওয়া যেকোনো খেলোয়াড়ের জন্যই আজীবন লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের কাছে কখনো কখনো ব্যক্তিগত জীবনের বড় পরিকল্পনাও হার মানে। টিক এমনটাই ঘটেছে নিউজিল্যান্ডের গোলরক্ষক মাইকেল উডের ক্ষেত্রে। আসন্ন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়ার নিজের আগে থেকে নির্ধারিত বিয়ের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করেছেন তিনি। ২৭ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক এক বছর আগে বাগদত্তা জামা রেন্টনের সঙ্গে আটটি বালন করেছিলেন। উড শুরুতে ভেবেছিলেন, জাতীয় দলের মূল পরিকল্পনায় হয়তো তার জায়গা হবে না। তাই বিশ্বকাপ চলাকালে বিয়ের তারিখ ঠিক করেছিলেন তিনি। তবে সব জল্পনা উড়িয়ে নিউজিল্যান্ডের ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াডে তৃতীয় গোলরক্ষক হিসেবে জায়গা করে নেন তিনি।

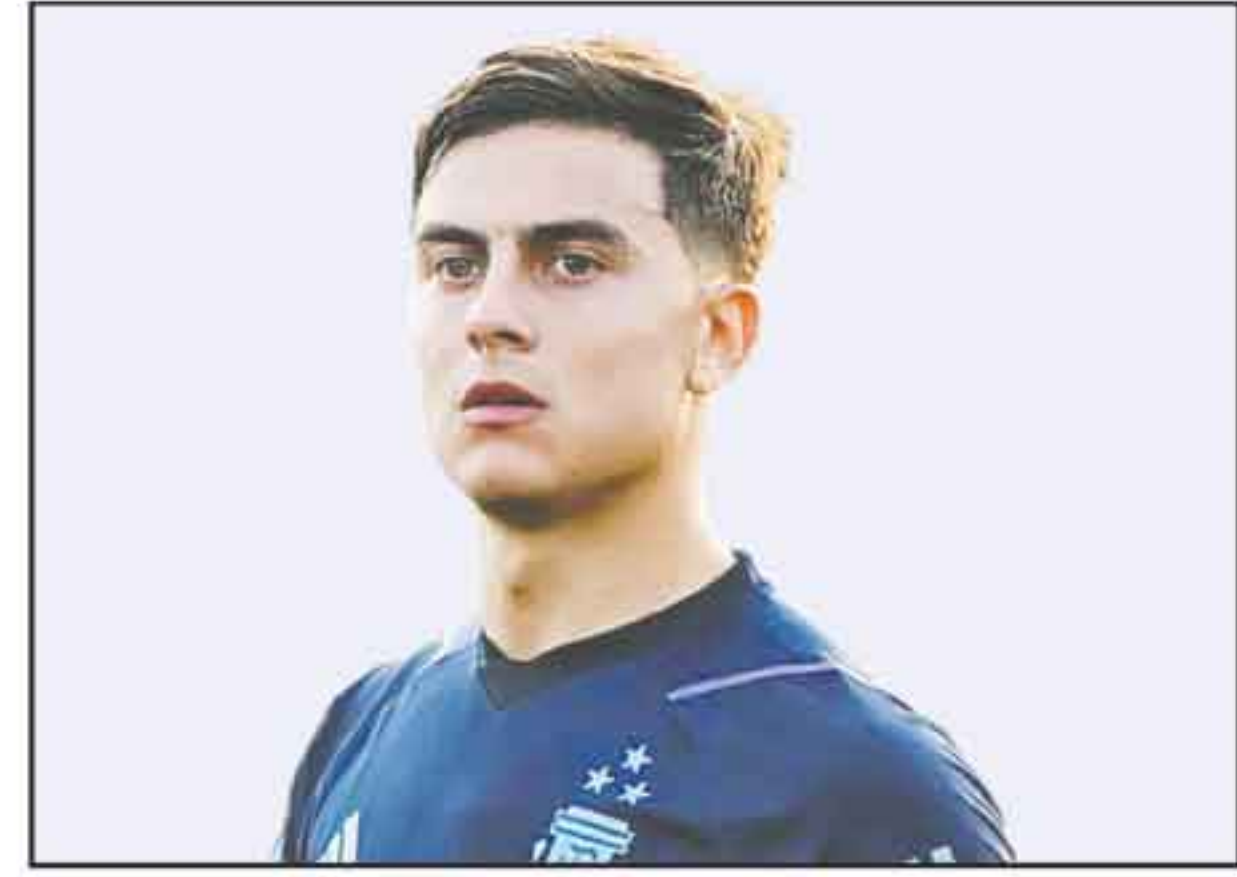
স্কোয়াডের বাইরে দিবালা, যা বললেন স্কালোলোনি

বুয়েনস আয়ারস, ২৯ মে : শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করতে ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াড চূড়ান্ত করার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোলোনি। ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী দলের বেশ কয়েকজন সদস্য ইতোমধ্যেই এই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম পাওলো দিবালা। প্রাথমিক দলেই কেন এই তারকার ফরোয়ার্ডে জায়গা হয়নি তা নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন আলবিসেলোস্টা কোচ।

গত ১১ মে চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দলের লড়াইয়ে থাকা ৫৫ জন খেলোয়াড়ের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেন স্কালোলোনি। তবে সেখানে সবচেয়ে বড় চমক ছিল পাওলো দিবালার অনুপস্থিতি।

এসব রোমাঁর হয়ে মরসুমের শেষভাগটা দুর্দান্ত কাটানোর পরও বর্ধিত এই দলেও তার জায়গা না



হচ্ছে জাতীয় দলের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের দূরত্ব। সর্বশেষ আর্জেন্টিনার জার্সি জড়িয়েছিলেন ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, যেখানে চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ

হচ্ছে জাতীয় দলের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের দূরত্ব। সর্বশেষ আর্জেন্টিনার জার্সি জড়িয়েছিলেন ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, যেখানে চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপের 'সবচেয়ে কম পরিচিত' ফুটবলার 'পিএম-র চেয়েও বেশি জনপ্রিয়'!

ওয়েলিংটন, ২৯ মে : আসন্ন বিশ্বকাপের দলগুলোর মধ্যে রায়ক্ষিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডের রক্ষণভাগের এক 'অখ্যাত' ফুটবলার হলেন টিম পেনেন। একজন ফুটবলার হিসেবে সামাজিক মাধ্যমে তার অনুসারীর সংখ্যা সামান্যই বলা চলে- তবে সেটা কিছুদিন আগের কথা। আর্জেন্টাইন ইনফ্লুয়েন্সারের এক প্রচারে ওই ডিফেন্ডার এখন বিখ্যাতদের একজন, অন্তত ইনস্টাগ্রামে তো বটেই।

ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকে সুপরিচিত ভালেন স্কারসিনি নামের এই ইনফ্লুয়েন্সার, যিনি মূলত এল্সকার্সো নামে বেশি

স্কারসিনিকে দেওয়া এক বার্তায় পেনেন লিখেছেন, 'অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কেন আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এত হিট হচ্ছে এবং তখনই তোমার পোস্টটি দেখতে পাই।'

এর কয়েক দিনের মধ্যে পেনেনের ইনস্টাগ্রাম আকাউন্টের ফলোয়ার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চার হাজার ৭১৫ থেকে বেড়ে ছয় লাখ ৬০ হাজার হয়ে গেছে, যা নিউজিল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুপ্তনের চেয়েও বেশি।

কেবল তাই নাই, অল ব্র্যাকস রাগবি তারকা অর্ডি সাভেয়া ও স্বয়ং স্কারসিনির চেয়ে বেশি এখন পেনেনের ফলোয়ার।

ইরানের ফুটবলারদের এখনও ভিসা দেয়নি আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৯ মে : আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ইরানকে গ্রুপের সব ম্যাচ খেলতে হবে আমেরিকার মাটিতে। অথচ ইরানের কোনও ফুটবলার বা সাপোর্ট স্টাফের ভিসা আবেদন মঞ্জুর করেনি আমেরিকা। ফলে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ কানাডার ভিসার জন্যও আবেদন করেছে ইরান।

ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির আগেই মেক্সিকোয় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ইরান। তুরস্ক শিবির শেষ হলে মেক্সিকোয় যাওয়ার কথা দলের। সেখান থেকেই আমেরিকায় যাতায়াত করে বিশ্বকাপের গ্রুপের ম্যাচগুলি খেলবে ইরান। তুরস্ক থেকেই আমেরিকার ভিসার জন্য আবেদন করা হয়েছে। তবে এখনও ইরানের কোনও ফুটবলার বা সাপোর্ট স্টাফের ভিসা আবেদন মঞ্জুর করেনি আমেরিকা। যা নিয়ে কিছুটা অসন্তুষ্ট ইরানের ফুটবল কর্তারা।

ইরানের জাতীয় ফুটবল দলের মুখপাত্র আবুলফজল বলেছেন, 'আমেরিকায় একাধিকবার প্রবেশ করা যাবে, এমন ভিসা চাওয়া হয়েছে। কারণ ইরানের ফুটবলারের মেক্সিকোয় থাকবে। সেখান থেকে আমেরিকায় খেলতে যাবে। এ জন্য বার বার তাদের আমেরিকায় ঢুকতে হবে এবং বেরোতে হবে।' ইরানের ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, তুরস্কের



শিবির থেকেই কয়েক জন ফুটবলার সাপোর্ট স্টাফ ভিসার জন্য সাক্ষাৎকার দিয়ে এসেছেন। যাঁরা আগে আবেদন করতে পারেননি, তাঁরা সকলে আবেদন করেছেন তুরস্ক থেকেই।

আমেরিকার আচরণে ক্ষুব্ধ আবুলফজল আরও বলেছেন, 'আমরা জানি না আমেরিকা আমাদের ফুটবলারদের ভিসা দেবে কিনা। এটুকু বলতে পারি আমরা বিশ্বকাপে বাকিদের মতো সামান্য সুযোগ পাচ্ছি না। আমাদের দলের জন্য যে রকম

প্রস্তুতির কথা ভাবা হয়েছিল, সেটাও করা যায়নি।' আমেরিকার ভিসা নিয়ে জটিলতার মধ্যেই কানাডার ভিসার জন্য আবেদন জানিয়েছে ইরান। যদিও তাদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি খেলতে হবে আমেরিকার মাটিতেই। তা হলে কেন কানাডার ভিসার আবেদন করা হল? ইরানের এক ফুটবল কর্তা জানিয়েছেন, দল দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলে কানাডায় খেলতে যেতে হতে পারে। তাই সে দেশের ভিসার আবেদনও করা হয়েছে।

১০ নম্বর জার্সির রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন মেসি

বুয়েনস আয়ারস, ২৯ মে : আসন্ন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোলোনি ঘোষণা করেছেন চূড়ান্ত স্কোয়াড। একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে খেলোয়াড়দের জার্সি নম্বরও। দলটির অধিনায়ক ও তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি এবারও নিজের পরিচিত ১০ নম্বর জার্সিতেই মাঠে নামবেন। বিশ্বকাপে মেসি প্রথম ১০ নম্বর জার্সি গায়ে তোলেন ২০১০ সালে। এরপর ২০১৪ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপে এই জার্সি পরেই আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে পৌঁছে দেন তিনি। ২০১৮ এবং ২০২২ বিশ্বকাপেও ১০ নম্বর জার্সিতে খেলেন মেসি। বিশেষ করে ২০২২ সালে তার নেতৃত্বেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করে আর্জেন্টিনা। এবারের বিশ্বকাপে ১০ নম্বর জার্সি পরে নতুন একটি রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন মেসি। আর্জেন্টিনার ইতিহাসে কোনও ফুটবলার এতবার বিশ্বকাপে ১০ নম্বর জার্সি পরেননি। কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা চারটি বিশ্বকাপে এই ঐতিহাসিক জার্সি পরে খেলেছিলেন, যেখানে মেসির এটি পঞ্চম। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, আর্জেন্টিনা দলের ১ নম্বর জার্সি পরবেন গোলরক্ষক হ্যানু মুসো। ২ নম্বর রয়েছে লিওনার্দো বালোদি এবং ৩ নম্বর জার্সি পেয়েছেন নিকোলাস তাগলিয়াফিকা। ৪ নম্বর জার্সিতে খেলবেন গনসালো মন্তিয়েল, আর ৫ নম্বর থাকছেন লিয়ান্দ্রো পারোসেস। ৬ নম্বর জার্সি পরবেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ এবং ৭ নম্বর থাকবেন রদ্রিগো ডি পল। ৮ নম্বর জার্সি দেওয়া হয়েছে ভ্যালেন্টিন বার্কোকে, ৯ নম্বর খেলবেন হলিয়ান আলভারেজ এবং ১০ নম্বর থাকছেন লিওনেল মেসি।

২০২৬ বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্ব : জমে উঠবে গুরু থেকেই

জুরিখ, ২৯ মে : তুরস্ক বনাম আমেরিকা: স্বাগতিক চাপ বনাম উদীয়মান তুর্কি প্রজন্মের পরীক্ষা। তুরস্ক বনাম আমেরিকা গ্রুপ পর্বের এমন এক ম্যাচ, যেখানে আকাঙ্ক্ষা, চাপ এবং কৌশলগত বোঝাপড়া একসঙ্গে মিলেমিশে তৈরি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠে। একদিকে উদীয়মান ও আত্মবিশ্বাসী তুর্কি প্রজন্ম, অন্যদিকে স্বাগতিক হিসেবে খেলায় নিজদের ছন্দ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে আমেরিকা। তুরস্ক সাম্প্রতিক সময়ে তুরগু ও ফর্মে থাকা খেলোয়াড়দের নিয়ে নতুন এক সম্ভাবনার দল হিসেবে বিশ্বকাপে এসেছে। আক্রমণাত্মক মানসিকতা, দ্রুত গতি এবং ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর নির্ভর করে তারা প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে চায়। বড় ম্যাচে নিজদের প্রমাণ করার ক্ষমতা তাদের বাড়তি শক্তি। অন্যদিকে আমেরিকা ঘরের মাঠের সুবিধা ও সমর্থকদের চাপকে শক্তিতে রূপ দিতে চাইবে। ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণ, বল দখল এবং আক্রমণের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা, এই তিনটি দিকেই তারা গুরুত্ব দিতে চাইবে। স্বাগতিক হিসেবে ঘরের মাঠে নিজদের সমর্থকদের সামনে প্রত্যাশার চাপ সামালানোও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই ম্যাচে মূল লড়াইটা হবে ছন্দ ও মানসিক দৃঢ়তার। কে ম্যাচের গতি নির্ধারণ করবে, কে চাপের মুহূর্তে বেশি স্থির থাকতে পারবে এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তে কে এগিয়ে থাকবে, সেই দিকেই নির্ধারিত হবে ফলাফলের ভাগ্য।

রোনাল্ডো না, আসন্ন বিশ্বকাপে সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার সোরিসা



রজার মিল্লার ঐতিহাসিক রেকর্ড ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের হয়ে খেলেছিলেন মিল্লা। তখন তার বয়সও ছিল ৪২। এখনও পর্যন্ত তিনিই বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক আউটফিল্ড ফুটবলার। সেই

বিশ্বকাপের বুড়োরা

জুরিখ, ২৯ মে : আর ১৪ দিন পরেই পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের উত্তর আমেরিকা আসরের। এবার থাকল বয়সের ভারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বৈশ্বিক আসরে লড়াইকরদের কথা। সবচেয়ে বেশি বয়সে বিশ্বকাপ খেলার কীর্তি এসাম এল হাদারির। ২০১৮ সালের রাশিয়া আসরে ৪৫ বছর ১৬১ দিন বয়সে মিশরের হয়ে সৌদি আরবের বিপক্ষে মাঠে নামে রেকর্ডটি গড়েন তিনি।

থলেছিলেন এই গোলকিপার। তখন তার বয়স ছিল ৪৫ বছর ১৬১ দিন। চোট সারিয়ে উঠলে আসন্ন বিশ্বকাপে দেখা যেতে পারে স্কটল্যান্ডের ৪৩ বছর বয়সী গোলকিপার ক্রেগ গার্ডনকে। ২০০৪ সালে কাতারের লিগে খেলতে আসেন সোরিয়া। পরে কাতারের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। তবে ২০১৭ সালের পরে তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার কার্যত শেষ বলেই মনে করা হচ্ছিল। ২০২২ বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাননি তিনি। তবে ২০২৫ সালের গত অক্টোবরে ফের জাতীয় দলে ডাক পান এবং বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচেও খেলেন। আসন্ন বিশ্বকাপে কাতার রয়েছে ক্যানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সঙ্গে একই গ্রুপে। ১৩ জুন সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে তারা।

'হাই ডাম' নামে পরিচিত এই গোলরক্ষক ফাহাদ আল-মুরালাদের একটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখেন। এই তালিকায় পরের দুটি স্থানে আছেন কলম্বিয়ার গোলরক্ষক ফারিদ মনদ্রাগন (৪৩ বছর ১৩ দিন) ও ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার রজার মিল্লা (৪২ বছর ৩৯ দিন)। বিশ্বকাপে আউটফিল্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে খেলার রেকর্ডটি এই মিলার।

আইপিএল ফাইনালে গুজরাট

তিরু, ২৯ মে : লক্ষা ছিল ২১৫ রানে। কিন্তু ‘উত্তর আধুনিক’ টি-টোয়েন্টির যুগে এই রান আর ততটা ‘বড়’ নয়। মুলানপুরের পিসিএ স্টেডিয়ামে তারই প্রমাণ মিলল। অনায়াসেই সেই লক্ষা টপকে গেল গুজরাট টাইগন্স। দলের ৭ উইকেটে জয়ে মুখ্য ভূমিকা নিলেন অধিনায়ক শুভমন গিল, তাঁর দুরন্ত সেঞ্চুরির সোজন্যে। ফলে রবিবারের আইপিএল ফাইনালে হাইড্রোজেন লড়াই। ‘কিং’ বনাম ‘প্রিন্স’-র বহুল প্রতীক্ষিত দ্বৈন্দ্ব। ২১৬ রানের জন্মকে দুরন্ত শুরু করে গুজরাটের দুই ওপেনার শুভমন গিল এবং সাই সুদর্শন। তাঁদের জুটিতেই ওঠে ১৬৭ রান। শেষ ব্যাট ৩ উইকেট হারিয়ে ৮ বল বাকি থাকতে জয়ের রান পেরিয়ে যায় গুজরাট। গিল করেন ১০৪ রান। বয়স মাত্র ১৫। যে ব্যাসে অধিকাংশ কিশোর অভিভাবকের মত-ছায়ায় বড় হয়ে ওঠে, ঠিক সেই ব্যাসেই নিজের প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাসে গোটা বিশ্বকে চমকে দিচ্ছে। গত মা্যে

সেঞ্চুরি ফেলে এসেছিল। গোটা মাঠ দেখছিল ‘রেবি বসে’র কাহা। এবারও যেন তার পুনরাবৃত্তি। সেঞ্চুরিটা মুলানপুরের সেই ফেলেই এল বীরাতি ওপেনার। তবে সেঞ্চুরি না করতে পারলেও তার নজির গড়া ৯৬ রানের ব্যাট্টা ইনিংস সঞ্জীবনী জোগাল রাজস্থান রয়্যালসকে। গুজরাট টাইটান্সের সামনে ২১৫ রানের লক্ষ্য রাখল গোলাপি বাহিনী। এর আগে এলিমিনেটরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ২৯ বলে ৯৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে শিরোনামে উঠে এসেছিল সূর্যবংশী। সেই রাতে শতরানের রেকর্ড ছুঁতে মাত্র দিনে রান দূরে থেমে গিয়েছিল বৈভব। এদিন দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মাত্র ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি না পেলেও ইতিহাস লিখেছে সে। আইপিএলে দ্রুততম ১০০০ রান করার নজিরও গড়ে এই কিশোর। মাত্র ৪৪০ বলেই এই মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছে সে। এদিন ৩১ বলে হাফসেঞ্চুরি করে

বৈভব। যা আইপিএলে তার সবচেয়ে মধুর পঞ্চাশ। আগের ম্যাচে ২৯ বলে ৯৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেও এদিন দলের স্বার্থে তাঁকে অনেক বেশি ধীরস্থির হয়ে ব্যাট করতে হয়। অর্ধশতরান আসে ১৩তম ওভারে। এর মধ্যেই ১১তম ওভারে প্রসিদ্ধ কুফের বলে সাই সুদর্শন একটি সহজ ক্যাচ ফেলেন। তবে ৫০ পূর্ণ করার পরই গিয়ার বদলে আশ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে শুরু করে বৈভব। কাগিসো রায়ভাভর শর্ট বলে থার্ডমাউ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ কুফের বলে চাট দিয়ে খামতে হয় তাঁকে। ১৫ বছরের এই ব্যাটারের ৪৭ বলে ৯৬ রানের ইনিংসকে সম্মান জানিয়ে গোটা মাঠ দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায়। জাদেকার সঙ্গে তাঁর ১২৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি রাজস্থানকে লড়াই করার পৌঁছে দেয়। জাড্ড অপরাধিত থাকেন ৩৫ বলে ৪৫ রানে। শেষদিকে জোনোভান ফেরেরা রশিদ খানকে শেষ ওভারে চারটি ছক্কা মেরে দলকে ২০০ রানের গতি পার করান।

মেসির নেতৃত্বে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা

বুয়েনোস আয়ারস, ২৯ মে : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কাতার বিশ্বকাপের চেনা মুখ ও এককাতক তরুণ তুর্কিদের নিয়েই এই স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। এবারের মহাযজ্ঞেও লা আলবিসেসেস্তের নেতৃত্ব দেবেন লিওনেল মেসি। এক নজরে আর্জেন্টিনার ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত বিশ্বকাপ স্কোয়াড :

গোলরক্ষক : এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, জেরোনিমো রুলি ও হ্যান

মুসো। ডিফেন্ডার : ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নিকোলাস ওটামেন্ডি, নাথ্যয়েল মোলিনা, গনসালো মন্তিয়েল, নিকোলাস টাগলিয়াফিকো, লিওনার্দো বারেলি ও ফার্নান্দো মেনিনা। মিডফিল্ডার : রদ্রিগো ডি পল, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, লিয়ান্দ্রো পারদেস, জিওভানি লো সেন্সো, এক্সিকিয়েল পালাসিওস ও ভালেস্তিন বারকো। ফরোয়ার্ড : লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্তিনেজ, ছলিয়ান

আলভারাজ, নিকোলাস গনসালেজ, জুলিয়ানো সিমেন্ডো, নিকো পাজ, থিয়াগো আলমাদা ও হোসে মানুয়েল লোপেস। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা খেলবে ‘গ্রুপ জে’-তে। ১৬ জুন মিসৌরির কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে তারা। ২২ জুন টেক্সাসের আলিফটনে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হবে স্কালোনির দল। আর ২৭ জুন একই স্টেডিয়ামে জর্ডানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা।



সুপ্রিমে স্বস্তি পেলেন ভিনেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : কুস্তির ম্যাটে নেমে একের পর এক ম্যাচ জিতেছেন। এবার আইনি যুদ্ধেও একের পর এক আদালত জয়ী ভিনেশ ফোগাটা। গুজরার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি অলোক আর্যদের বেঞ্চি ছল ভিনেশ মামলার শুনানি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারতকে গর্বিত করেছেন ভিনেশ। তাঁকে থামাবে না আদালত। অর্থাৎ আগামী কাল থেকে শুরু হওয়া এশিয়ান গেমস ট্রায়ালে অংশ নিতে ভিনেশের আর কোনও বাধা রইল না।

২০২৪ অলিম্পিকে স্বপ্নভঙ্গের পর কুস্তি থেকে অবসর নেন ভিনেশ। কিন্তু মা হওয়ার মাত্র পাঁচ মাস পরেই তিনি ঘোষণা করেন, কুস্তির ম্যাটে ফিরতে চলেছেন। চলতি মাসের শেষে ন্যাশনাল ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ছিল ভিনেশের। সেখানে পাক



জিততে পারলেই এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে নামার পথ খুলে যাবে ভিনেশের জন্য। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নতুন নিয়মে এনে ভিনেশের জন্য ফেরার পথ বন্ধ করে দেয় ফেডারেশন। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টের পদকজয়ীরা ট্রায়ালে নামতে পারবেন না।

না। ফেডারেশনের এহেন অবিচারের প্রতিবাদে দিল্লি হাইকোর্টে যান ভিনেশ। আইনি যুদ্ধে জয়ী হন। উচ্চ আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, ফেডারেশনের নির্বাচনী নীতি ভিনেশের মতো বড়মাপের কুস্তিগিরকে ট্রায়ালে অংশ নিতে দেয়নি। এটা বিচক্ষণতার অভাব।

দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ, ৩০ এবং ৩১ মে এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে ভিনেশকে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করে ভারতের কুস্তি ফেডারেশন। গুজরার শুনানি চলাকালীন দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ‘ভিনেশ আমাদের দেশকে গর্বিত করেছেন। তবে দিল্লি হাইকোর্ট মামলাটি নিয়ে যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে কিছু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। তবে ভিনেশকে এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে নামতে দেওয়া হোক।’ উল্লেখ্য, ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যান ভিনেশ। সেই বিষয়টিকে হাতিয়ার করেই এশিয়ান গেমসের ট্রায়াল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছিল ফেডারেশন। তবে শেষ পর্যন্ত আইনি যুদ্ধে জিতলেন ভিনেশ। প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে কুস্তির ম্যাটে জিততে পারবেন?

রেফারি সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবসে সংবর্ধিত সূর্যকুমার ও তাজ উদ্দিন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটি গুজরার অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল উদারবন্দ্রের নবাবগঞ্জ সংঘে। এদিন কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হলো চিলড্রেন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব তাজ উদ্দিন এবং উদারবন্দ্রের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা উদারবন্দ্র টেনিস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি সূর্যকুমার শর্মা। গুজরার সকালে উদারবন্দ্র নবাবগঞ্জ সংঘ কার্যালয়ের সামনে রেফারি সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন কমিটির সভাপতি জাতীয় রেফারি নির্মল ভট্টাচার্য। এরপর কেক কেটে প্রতিষ্ঠা দিবস

পালন করা হয়। সংবর্ধনা পূর্বে বক্তব্য রাখেন রেফারি কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা চন্দন শর্মা, উদারবন্দ্র টেনিস ক্লাবের প্রাক্তন সচিব প্রবানন্দ দাশ, সূর্যকুমার শর্মা এবং তাজ উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন নবাবগঞ্জ সংঘের সভাপতি নির্মলকান্তি রায়। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন শিলচর রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটির সচিব শেলেন্দ্র চন্দ্র দাস।



শিলচর রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটির অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবসে সংবর্ধিত জীড়া সংগঠক সূর্যকুমার শর্মা ও তাজ উদ্দিনের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

ফ্রেঞ্চ ওপেনের শেষ যোলয় যুকি ভান্সি



প্যারিস, ২৯ মে : যুকি ভান্সি ফরাসি ওপেনের মিস্ত্র ডাবলস বিভাগে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার সেটে পরাজিত করে। টানটান ছিলেন রাশিয়ার আলেক্সান্ড্রা পানোভা। ইউকি-আলেকজান্ড্রা জুটি

কঠিন লড়াইয়ে নোদারল্যান্ডসের ডাভিড পেল এবং ইউক্রেনের কিকন জুটিকে ৭-৬(২), ৭-৬(৫) সেটে পরাজিত করে। টানটান উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচটি স্থায়ী হয় ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। অন্যদিকে,

তৃতীয় রাউন্ডে সাবালেঙ্কা

প্যারিস, ২৯ মে : শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা বৃহস্পতিবার প্রথম সেটে সমস্যায় পড়লেও ফ্রান্সের এলসা জ্যাকমোকে ৭-৫, ৬-২ গেমে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন।

গত বছরের পরাজিত ফাইনালিস্ট বেলারুশের থেলোয়াড্জিক হারাতে প্রায় এক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম

চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা এখনও তার প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন শিরোপার স্বপ্নানে রয়েছেন। ‘সে একজন খুবই কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। জটিল ম্যাচ। আমি খুশি যে আমি সরাসরি সেটে ম্যাচটি শেষ করতে পেরেছি,’ সাবালেঙ্কা বলেছেন। সাবালেঙ্কা এরপর অস্ট্রেলিয়ার ডারিয়া কাসাটিকিনার মুখোমুখি হবেন।

পল ও মার্কাস উইলিসের বিরুদ্ধে তারা ৩-৬, ৭-৬(৭), ৩-১০ ফলে পরাজিত হন। প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট স্থায়ী এই ম্যাচে প্রথম সেট হারানোর পর চন্দ্রশেখর-ইউজুকি দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে টাইব্রেকে দ্বিতীয় সেট জিতে সমতা ফেরান। তবে শেষ পর্যন্ত সুপার টাইব্রেকে প্রতিপক্ষের দাপটের কাছে হার মানতে হয় ভারত-জাপান জুটিকে।

লখনউয়ের নেতৃত্ব ছাড়লেন ঋষভ পন্থ



নয়াদিল্লি, ২৯ মে : আরও একটা হতাশাজনক মরশুম কেটেছে লখনউ সুপার জায়ান্টসের পিয়ের টেবিকের একেবারে তলানিতে শেষ করেছে তারা। এরপর অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন ঋষভ পন্থ। গুজরার এলএসজি এক বিবৃতিতে জানায়, পন্থ

নিজেই অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে যা মেনেও নেওয়া হয়েছে, ফ্র্যাঞ্চাইজির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘লখনউ সুপার জায়ান্টস আনুষ্ঠানিকভাবে জানাচ্ছে, ঋষভ পন্থ অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি তার এই অনুরোধ গ্রহণ করেছে।’ ২০২৫ সালের নিলামে ২৭ কোটি টাকায় পন্থকে দলে নেয় লখনউ। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া ক্রিকেটারকে নিয়ে। অধিনায়ক হিসাবে দুই মরশুমেই দলকে প্লেঅফে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবারের আইপিএলে তাঁর নেতৃত্বে ১৪ ম্যাচে মাত্র ৪টি জয় পেয়েছে লখনউ। ২০২৫ মরশুমেও ১৪ ম্যাচে মাত্র হাফ ডজন ম্যাচ জয় পেয়েছিল সঞ্জীব গোয়েন্দার দল।

খোঁজের ফুটবলে বড় জয় পেল বেঙ্গল টাইগার্স



সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : খোঁজ আয়োজিত পরেশ চন্দ্র দত্ত ও জ্যোৎস্না দত্ত ফুটবল প্রতিযোগিতায় গুজরার জিতল বেঙ্গল টাইগার্স। সোনাই এনজিআইএস স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে তারা বারিকনগরকে ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে দেয়। বেঙ্গল টাইগারের হয়ে জাইরুল ইসলাম দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিয়ে ১৩, ১৭ ও ৪৭ মিনিটে তিন গোল করে হ্যাটট্রিক করেন। অছড়া ১৬ মিনিটে গাইওয়ান এবং ৪৩ মিনিটে ইমরুজ গোল করেন। বারিকনগরের পক্ষে

একমাত্র গোলটি করেন মাকবুল ইসলাম। ৪২ মিনিটে। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য বেঙ্গল টাইগারের জাইরুল ইসলামকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়। মৌসুফ মজুমদার ও আব্দুল কালাম তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভুবনখাল খাসিয়া ইয়ুথ ক্লাব ও রবিন খাইদেম আকাদেমি এফসি। ম্যাচ পরিচালনা করেন রাকিব হোসেন। সহকারী আবু আকাস, টিটু লক্ষর ও আব্দুল জলিল।

বি ডিভিশনের ফাইনাল কাল

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইশিতা রঞ্জন চক্রবর্তী স্মৃতি প্রাইজমানি বি ডিভিশন ফুটবলের ফাইনালে রবিবার শিলচর ভেটোরেন এফসির মুখোমুখি হবে সন অব ইন্ডিয়া। গুজরার এসএম দেব স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে শিলচর ভেটোরেন ফুটবল ক্লাব ৫-০ গোলে হারিয়েছে পিডব্লিউ মোকানিক্যাল ক্লাবকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সন অব ইন্ডিয়া ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারায় শান্ত সেনাকে। রবিবার ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ২:৩০ টায়।

প্রদীপ প্রজ্জলনের পর গণেশ বন্দনা দিয়ে ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সভাপতি শিবরত দত্ত, সহ সভাপতি নন্দদুলাল রায় ও অজয় চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি বলেন, শিলচরের টেবিল টেনিসের অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছেন। তাদের প্রশিক্ষণ দিতে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হবে প্রশিক্ষক। বলেন, সাংস্কৃতিক

কৃপাময় টিটি দিয়ে সাংস্কৃতিক ভবনের উদ্বোধন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৯ মে : কৃপাময় রায় স্মৃতি বার্ষিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা দিয়ে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার টেবিল টেনিস ও সাংস্কৃতিক আকাদেমি ভবনের ধারোদধাটন হল গুজরার বিবেলে। ফিটা কেটে ভবনের উদ্বোধন করলেন সংস্থার সভাপতি শিবরত দত্ত। পাশে ছিলেন সহ সভাপতি অজয় চক্রবর্তী, নন্দদুলাল রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও অতিথিরা। এরই মাঝে ডিএসএ-র চিরাচরিত অনুষ্ঠান থেকে ব্যতিক্রমী এক ঘটনা ঘটলো। উপস্থিত সদস্যদের মতে যা ডিএসএ-র জন্য এক নজিরবিহীন ঘটনা। সংস্থার স্বত্ব প্রতিক্রিট টেবিল টেনিস ও সাংস্কৃতিক ইন্ডোর হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে আজ ঠাই পেলেন না চিফ এল্লিকিউটিভ। নির্বাচিত সচিব অন্তন ভট্টাচার্য নির্বাচিত হলেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সচিব দেবাশিস সোম, সহ সচিব (সেজর) অরুণজিত গুপ্ত ও সহ সচিব (আদাস)

অজয়কুমার রায়। উল্লেখ্য, অনেক দিন ধরেই ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে সচিবের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সহসচিব (প্রশাসন) দেবাশিস সোম। আজ মধ্যে জায়গা না পেয়ে টিটি-র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন কি না এখন সেটাই দেখার। মঞ্চে নাহলেও এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভবন নির্মাণের স্পনসরার সমীরণ ভট্টাচার্য, কৃপাময় স্মৃতি বার্ষিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার স্পনসর পরিবারের পক্ষে কৃপাণু রায় প্রমুখ।



ফিটা কেটে সাংস্কৃতিক ও টেবিল টেনিস ভবনের উদ্বোধন করছেন ডিএসএ-র সভাপতি শিবরত দত্ত। পাশে রয়েছেন অতিথি ও কর্মকর্তারা। গুজরার এসএম বেব স্টেডিয়ামে।

আকাদেমি হয়েছে বলেই এখানে টেবিল টেনিস আকাদেমি হওয়া সম্ভব হয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা করায় সমীরণ ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানান তিনি। কারণ তাঁর আর্থিক সহায়তা দিয়েই টেবিল টেনিসেরও আকাদেমি হয়েছে। সমীরণ ভট্টাচার্য চেকের মাধ্যমে তিন কিস্তিতে দিয়েছেন ১২ লক্ষ টাকা। এরপর আরও ১ লক্ষ টাকা। শিবরত দত্ত জানান, টেবিল টেনিস ম্যাটের জন্য অসম টেবিল টেনিস সংস্থা অনেক আগেই চার লক্ষ টাকা দিয়েছিল। এখন সুদ সমেত ছয় লক্ষ টাকা হয়েছে। সেই টাকাও খরচ হয়েছে।

কৃপাময় রায় মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টের স্পনসর কৃষ্ণেন্দু রায় বলেছেন ডিএসএ যতদিন চাইবে ততদিন এই আসর তারা স্পনসর করে যাবেন। অনুষ্ঠানে সোমশিখা মজুমদার, পঞ্চতপা সেন ও পূর্বা রায় উপস্থিত ছিলেন। স্পনসর পরিবারের পক্ষে সুস্মিতা রায় ও কৃপাণু রায়।



করাটি, ২৯ মে : খেলোয়াড়দের তো একটা সময় অবসর নিতেই হয়। তবে সমর্থকদের অবসরে যাওয়ার খবর শোনা যায় না বললেই চলে। কিন্তু সেই সমর্থক যদি হন একনিষ্ঠ কেউ, আনন্দ-বেদনার হাজিরো ‘স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যায় তার নাম, তাহলে ব্যাপারটি হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। জলিল চাচা তেমনি একজন। ৫৭ বছর ধরে গ্যালারি থেকে পাকিস্তান দলকে সমর্থন জানিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন তিনি। আসল নাম চৌধুরী আবদুল জলিল নামেও সবার কাছে তিনি জলিল চাচা নামে পরিচিত। সেই মানুষটা এবার অবসরে যাচ্ছেন।